অরদিদোল মোবতেলীন

ফি-রদ্দে

ছায়ফোল-মোহাদ্দেছিন

প্রথম খণ্ড

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা হাদিয়ে জামান-সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা— উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী— খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্‌সুফী জনাব পীরজাদা হজরত মাওলানা **মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ রহঃ** এর পুত্রগণের পক্ষে **মোহাম্মদ শরফুল আমিন** কর্ত্তৃক বশিরহাট মাওলানাবাগ "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ সন ১৪০৯ সাল

সাহায্য মূল্য ৩৫ টাকা মাত্র

الحمد لله رب العلمين

والصلوة والسلام على رسوله الكريم وآله وصحبه اجمعين

প্রথম খণ্ড

রংপুরের মৌভষা গ্রামের মজহাব-বিদ্বেষী অযথা অপবাদক মৌলবি আবুল মনছুর আবদুল বারি ছাহেব মৎপ্রণীত বোরহানোল মোকাল্লেদীন নামক কেতাবের প্রতিবাদ কল্পে ছায়ফুল মোহাদ্দেছিন নামীয় একখানা পুস্তক তাঁহাদের স্বমতাবলম্বী দলের অযথা কুৎসা রটনাকারী, গালি-গালাজের বহর ও বিদ্বেষভাণ্ডার আহলে হাদিছ পত্রিকায় ছাপাইতেছেন। পুস্তক খানিতে মূল বোরহানোল-মোকাল্লেদীনের সহস্র কথার মধ্যে এক আধটার সম্বন্ধে কিছু হৈ-চৈ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও প্রকৃত প্রতিবাদ করা হয় নাই। আল্লাহতায়ালার ফজলে মৌভাষার মৌলবি ত দূরের কথা, তাঁহার দলভুক্ত যাবতীয় পৃষ্ঠপোষক, অনুচর, উপচর ও মৌলবিগণ কেয়ামত অবধি উহার প্রকৃত প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইবেন না। অবশ্য কতকগুলি আবল-তাবল কথা লিখিয়া বৃথা কাগজ কালি নষ্ট করিয়াছেন। যে সমস্ত কথার 'দান্দন-সেকন' উত্তর উক্ত ছায়ফুল-মোহাদ্দেছিন পুস্তকের জন্মের বহু পূর্ব্বে কয়েকবার দেওয়া হইয়াছে, ইনি তৎসমস্তের পুনরুক্তি করিয়া নিরক্ষর সমাজের নিকট ধন্যবাদ অর্জ্জনের বৃথা নর্ত্তন কুর্দ্দন করিয়াছেন। তিনি অযথা নিন্দাবাদ করিতে তাঁহার সমশ্রেণী অপেক্ষা কয়েক ডিগ্রী অগ্রগামী হইয়াছেন। তাঁহার বিদ্যার বহর এত দীর্ঘ প্রস্থ বিশিষ্ট যে, তিনি সামান্য সামান্য কথার অনুবাদ করিতে

গিয়া মহা-ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । এইরূপ নিন্দকের দন্তচূর্ণকারী উত্তর দিতে হানিফী সমাজে বহু উজ্জ্বল নক্ষত্র এখনও বর্ত্তমান আছেন । তিনি যেন মনে রাখেন যে, তাঁহার গোর অবধি এই সমাজের নব্যদলেরা তাঁহার পাছে পাছে বিষম ধাওয়া করিতে বিন্দু মাত্রও কুণ্ঠিত হইবেন না ।

প্রিয় পাঠক, এই কেতাবের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই উক্ত অপবাদের ধোকাবাজি খণ্ডন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইবেন ।

তিনি আহলে-হাদিছের ৮ম ভাগের ২য় সংখ্যার ৭১/৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ–

''ইমাম-আজম কোর-আন হেফ্জ করার, হাদিছ শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করার এবং নহো, আরবি সাহিত্য, কবিতা ও মন্তেক শিক্ষা করার পরিণাম শ্রবণ করিয়া তৎসমস্ত ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ফেক্হ শিক্ষা করিয়াছিলেন (সংক্ষিপ্তসার) । ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ... তিনি (এমাম-আজম) কোরান, হাদিছ, নহো (ব্যকরণ), মন্তেক, ফালছাফা ইত্যাদি কিছুই শিখেন নাই । এ সকল বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন । কেবল ফেকহ শিখিয়াছিলেন। আর যে ব্যক্তি কোরান হাদিছ জানে না, তাহার ফেকহ কোরান হাদিসের সহিত মিল হইতে পারে না ।''

ধোকা ভঞ্জন

লেখকের এই প্রশ্নের উত্তর মৎপ্রণীত কামেয়োল-মোবতাদেয়িন দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৭-১১১ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে । এস্থলে এতটুক লিখিত হইতেছে যে, ফেক্হ শব্দের অর্থ কি, তাহা চিন্তা করিলেই লেখকের দাবী একেবারে বাতীল হইয়া যাইবে । এবনে খলদুনের ১/৪৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, –''সজ্ঞান ও সাবালক লোকদের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে

ওয়াজেব, হারাম, মোস্তাহাব, মকরুহ্, মোবাহ (ইত্যাদি) খোদাতায়ালার হুকুমগুলি অবগত হওয়াকে ফেক্হ বলা হয়। উক্ত হুকুমগুলি কোর-আন, হাদিছ এবং খোদা ও রছুল কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত দলীল এজমা ও কেয়াছ হইতে গৃহীত হয়।'' উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, কোর-আন ও হাদিছ না জানিলে এবং উহার মর্ম্ম বুঝিতে না পরিলে ফকিহ হওয়া যায় না।

তহজিবোত্তহজিব, ১০/৪৫১ পৃষ্ঠা, মিজানে-শায়ারানি, ৫৮ পৃষ্ঠা ও খয়রাতোল হেছান, ২৭ পৃষ্ঠাঃ– ''এমাম-আজম বলিয়াছেন, আমি প্রথমে কোর-আন হইতে ব্যবস্থা বিধান করি ; যদি কোরআনে না পাই, তবে হাদিছ অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রকাশ করি ; আর যদি হাদিছে না পাই, তবে সাহাবাগণের মতানুযায়ী প্রকাশ করি ; আর যদি উহাতেও না পাই, তবে কেয়াছ করিয়া থাকি।''

পাঠক, এমাম-আজম এস্থলে নিজে কোর-আন, হাদিছ ও সাহাবাগণের মত হইতে ফেক্হ সংগ্রহ করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এমাম আবদুল অহহাব শায়ারানী, মিজানের ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ–

''আমি যে সময় 'আদেল্লাতোল-মাজাহেব' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলাম, সেই সময় উক্ত এমামের মতসমূহ ও তাঁহার শিষ্যগণের মতসমূহ অনুসন্ধান করিয়াছি তাঁহার ও তদীয় শিষ্যগণের প্রত্যেক মত (কোর-আনের) আয়াত, হাদিছ, সাহাবাগণের ব্যবস্থা ও তৎসমুদয়ের মর্ম্ম এবং বহু সনদে উল্লিখিত জইফ হাদিছ কিম্বা কোর-আন, হাদিছ ও এজমার দৃষ্টান্তে সহিহ কেয়াছ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে।'' উপরোক্ত বিবরণে এমাম সাহেবের কোর-আন ও হাদিছের মহা-তত্ত্ববিদ্ হওয়া জ্বলন্ত ভাবে প্রমাণিত হইল। যদি তিনি কোর-আন ও হাদিছ না জানিতেন, তবে তাঁহার মতগুলি কোর-আন ও হাদিছের

অনুযায়ী হইল কিরূপে ? এমাম আবদুল অহ্হাব শায়ারানি একজন অন্য মজহাবের নিরপেক্ষ বিদ্বান। যদি রংপুরের অপবাদকের দাবী সত্য হয়, তবে উক্ত এমাম ঐরূপ মত প্রকাশ করিলেন কেন ? হাদিছের ছনদ সহ হাদিছ কণ্ঠস্থ করিলে মোহাদ্দেছ উপাধি লাভ করা যায়, এবং হাদিছের মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হন আর নাই হন, এই উপাধি লাভ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে কোর-আন ও হাদিছের স্পষ্টাংশ ও অস্পষ্টাংশ অবগত না হইলে, উহা হইতে শরিয়তের আহকাম ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, হালাল, হারাম ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে অথবা ভিন্ন ভিন্ন মর্ম্মবাচক আয়ত ও হাদিছগুলির মধ্যে সমতা স্থাপন করিতে না পারিলে ফকিহ্ হওয়া যায় না।

সাহাবাগণের মধ্যে ফকিহ্ অতি কম ছিলেন। হজরত ওমর আলি, এবনে মছউদ, আএশা, ওবাই, জয়েদ বেনে ছাবেত, আবু মুছা ও এবনে ওমার ফকিহ ছিলেন। তাজকেরাতোল হোফ্‌ফাজ, ১/২১/২৩/২৪/৩১/৩৪ পৃষ্ঠা এবং ওসদোল গাবাহ, ৩/১৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মৌভাষার নিন্দকের মতে তাঁহারা কি কোর-আন হাদিছ জানিতেন না ?

তাবেয়ীদিগের মধ্যে আলকামা, মছরুক, আছওয়াদ, ছইদ বেনে মোছাইয়েব, আবু ইদরিছ খাওলানি, এবরাহিম নখ্‌য়ি, ছইদ বেনে জোবাএর, এবনে ছিরিন, শাবি, আতা, ছোলায়মান, ছালেম ও এবনে জোরাএজ প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ ফকিহ ছিলেন (তাজকেরা দ্রষ্টব্য)। এমাম-মালেক, শাফেয়ি, ও আহমদ ফকিহ ছিলেন। কেতাবোল-আনছাব, ৩২৬ পৃষ্ঠা ও একমাল, ৪২/৪৩। পৃষ্ঠা। হোমায়দি, এমাম শাফেয়ির নিকট ফেক্‌হ শিক্ষা করিয়া ছিলেন। এনছাফ, ৬৭/ তাবাকাতে কোবরায় শাফেয়িয়া, ৩/৩/৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রংপুরী নিন্দক কি তাঁহাদিগকে কোর-আন ও হাদিছে অনভিজ্ঞ বলিয়া

ফৎওয়া দিবেন ?

এমাম জাহাবি তাবাকাতোল হোফ্‌ফাজের ৬/২৬ পৃষ্ঠায়, এবনে খালকান, তারিখের ২/১৬ পৃষ্ঠায়, আল্লামা এবনে-হাজার খয়রাতোল-হেছানের ২৪/২৫ পৃষ্ঠায়, আল্লামা হাফেজ আবুল মাহাছেন দেমাস্কি ওকুদোল জোম্মানে এমাম আজমকে হাদিছের হাফেজ ও অনন্ত সমুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ছায়েকাতোল-মোছলেমিন কেতাবের ৬৮/৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

এমাম জাহাবি, তাজকেরাতোল হোফ্‌ফাজের ১/১৯১/১৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, – "এমাম আবু হানিফার এল্‌ম কোর-আন, হাদিছ, নহো ও তত্তুল্য বিষয় ছিল"

এবনে-হাজার খয়রাতোল-হেছানের ২৪/২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, – "উক্ত এমাম তফছির, হাদিছ, নহো, ছরফ, অভিধান, আরবি সাহিত্য ও কেয়াসি আহকামে অনন্ত সমুদ্র ও অদ্বিতীয় এমাম ছিলেন। তাঁহার এরূপ কতকগুলি ফেকহের মস্‌লা আছে যে, তিনি তৎসমুদয় স্থলে নিজ মতগুলির প্রমাণ ভার আরবি সাহিত্যের উপর স্থাপন করিয়াছেন – যাহা গবেষণাকারী ব্যক্তি অবগত হইলে, উক্ত এমামের এই বিদ্যার দক্ষতা দর্শনে বিমোহিত হইয়া থাকে। তাঁহার এরূপ কতকগুলি প্রাঞ্জল শুদ্ধ শ্রুতিমধুর কবিতা আছে – যাহা রচনা করিতে তাঁহার তুল্য বহু লোক অক্ষম।

এমাম আবু হানিফা (রঃ) রমজানে কোর-আন শরিফের ৬০ খতম করিতেন এবং এক রাক্‌য়াতে সমস্ত কোর-আন পাঠ করিতেন। ইহাতে তাঁহার কোর-আনের হাফেজ হওয়া সপ্রমাণ হইল।"

আহলে-হাদিছ, ৮/২/৭২/৭৩ পৃষ্ঠা ঃ–

'কোরান, হাদিছ, নহো বিদ্যা না শিখিবার কারণ বশতঃ ইমাম

তরদিদোল মোবতেলীন

সাহেবের মস্লা কোরান হাদিছের খেলাফ বলিয়া আহলে ছুন্নত জমাতের অনেক আলেম প্রতিবাদ করিয়াছেন, তৎপরে ৩৫ জন আলেমের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তারিখে বগ্দাদী, তমহিদ, তারিখে-কবির, মীজানোল-এতেদাল ও গুনইয়াতোত্তালেবিন।

খোকা ভঞ্জন

ইহার উত্তর মৎপ্রণীত কামেয়োল-মোবতাদেয়িন, ৩/৮-২৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে, লেখকের দলের চক্ষু স্থির হইবে।

এস্থলে এতটুকু লেখা হইতেছে, 'এমাম আজম কোর-আন, হাদিছ ও নহো বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই – লেখকের এই দাবি একেবারে বাতীল সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

একদল আলেম, এমাম আজম ছাহেবের বিপরীত মত ধারণ বা উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহাতে যে ইমাম সাহেবের মস্লা কোর-আন ও হাদিসের খেলাফ হইবে, ইহা একেবারে বাতীল মত।

সাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িগণের মধ্যে প্রত্যেকে অন্যের বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন। লেখক যে ৩৫ জন এমামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে অন্যের খেলাফ ও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত দলীল উক্ত কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

এক্ষেত্রে মজহাব-বিদ্বেষী অপবাদকের মতে ছাহাবা, তাবেয়ি, তাবা-তাবেয়িগণ হাদিছের খেলাফ করিয়াছেন কি না ? উক্ত ৩৫ জন এমাম হাদিছের খেলাফ করিয়াছেন কি না ?

এমাম বোখারি, এমাম মোছলেমের প্রতিবাদ ও খেলাফ করিয়াছেন;

এমাম মোছলেম, এমাম বোখারির খেলাফ ও প্রতিবাদ করিয়াছেন ; এক্ষণে তাঁহারা উভয়ে হাদিছের খেলাফ করিয়াছেন কি না ?

৬৮ জন বড় বড় সুন্নত জামায়াতের মোহাদ্দেছ এমাম বোখারির প্রতিবাদ করিয়াছেন । ফৎহোল-বারির মোকদ্দমা দ্রষ্টব্য । কামেয়োল-মোবতাদেয়িনের উক্ত খণ্ডে ২২/২৩ পৃষ্ঠায় তাঁহাদের নামগুলি লিখিত আছে।

এক্ষণে এমাম বোখারি হাদিছের খেলাফ করিয়াছেন কি না ? এহইয়া বেনে ছইদ আনছারি বলিয়াছেন, মোহাদ্দেছগণ সহজ মত প্রচারক ছিলেন ; কিন্তু ফৎওয়াদাতাগণ সর্ব্বদা মতভেদ করিতেন । এক জন এক বস্তুকে হালাল বলিতেন, অপরে (তাহা) হারাম বলিতেন ; কিন্তু কেহ কাহারও উপর দোষারোপ করিতেন না । –তাজ ; ১/১২৪ পৃষ্ঠা ।

এহইয়া (বেনে ছইদ কাত্তান) কুফাবাসীদিগের মত গ্রহণ করিতেন ; আবদুর রহমান বেনে মেহদী কতক মোহাদ্দেছ ও মদিনাবাসীদিগের মত গ্রহণ করিতেন । –তহজিবঃ, ৬/২৭৯ পৃষ্ঠা ।

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মৌভাষার লেখক যে ৩৫ জন এমামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা কতক ফরুয়াত মসলায় এমাম আজমের খেলাফ করিলেও তাঁহার প্রতি দোষারোপ করেন নাই বা তাঁহাকে কোর-আন হাদিছের খেলাফকারী বলিয়া প্রকাশ করেন নাই । কিন্তু মৌভাষার লেখক অযথা অপবাদ করিয়াছেন ।

আহলে-হাদিছ, ৮/২/৭৩/৭৪ পৃষ্ঠা :–

"আর বর্ণনাটী যে সত্য তাহার প্রমাণ এই যে, ইমাম সাহেব হইতে ১০/২০ টী আয়েতের তফছির বা ২০/২৫ টী সহিহ্ হাদিছের-রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না ।"

তরদিদোল মোবতেলীন

ধোকা ভঞ্জন

কোর-আন শরিফের আহ্‌কাম সংক্রান্ত যে পাঁচ শত আয়ত আছে, তৎসমস্তের অধিকাংশে এমাম আজমের আবিষ্কৃত আহকাম তফছির আহমদী ইত্যাদিতে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতেই এমাম আজমের তফছিরের মহা তত্ত্ববিদ হওয়া সাব্যস্ত হইল। এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, আমি এমাম মোহম্মদের তুল্য কোর-আনের মর্ম্মবিদ্ কাহাকেও দর্শন করি নাই (জওয়াহেরে মোজিয়া – ৪২)। যদি এমাম আজম কোর-আনের তফছির-তত্ত্ববিদ না হইতেন, তবে তাঁহার শিষ্য এমাম মোহাম্মদ কিরূপে উহার অদ্বিতীয় মর্ম্মবিদ্ হইলেন। মাওলানা শাহ্ অলি উল্লাহ ছাহেব হোজ্জাতোল্লাহেল বালেগাতে লিখিয়াছেন, "হাদিছের মর্ম্ম হইতে ফরজ, ওয়াজেব, জায়েজ ইত্যাদি আহ্‌কাম প্রকাশ করা হাদিছের দ্বিতীয় শ্রেণী।" এই হিসাবে এমাম আজম কর্ত্তৃক ফেক্‌হের কেতাবে যে সমস্ত আহ্‌কাম উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্ত কোর-আনের মর্ম্ম ও হাদিছের রেওয়ায়েত। উক্ত কেতাব ১/১০৪/১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এমাম আবু হানিফা ৮৩ সহস্র মস্‌লা প্রকাশ করিয়াছেন। মানাকেবে মোয়াফ্ফেক, ১/৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এক্ষেত্রে এমাম আজমের তুল্য অধিক রেওয়ায়েতকারী কোন মোহাদ্দেছ দুন্‌ইয়ায় হইয়াছেন কি না সন্দেহ। ইহাতে মৌভাষার লেখকের দাবী একেবারেই বাতীল হইয়া গেল।

আহলে হাদিছ, ৮/২/৭২ পৃষ্ঠা ; –

"যদি আবু ইউছফ না হইত, তবে আবু হানিফাকে কেহ জানিত না।"

ধোকা ভঞ্জন

এমাম আবু ইউছফ (রঃ) এমাম আবু হানিফার অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন। উক্ত এমাম সাহেবের আরও বহুশত প্রধান প্রধান শিষ্য ছিল, কিন্তু আবু ইউছফ তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। যদি এমাম আবু ইউছফ তাঁহার শিষ্য না হইতেন, তবে এমাম মোহম্মদ প্রভৃতি অন্যান্য শিষ্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহার মজহাব প্রচারিত হইত। অবশ্য এতটুকু কথা সত্য যে, এমাম আবু ইউছফের দ্বারা তাঁহার মজহাবের সমধিক প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু এমাম আবু ইউছফ না হইলে যে এমাম আবু হানিফাকে কেহ জানিত না, ইহা একেবারে মিথ্যা কথা। যাহাদের মজহাব কেহই গ্রহণ করে নাই, এরূপ বহু সহস্র সহস্র বিদ্বান গত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নামও জগতে বর্ত্তমান আছে। লোকেরা তাঁহাদের অবস্থা অবগত হইতেছেন। আর এমাম আবু-ইউছফ না হইলে, একজন শ্রেষ্ঠতম এমামের নাম কেহই জানিত না, ইহা প্রলাপোক্তি নহে কি? হজরত নবি (সাঃ) এর প্রধান সহকারী হজরত আবু-বকর (রাঃ) ছিলেন। এস্থলে কি মৌভাখার প্রবীণ নিন্দুক এই ফৎওয়া জারী করিবেন যে, যদি হজরত আবু-বকর (রাঃ) না হইতেন, তবে হজরতের নবুয়ত প্রকাশ পাইত না?

আহলে হাদিছ ঐ খণ্ড ৭৪/৭৫ পৃষ্ঠা ঃ– তিনি (এমাম আবুহানিফা) ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হইতে একেবারেই অন্ধ ছিলেন। সেই আবু ইউছফ একটী ঘটনায় আবু-হানিফাকে মূর্খ জাহেল বানাইয়াছেন।"

"তারিখ এবনে-খালকান ২য় খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা ঃ– আবু-ইউছফ "জেহাদ" ইত্যাদি বিষয় শিখিবার জন্য দিন কতক মোহম্মদ বেন এছহাক প্রভৃতির নিকট গিয়াছিলেন, তজ্জন্য আবু-হানিফার নিকট আসিতে পারেন নাই. তৎপর যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন আবু-হানিফা সাহেব

আবু-ইউছফকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি, জালুতের নিশানধারী কে ছিল? তৎশ্রবণে আবু-ইউছফ বলিল যে, আপনি এমাম ; আপনি যদি এরূপ প্রশ্ন করেন, তবে খোদার কছম আমি পুর্ণ সভায় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব যে, "বদরের" যুদ্ধ প্রথমে হইয়াছে কি "ওহোদ" যুদ্ধ প্রথমে হইয়াছে ? যেহেতু আপনি এতটুকুরও খবর জানেন না।"

একজন অশিক্ষিত দিনদার ব্যক্তিও বোধ হয় যুদ্ধ দুইটীর প্রথমটী বলিয়া দিবে ; কিন্তু আবু-হানিফা জানেন না। বলি এ কেমন বিদ্যাসাগর ?"

ধোকা-ভঞ্জন

এবনে-খালকানের গল্পটী সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও উহার মর্ম্ম এই হইবে যে, জেহাদের সংবাদ অবগত হওয়া শরিয়তের আহকাম সম্বন্ধে তদ্রূপ জরুরি বিষয় নহে, অথচ এমাম আবু-ইউছফ (রঃ) হালাল, হারাম, ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত ও নফল ইত্যাদি শরিয়তের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিক্ষা করায় অমনোযোগিতা প্রকাশ করিয়া জেহাদের বিবরণ শিক্ষা করিতে যাওয়ায় কিম্বা মোহাম্মদ বেনে ইস্হাক এমাম সাহেবের মতে জইফ ও অযোগ্য ছিলেন বলিয়া তজ্জন্য শিক্ষক এমাম আজম তাঁহাকে স্পষ্টভাবে নিষেধ না করিয়া এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নটী করেন যে, জালূতের নিশানধারী কে ছিল ? এমাম আবু-ইউছফ উক্ত প্রশ্নের উত্তর জানুন আর নাই জাননু, কিন্তু উহাতে শিক্ষকের নিষেধাজ্ঞা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে জেহাদ তত্ত্ব শিক্ষা করিতে নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু যদি আপনি জেহাদ-তত্ত্ব না জানিতেন, তবে আপনাকে ওহোদ বা বদরের যুদ্ধদ্বয়ের মধ্যে কোন্টী প্রথমে ঘটিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিলেও আপনি এমাম হইয়াও উহার উত্তর দিতে না পারিয়া সভার মধ্যে লজ্জিত হইতেন। এমাম আবু-হানিফা শিষ্যের এরূপ দৃঢ় ধারণা অবগত

হইয়া মৌনাবিলম্বন করিলেন। নচেৎ এমাম আজম যে ঐ সামান্য প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না, এই উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রিয়শিষ্য তাঁহাকে উহা বলেন নাই। এস্থলে জেহাদ-তত্ত্ব শিক্ষা করার আবশ্যকতা প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আর যদি ইহাও স্বীকার করা যায় যে, এমাম আজম একটী ঐতিহাসিক ঘটনা অবগত হইতে পারেন নাই, তবে ইহাতে বুঝা যায় না যে, তিনি ঐতিহাসিক সমস্ত ঘটনাতেই অন্ধ ছিলেন। জগতের কোন লোক যে সমস্ত ঘটনা অবগত হইবে, এরূপ দাবি কেহই করিতে পারে না। এইরূপ দাবি না এমাম বোখারি-মোস্‌লেম করিতে পারেন, না অন্য কোন এমাম করিতে পারেন।

কোরান শরিফের কতিপয় সুরা মক্কা শরিফে কিম্বা মদিনা শরিফে নাজিল হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে এমামগণের মতভেদ হইয়াছে। তাঁহারা নিশ্চিত রূপে এ-বিষয়ের কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহারা কি সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার অজ্ঞ হইবেন ?

এমাম বোখারি এইরূপ কতকগুলি ঐতিহাসিক ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন; যথা — আহমদি ছাপার সহিহ বোখারির ১৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, তৎপরে উক্ত এব্‌নে-মছউদ বলিলেন যে, কোরেশগণ ইস্‌লাম গ্রহণে বিলম্ব করিতে লাগিলেন ; ইহাতে হজরত তাহাদের উপর বদ দোয়া করিলেন ; সেই সময় তাহাদের উপর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল ; এমন কি তাহারা মৃত ও অস্থি ভক্ষণ আরম্ভ করিল এবং বিনষ্ট হইতে লাগিল। তৎপরে আবু-ছুফ্‌ইয়ান তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে মোহম্মদ। আমি (আপনার নিকট) উপস্থিত হইয়াছি ; আপনি আত্মীয়-স্বজনের উপকার করিতে আদেশ করিয়া থাকেন, অথচ আপনার স্বজাতিরা বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে ; এক্ষণে আপনি খোদার নিকট দোয়া করুন।

তরদিদোল মোবতেলীন

আছবাত, মনছুর হইতে উক্ত ঘটনা উপলক্ষে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, "তখন হজরত দোয়া করিলেন ; ইহাতে সাত দিবস পর্য্যন্ত তাহাদের উপর মুসল-ধারায় বারিপাত হইতে লাগিল । লোকে অতি-বৃষ্টির অভিযোগ উপস্থিত করিলে, হজরত বলিলেন, হে খোদা ! আমাদের চারিদিকে (বারিপাত হউক) – কিন্তু আমাদের উপর উহা বন্ধ হউক । তখন বারিপাত বন্ধ হইয়া গেল !"

আয়নি, ৩/৪৫২ পৃষ্ঠা ঃ– "দাউদী, আবদুল মালেক ও হাফেজ শরিফদ্দিন দেমইয়াতি বলিয়াছেন যে, এমাম বোখারি এস্থলে পৃথক পৃথক দুইটী ঘটনাকে একই ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; কেননা হজরত কর্ত্তৃক কোরেশদিগের উপর বদদোয়া করা মক্কা-শরিফে সংঘটিত হইয়াছিল ; পক্ষান্তরে হজরতের বারিবর্ষণের দোয়া মদিনা শরিফে সংঘটিত হয় ।"

এক্ষেত্রে এমাম বোখারি এই ঐতিহাসিক ব্যাপার নাজানা বশতঃ ভ্রম করিয়াছেন । কিন্তু মজহাব-বিদ্বেষী লেখক এস্থলে তাঁহার উপর কি ফৎওয়া জারি করিবেন ?

আহলে হাদিছ – ৮/২/৭৫ পৃষ্ঠা ঃ– বোরহান প্রণেতা লিখিয়াছেন, কুফাবাসীর সমস্ত হাদিছ শিক্ষার পরে (পেট গট মট করাতে) মক্কা ও মদিনা-বাসীর হাদিছ শিখিয়াছিলেন ।"

ধোকা-ভঞ্জন

মৌভাবার লেখক এমাম সাহেবের উপর বিদ্রুপ করিয়া একটি বে-আদবিপূর্ণ কথা লিখিয়াছেন । মজহাব-বিদ্বেষীরা প্রায়ই এইরূপ আদবহীন হইয়া থাকে । যাহা হউক, খয়রাতোল হেছানের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ- "হাছান বেনে ছালেহ বলিয়াছেন যে, এমাম আবু-হানিফা (রঃ) তাঁহার

শহরবাসীদিগের হাদিছের হাফেজ ছিলেন।"

এমাম আবু-হানিফা মদিনাবাসী ছালেম বেনে আবদুল্লাহ, ছোলায়মান বেনে ইছার, আতা বেনে ইছার, রবিয়া বেনে আবি আবদোর রহমান, মুছা বেনে তালহা, আবদুল্লাহ বেনে দিনার, আওন বেনে আবদুল্লাহ, মোহম্মদ বেনে মোছলেম জুহরি, নাফে, আবদুর রহমান বেনে হারমোজ, ওবায়দুল্লাহ বেনে ওমার, এহইয়া বেনে ছইদ আনছারী, মোহম্মদ বেনেল মোনকাদের ও আবু জাফর বাকের মোহম্মদ বেনে আলির নিকট হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন। আরও তিনি মক্কাবাসী তালহা বেনে নাফে, ওমার বেনে দীনার, মাকছাম, আতা বেনে আবি রাবাহ, আবু জোবা এর মোহম্মদ বেনে মোছলেম, হেশাম বেনে ওরওয়া এবং আবদুল আজিজ বেনে আবি রোওয়াদ প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের নিকট হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপ তিনি বাসোরাবাসী কাতাদা, আইউব ছকৃতিয়ানি, হোমাএদোত্তবিল, আইউব বেনে আতাবা, শায়বান বেনে আবদুর রহমান প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের নিকট হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন। -- তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ, ১/১৫১ পৃষ্ঠা, তহজিবোত্তহজিব, ১০/৪৪৯, তাবাকাতোল-হোফ্যাজ, – ১/৩৬/৩৯, কেতাবোল-আনছাব, ২৪১/২৪৬ পৃষ্ঠা, এবনে খালকান, ২/১৬৩ পৃষ্ঠা, তহজিবোল-আছমা, ৬৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলী প্রভৃতি মজহাবের বড় বড় মোহাদ্দেছগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, এমাম আজম মক্কা, মদিনা, বাসোরা ইত্যাদি স্থান সমূহের মোহাদ্দেছগণের নিকট হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু রংপুরী মজহাব-বিদ্বেষী লেখক এই সত্য কথা গোপন করিয়া নির্ম্মল চন্দ্রের মুখে কালিমা লেপন করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন। খোদাতালার অনুগ্রহে ও এমাম আজমের

কারামতে তাহার এই ধোকার জাল একেবারেই ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া গেল।

আহলে-হাদিছ, ৮/২/৭৫, ৮/৩/৯৮ পৃষ্ঠা ঃ– কিন্তু এমাম আবু-হানিফার নিজ স্বীকৃত একটী ঘটনা দেখুন, এবনে-খালকান, ১ম খণ্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠায় আছে ঃ– অকি বলিতেছেন, আমাকে আবু হানিফা বলিয়াছেন যে, আমি হজ্জের ৫টী মছলা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আর সে মছলাগুলি এক ক্ষৌরকার (অবশ্য মুসলমান) আমাকে শিখাইয়াছে। সেই ৫টী মছলা এই, আমি ক্ষৌর কার্য্য করাইতে গিয়া বলিলাম যে কত লইবে ? সে বলিল, তুমি কি দেহাতি (গ্রামবাসী) ? আমি বলিলাম হ্যাঁ। ক্ষৌরকার বলিল যে, এবাদতের কাজে মজদুরি ঠিক করিতে হয় না ; তুমি বস। আমি বসিলাম। কিন্তু কেব্‌লার দিকে মুখ না করিয়া বসিয়াছিলাম। তখন সে আমাকে কেবলার দিকে মুখ করিতে বলিল। তৎপর আমি বাম দিক্ হইতে প্রথমে ক্ষৌরি করিতে দিলাম ; কিন্তু সে ডান দিক হইতে ক্ষৌরি করাইতে বলিল। তখন ডান দিক্ ক্ষৌরি করিতে দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সে বলিল – তকবির পড় ! তখন আমি তকবির পড়িতে লাগিলাম। ক্ষৌর কার্য্য সেষ হইলে আমি উঠিয়া যাইতে লাগিলাম। সে বলিল – কোথায় যাও ? আমি বলিলাম, বাসায় যাইতেছি। তদুত্তরে সে বলিল, দুই রেকাত নামাজ পড়, তৎপরে যাইও। তখন আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম যে, এমন ক্ষৌরকারের নিকট কাজ লইতে এলেমের দরকার বা শিক্ষিত লোক হওয়া আবশ্যক। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তুমি আমাকে যাহা যাহা আদেশ করিলে, তাহা কাহার নিকট হইতে শিখিয়াছ ? সে বলিল যে, আতা বেনে্ আবি-রাবাহকে এই রকম করিতে দেখিয়াছি। আর এই জন্যই হোমায়দী বলিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি রসুল ও ছাহাবার হজ্বের বিধান বা মছলা জানে না, "মিরাছ" "ফারায়েজ" জাকাত নামাজ ইত্যাদি শরা মহাম্মদীয় দিনদারী

বিষয়ে কেমন করিয়া সেরূপ ব্যক্তির তকলিদ্ করা যাইবে ? বোরহান-প্রণেতা এমন অজ্ঞ, হাদিছ-শাস্ত্রে অন্ধলোককে কুফা, মক্কা, মদিনার হাদিছ কণ্ঠস্থ ঠোঁটস্থ করাইল।

ধোকা-ভঞ্জন

উপরোক্ত স্থলে মৌভাষার নিন্দুক অনুবাদে ভুল করিয়াছেন। "৫টী মস্‌লায় ভুল করিয়াছিলাম" স্থলে তিনি "৫টী মস্‌লা ভুলিয়া গিয়াছিলাম" লিখিয়াছেন। 'ভুলিয়া গিয়াছিলাম' বলিলে বুঝা যায় যে, এমাম আজম উক্ত মস্‌লাগুলি অবগত ছিলেন, তৎপরে তিনি উহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এস্থলে اخطات শব্দের অর্থ ভ্রম করিয়াছিলাম হইবে, ভুলিয়া গিয়াছিলাম – হইবে না। যে ব্যক্তি 'ভ্রম করিয়াছিলাম' আর 'ভুলিয়া গিয়াছিলাম' – এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ করিতে না পারে, তাহার পক্ষে একজন প্রবীণ এমামের সমালোচনা করা জায়েজ হইবে কি ?

মূল কথা এই – এমাম আজম বলিয়াছিলেন যে, অমি হজ্জের কয়েকটী মস্‌লায় ভ্রম করিয়াছিলাম। এবনে খালকান বলেন যে, তিনি ৫টী মস্‌লায় ভ্রম করিয়াছিলেন, আর এমাম বোখারি তারিখে-ছগিরের ১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, তিনি তিনটী মস্‌লায় ভ্রম করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় একবার পাঁচটী মস্‌লায় ভ্রম করার কথা, আর একবার তিনটি মস্‌লায় ভ্রম করার কথা বলা হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, এই গল্পটী জাল বা অমূলক।

যদি ঐ ঘটনাটি সত্য বলিয়া মানিয়া ও লওয়া যায়, তবে কথা এতটুক্ যে, তিনি হজ্জের সহস্র সহস্র মস্‌লার মধ্যে কেবল তিনটী অথবা পাঁচটী মস্‌লা অনবগত ছিলেন ; আবার তাহাও একজন আলেম ক্ষৌরকারের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, উক্ত ক্ষৌরকার প্রবীণ মোহাদ্দেছ আতা বেনে আবিরাবাহ

সাহেবের নিকট উহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আর ইহাও বুঝা গেল যে, যেরূপ সহিহ তেরমজি ও নাছায়িতে এনাম আজমের রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ এমাম বোখারি তাঁহার রেওয়াএত তারিখে ছগিরে উল্লেখ করিয়াছেন। আরও বুঝা গেল, এমাম আজম এত বড় শিক্ষা প্রার্থী ছিলেন যে, একজন ক্ষৌরকারের নিকট হাদিছ শিক্ষা করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। আরও বুঝা গেল যে, একজন প্রবীণ এমামের নিজের ভ্রম স্বীকার করা অতি মহত্ব ও খোদাভীরুতার পরিচায়ক। ইহাকে দোষ বলিয়া প্রচার করা নীচপ্রকৃতি হিংসুক লেখকের ব্যবসায় ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আল্লামা এবনে হাজার শাফেয়ি খেয়ারাতোল হেছান'এর ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ; —"যে সময় (এমাম) আ'মাশ হজ্জ করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন তিনি এমাম আজমের নিকট একজন লোক পাঠাইয়াছিলেন যে, যেন তিনি তাঁহার জন্য হজ্জের কার্য্যগুলি লিখিয়া দেন. আরও তিনি লোককে বলিতেন যে, তোমরা এমাম-আজমের নিকট হইতে হজ্জের কার্য্যগুলি লিখিয়া লও ; কেননা আমি হজ্জের কার্য্যগুলির ফরজ, নফল সম্বন্ধে তাঁহার তুল্য শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ দর্শন করি নাই।"

পাঠক, উক্ত আ'মাশের অবস্থা শুনুন ; —ইনি শায়খোল-ইস্‌লাম হাফেজে-হাদিছ ছোলায়মান বেনে মোহরান নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি কয়েকজন সাহাবা ও বহু সংখ্যক তাবেয়ির নিকট হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন। আলি বেনে মদিনী বলিয়াছেন, এই উম্মতের মধ্যে ছয়জন লোক (শীর্ষস্থানীয়) হাফেজে হাদিছ ছিলেন —মক্কা শরিফের আম্‌র বেনে দীনার, মদিনা শরিফের জুহরি, কুফার আবু ইস্‌হাক ছবিয়ি ও আ'মাশ এবং বাসোরার কাতাদা ও এহইয়া বেনে আবি কছির। (মোহাদ্দেছ শ্রেষ্ঠ) ছফ্‌ইয়ান বেনে ওয়ায়না বলিয়াছেন, আ'মশ শ্রেষ্ঠতম কারী, হাফেজে হাদিছ ও ফারায়েজ-তত্ত্ববিদ্

ছিলেন। (মোহাদ্দেছ কুলতিলক) শো'বা বলিয়াছেন, আমি হাদিছ-তত্ত্বে আ'মাশ কর্তৃক যেরূপ শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ আর কাহারও কর্তৃক শান্তি প্রাপ্ত হই নাই। ইনি তাঁহাকে কোরআন নামে অভিহিত করিতেন। (এমাম) এবনে আম্মার বলেন, মোহাদ্দেছ শ্রেণীর মধ্যে আ'মাশ ও মনছুরের তুল্য শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসভাজন নাই। আজালি বলেন, তিনি কুফাবাসীদিগের মোহাদ্দেছ ও মহা বিশ্বাসভাজন হাদিছ-তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তাঁহার লিখিত কেতাব ছিল না, ইহা সত্ত্বেও তিনি এক অক্ষর ভ্রম করিতেন না। ইছা বেনে ইউনোছ তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিয়াছেন। এহইয়া কাত্তান ও খরিবি তাঁহাকে মহাতাপস এবং ইস্‌লামের নিদর্শন বলিয়াছেন। —তাজকেরা ১/১৩৮। তহজিঃ ৪/২২২/২২৪।

এই মহা হাদিছ-তত্ত্ববিদ, তাবেয়িশ্রেষ্ঠ এমাম আ'মাশ, এমাম আজমকে হজ্জের মস্‌লা-মসায়েল সম্বন্ধে অদ্বিতীয় অতুলনীয় বলিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে হোমায়দীর ন্যায় লোকের এইরূপ দাবি করা যে, তাঁহা কর্তৃক হজ্জ ইত্যাদির মস্‌লা উল্লিখিত হয় নাই—একেবারে বাতীল।

এমাম-আজম কর্তৃক হজ্জ, মিরাছ, জাকাত, নামাজ, রোজা কারাএজ ইত্যাদি সম্বন্ধে ৮৩ সহস্র মস্‌লা উল্লিখিত হইয়াছে। এত অধিক সংখ্যক রেওয়াএত হোমায়দির শিক্ষক, শিষ্য-প্রশিষ্য বা কোন মোহাদ্দেছ কর্তৃকই উল্লিখিত হয় নাই। যদি জগতের সমস্ত মোহাদ্দেছের লিখিত রেওয়াএত একদিকে রাখা যায়, তথাপি এমাম আজমের রেওয়াএত তদপেক্ষা অধিকতর হইবে।

হোমায়দী বলিয়াছেন, এমাম-আজম হইতে হজ্জ বা অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত রাছুলুল্লাহ বা তাঁহার ছাহাবাগণের সুন্নত উল্লিখিত হয় নাই। তিনি একথা বলেন নাই যে, এমাম-আজম হজরত ও ছাহাবাগণের হাদিছ জানিতেন

না ; কিন্তু মৌভাষার মজহাব-বিদ্বেষী জাল করিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি হজ্জের বিধান ও মসলা জানেন না। এইরূপ মর্ম্ম বিকৃত করিয়া এক কথাকে অন্য কথা বলিয়া প্রকাশ করা কি বর্ত্তমান যুগের মোহদেছগণের (নব্য দলের) পেশা? হোময়দী এমাম-বোখারির শিক্ষা গুরু; এমাম-বোখারি এমাম আবু-হানিফার সহিত যেরূপ বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন,এমাম হোমায়দীও সেইরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন।

তাবাকাতে-কোবরায়-শাফেয়িয়া. ১/১৮৮/১৮৯ পৃষ্ঠা ঃ-

"এমাম-এবনে আবদুল বার বলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে সহিহ্ মত এই যে, যাহার ধর্ম্মপরায়ণতা প্রমাণিত হইয়াছে, বিদ্যায় যাহার এমামত্ব ও প্রবীণতা সহিহ্ সাব্যস্ত হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কাহারও কথা গ্রাহ্য হইবে না; কিন্তু যদিতাহার নিন্দাবাদের ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ আনয়ন করিতে পারে, (তবে স্বতন্ত্র কথা)। তিনি প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়াছেন যে, প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মধ্যে একে অন্যের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন,উহার কতকস্থলে মজহাব-বিদ্বেষ কিম্বা হিংসা (তাহাদিগকে) এই কার্য্যে উত্তেজিত করিয়াছে এবং কতকের মূলে এরূপ (কোর-আন ও হাদিছের) অর্থ নির্ণয় ব্যাপার ও এজতেহাদি মতভেদ রহিয়াছে যে, দোষারোপকারী ব্যক্তি দোষারোপিত ব্যক্তির যাহা দোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আদৌ দোষ বলিয়া প্রমানিত হয়না।"

হোমায়দী এমাম আজম সাহেবকে জানেন না, এমাম সাহেবের শিষ্যগণের সহিতও সাক্ষাৎকরেন নাই। সুতরাং তিনি কিরূপে এমাম সাহেবের রেওয়াএত অবগত হইবেন? মাওলানা আবদুল হাই সাহেব শরেহ-বেকায়ার উপক্রমণিকার ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ-

من نظر تصانيف تلامذة الامام كموطأ الامام محمد و كتاب الحجج له و كتاب الآثار و السير الكبير له و كتاب الخراج للامام ابي يوسف و مصنف ابن ابي شيبة و مصنف عبد الرزاق و تصانيف الدار قطني و تصانيف البيهقي او تصانيف الطحاوي كشرح معاني الآثار و مشكل الآثار و غير ذلك وجد فيها روايات كثيــرة لابي حنيفة مروية من طرق مرضية انتهى ملخصا ٭

"যে ব্যক্তি উক্ত এমামের শিষ্যগণের কেতাবগুলি–যেরূপ এমাম মোহাম্মদের মোয়াত্তা, কেতাবোল-হেজাজ, কেতাবোল-আছার ও ছায়রে কবির, এমাম আবু-ইউছফের কেতাবোল-খেরাজ, এবনে আবি শায়বার কেতাব, আবদুর রাজ্জাকের কেতাব, দারকুৎনির কেতাবগুলি, বয়হকির কেতাবগুলি, তাহাবীর মায়া-নিওল আছার ও মোশকেলোল-আছারের তুল্য কেতাবগুলি দেখিয়াছে, সে ব্যক্তি তৎসমুদয় কেতাবে বিশ্বাসযোগ্য ছনদে এমাম আবু-হানিফার বহু রেওয়াএত দেখিতে পাইবে।"

ইহাতে হোমায়দীর দাবির বাতীল হওয়া স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল।

হোমায়দী এমাম শফেয়ীর শিষ্য; এমাম শাফেয়ি যে সময় এমাম আজমের কবরের নিকট ফজরের নামাজ পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি এমাম আজমের তকলীদ করিয়া কনুত পড়েন নাই এবং রফাইয়াদাএনও করেন নাই।যদি হোমায়দী শিক্ষকের আদব করিতেন, তবে কখনও বলিতেন না যে, এমাম আজমের অন্যান্য মসলায় কিরূপে তকলিদ করা যাইবে?

হোমায়দীর দ্বিতীয় শিক্ষক অকি এবং তৃতীয় শিক্ষক ছুফ্ইয়ান বেনে ওয়ায়না।—তহজিঃ, ৫/২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জামেয়োল-এলম ১৯৩ পৃষ্ঠা ঃ–

وكان يفتي برأي ابي حنيفة وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من ابي حنيفة حديثا كثيرا ٭

"অকি আবু হানিফার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন; তিনি তাঁহার সমস্ত হাদিছ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বহু সংখ্যক হাদিছ শ্রবণ করিয়াছিলেন।"

তহজিবোল-আছমা, ৬৯৮ পৃষ্ঠা: –

ابن عيينة يقول ما مقلت عيني مثل ابي حنيفة

"ছুফইয়ান বোনওয়ায়না বলেন, আমার চক্ষু আবু হানিফার তুল্য দেখে নাই।" হোমায়দীর এক শিক্ষক এমাম আবু হানিফার তকলিদ করিয়াছিলেন ও তাঁহার বহু হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় শিক্ষক তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিয়াছেন।সুতরাং এতদ্দ্বারা শিষ্য হোমায়দীর কথা একেবারে বাতীল হইয়া গেল।

সহিহ্ মোছলেমের নাবাবী লিখিত মোকাদ্দমা, ১১ পৃষ্ঠা ঃ– হাকেম বলিয়াছেন, (এমাম) বোখারী ৪৩৪ জন শিক্ষকের হাদিছ সহিহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু (এমাম) মোছলেম তাঁহাদের হাদিছ গ্রহণ করেন নাই। এইরূপ (এমাম) মোছলেম সহিহ্ গ্রন্থে ৬২৫ জন শিক্ষকের হাদিছ দলীলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; পক্ষান্তরে (এমাম) বোখারি তাঁহাদের হাদিছ দলীল বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।"

উপরোক্ত কতক স্থলে এমাম-বোখারী ভ্রম করিয়াছেন এবং কতক স্থলে এমাম মোছলেম ভ্রম করিয়াছেন। যদি এমাম আবুহানিফা (রঃ) ৫টি স্থলে ভ্রম করিয়া থাকেন, তবে এমাম-বোখারী ও মোছলেম কয়েক শত স্থলে ভ্রম করিয়াছেন। ইহাতে উভয়ে হাদিছে একেবারে অন্ধ হইবেন কি-না ?

তহজিঃ, ৯/৫৫ পৃষ্ঠা ঃ–

قال صالح جزرة قال لي ابو زرعة الرازي يا ابا علي نظرت في كتاب محمد بن اسمعيل هذا يعني اسماء الرجال فاذا فيه خطأ كثير

তরদিদোল মোবতেলীন

"ছালেহ-জাজরা বলেন, আবু-জোরয়া রাজি আমাকে বলিয়াছিলেন, হে আবু-আলি, আমি মোহম্মদ বেনে এছমাইল (বোখারীর) এই তারিখের কেতাব দেখিয়াছি ; উহাতে বহু ভ্রম আছে।" এক্ষণে রংপুরী নিন্দক এমাম-বোখারীকে অশিক্ষিত ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিবেন কি না ?

আহলে হাদিছ, ৮/৩/৯৮ পৃষ্ঠা ঃ—এবনে-খালকানের ২/১৬৫ পৃষ্ঠায় আছে যে, আবু-হানিফা (রঃ) নহো বিদ্যা জানিতেন না। কেননা তিনি আবি কাবিছ স্থলে আবা-কাবিছ বলিয়াছিলেন। — সংক্ষিপ্তসার।

ধোকা-ভঞ্জন

মজহাব-বিদ্বেষী লেখক নিজে নহো বিদ্যা জানেন না ; নিজে অনভিজ্ঞতা বশতঃ 'আবি কোবাএছ' ও 'আবা কোবাএছ' স্থলে 'আবি-কাবিছ' ও 'আবা-কাবিছ' লিখিয়াছেন এবং এবনে-খালকানের একটী কথার প্রথম অংশটুকু লিখিয়া শেষ অংশটুকু ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমাম-আজমের উক্ত স্থলে ভ্রম না করার অকাট্য প্রমাণ মৎপ্রণীত দাফেয়োল মোফছেদিনে বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। তজ্জন্য এস্থলে উহার পুনরুক্তি করিলাম না।

আহলে হাদিছ, ৮/৩/৯৯। "ইমাম সাহেব মনোযোগ সহকারে ফেকা পড়িয়া কেয়াছ করিতে যে কতটুকু পটু হইয়াছিলেন, এখন তাঁহার সেই আক্কেল, বুদ্ধি, জ্ঞান ও কেয়াছের একটু পরিচয় লইবেন কি ? এমাম জাফর ছাদেক (রহঃ) এর কয়েকটী প্রশ্নের উত্তরে এমাম ছাহেবের ফেকা-গিরী, এজতেহাদ, কেয়াছ, আকেল ও রায় একদম কোনও কাজে লাগে নাই।"

জাফর (রহঃ) আবু-হানিফাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—(ক) আমাকে এমন একটী কলেমা বল — যাহার প্রথমাংশ শেরেক ও শেষাংশ ইমান। তদুত্তরে আবু-হানিফা বলিলেন যে, আমি জানি না। তখন ঈমাম জাফর

বলিলেন যে, সেটী لا اله الا الله যদি কোন ব্যক্তি লাএলাহা বলিয়া ক্ষান্ত হয়, তবে শেরেক হইবে। এই কলেমার প্রথমাংশ শেরেক ও শেষাংশ ঈমান। তোমার খারাবী হউক। (খ) আচ্ছা বল দেখি – কোন লোককে খুন করিলে বেশী গোনা হইবে, কি জেনা করিলে বেশী গোনা হইবে ? ইমাম আবু-হানিফা উত্তর করিলেন যে, খুন করিলে বেশী গোনা হইবে। তখন ইমাম জাফর বলিলেন যে, খুন করিলে আল্লাহতালা দুই সাক্ষী দ্বারা বিচার নিষ্পত্তি ধার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু জেনার ৪ সাক্ষীর দরকার। এখানে তোমার কেয়াছ কিরূপে টিকিবে ? অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, (গ) আল্লার নিকট নামাজের মরতবা বেশী বা রোজার ? আবু-হানিফা উত্তর করিলেন যে, নামাজের মরতবা বেশী। তখন ইমাম জাফর উত্তর করিলেন যে, তবে স্ত্রীলোকের কি হাল হইবে ? তাহাদের ঋতু কালে নামাজের কাজা নাই, কিন্তু রোজার কাজা আছে। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লার বান্দা, আল্লাকে ভয় কর, আর কেয়াছ করিও না। যেহেতু প্রথম কেয়াছকারী ইবলিছ ছিল।

কেয়াছের জন্য ইমাম জাফরের নিকট বদদোওয়া লওয়া দেখিয়া তো চক্ষু স্থির।

খোকা ভঞ্জন

লেখক এ'লামোল-মো'কেনিনের ৩৩ পৃষ্ঠা হইতে উপরোক্ত কথাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন ; কিন্তু দিল্লীর মুদ্রিত উক্ত কেতাবের উক্ত পৃষ্ঠায় উহা নাই। আশা করি, তিনি উহার সঠিক পৃষ্ঠা লিখিয়া নিজের সত্যবাদিতা সপ্রমাণ করিবেন।

এই এমাম-জাফর ছাদেকের দাদা মোহম্মদ-বেনেল হাছান (রহঃ) এর সহিত এমাম আবু-হানিফার যে তর্ক হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত

করিতেছি। আল্লামা এবনে হাজার শাফেয়ি 'খয়রাতোল-হেছানে'র ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ; – "মদিনা শরিফে মোহম্মদ-বেনেল হাছানের সহিত এমাম আবু-হানিফার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, আপনি নাকি কেয়াছ করিয়া আমার নানার হাদিছ সমূহের খেলাফ করিয়াছেন ? তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, মায়াজাল্লাহ্ ! আপনি বসুন ; আপনার নানার ন্যায় আপনারও সম্ভ্রম আছে। তখন তিনি বসিলেন, (এমাম) আবু-হানিফা তাঁহার সম্মুখে দুই জানু হইয়া বসিয়া বলিলেন, পুরুষ দুর্ব্বলতর কিম্বা স্ত্রীলোক ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন স্ত্রীলোক। (এমাম) আবু-হানিফা বলিলেন, উক্ত স্ত্রীলোকের (পিতৃ সম্পত্তির) অংশ কি ? তিনি বলিলেন, পুরুষের অংশের অর্দ্ধেক। (এমাম) আবু-হানিফা বলিলেন, যদি আমি অযথা কেয়াছ করিতাম, তবে উহার বিপরীত হুকুম করিতাম। (এমাম) আবু-হানিফা বলিলেন, নামাজ শ্রেষ্ঠতর কিম্বা রোজা ? তিনি বলিলেন নামাজ। (এমাম) আবু-হানিফা বলিলেন, আমি যদি (অযথা) কেয়াছ করিয়া ব্যবস্থা প্রদান করিতাম, তবে ঋতুবতী স্ত্রীলোককে রোজার কাজা না করিবার এবং নামাজ কাজা করিবার হুকুম করিতাম। তৎপরে (এমাম) আবু-হানিফা বলিলেন, প্রস্রাব সমধিক অপবিত্র কিম্বা বীর্য্য ? তিনি বলিলেন, প্রস্রাব। (এমাম) আবু-হানিফা বলিলেন, যদি আমি (অযথা) কেয়াছ করিতাম, তবে আমি বীর্য্যতে গোসল ওয়াজেব না বলিয়া প্রস্রাবে গোসল ওয়াজেব বলিতাম। হাদিছের খেলাফ মত প্রকাশ করা হইতে আল্লাহতায়ালার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করি ; বরং আমি হজরতের কথারই সেবা করিয়া থাকি। তৎশ্রবণে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত এমামের চেহারা চুম্বন করিলেন।

এমাম-জাফর ছাদেকের সহিত এমাম-আজমের যে তর্ক হইয়াছিল, তাহা মিজানে-শায়ারানির ৫৮ পৃষ্ঠায় এই ভাবে লিখিত আছে ঃ– "আবু মতি

বলিতেন, আমি এক দিবস কুফার জামে' মছজিদে এমাম আবু-হানিফার (রঃ) নিকট ছিলাম ; এমতাবস্থায় ছুফইয়ান ছওরি, মোকাতেল বেনে হেয়ান, হাম্মাদ বেনে ছাল্‌মা ও জা'ফর ছাদেক প্রভৃতি ফকিহগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তাঁহারা এমাম আবু-হানিফার সহিত বাদানুবাদ করিয়া বলিলেন, নিশ্চয় আমরা অবগত হইয়াছি যে, আপনি দীন সম্বন্ধে বহু কেয়াছ করিয়া থাকেন ; আমরা তজ্জন্য আপনার সম্বন্ধে আশঙ্কা করি ; কারণ ইবলিস প্রথমেই কেয়াছ করিয়াছিল। তৎশ্রবণে এমাম (আবু-হানিফা) শুক্রবারের প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহরের পর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত তর্ক করিলেন এবং স্বীয় মজহাবকে তাঁহাদের সমক্ষে পেশ করিলেন এবং বলিলেন, নিশ্চয় আমি প্রথমতঃ কোর-আন শরিফ অনুযায়ী কার্য্য করি, তৎপরে হাদিছ অনুযায়ী এবং তৎপরে সাহাবাগণের ফৎওয়া অনুযায়ী (কার্য্য করি)। তাঁহাদের মতভেদ ঘটিত ব্যবস্থা অপেক্ষা তাঁহাদের একমতে স্বীকৃত ব্যবস্থাটী অগ্রগণ্য ধারণা করি। আর (তৎসমুদায়ে কোন ব্যবস্থা দুষ্প্রাপ্য হইলে) কেয়াছ করিয়া থাকি। তৎশ্রবণে তাঁহারা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার হস্ত ও উরু চুম্বন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, আপনি বিদ্বানকুলের শিরোমণি। না জানা বশতঃ আমাদের কর্ত্তৃক আপনার নিন্দাবাদ যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, আপনি তজ্জন্য আমাদিগকে মার্জ্জনা করুন। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, খোদাতায়া'লা আমাদিগের ও আপনাদিগের সকলকেই মার্জ্জনা করুন।"

বলি, হে মজহাব বিদ্বেষী-লেখক ! যদি এমাম-জাফর ছাদেক এমাম আজমের প্রতি বদ্‌দোয়া করিয়া থাকেন, তবে তিনি আবার তাঁহাকে সৈয়দোল-ওলামা বলিয়া মার্জ্জনা চাহিলেন কেন ?

দ্বিতীয়তঃ যদি স্বীকার করিয়া লই যে, এমাম জাফরের তিনটী প্রশ্নের উত্তর এমাম আজম (রঃ) দিতে পারেন নাই, তাহাতেই বা এমাম সাহেবের

এজতেহদ, রায় বা আক্কেল নষ্ট হইয়া যাইবে কেন !

য়িহুদীরা হজরত নবি (আঃ) এর নিকট তিনটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ৪০ দিবস হজরত জিবারাইল (আঃ) নাজেল না হওয়া পর্য্যন্ত জনাব নবি করিম উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেন নাই। ইহাতে মৌভাষার লেখক তাঁহার উপর না জানি কি ফৎওয়া জারি করেন !

এমাম-জাফর ছাদেকের প্রশ্নোল্লিখিত ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও তিনি বাতীল কেয়াছের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কখনও সহিহ্ কেয়াছের নিন্দাবাদ করিতে পারেন না। এমাম এবনে আবদুলবার্র - 'জামেয়োল-এল্‌ম' এর ১৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ; -স্পষ্ট দলীল না পাওয়া গেলে, কোর-আন, হাদিছ ও এজমার দৃষ্টান্তে কেয়াছ করিয়া ফৎওয়া দেওয়া নিম্নলিখিত এমামগণ কর্ত্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে। মদিনাবাসীদিগের মধ্যে ছইদ বেনে মোছাইয়েব, ছোলায়মান, কাছেম, ছালেম, ওবায়দুল্লাহ্, আবু ছালমা, খারেজা, আবু জ্জোনাদ, রবিয়া, মালেক ও তাঁহার শিষ্যগণ, আবদুল আজিজ, আবু বকর বেনে আবদুর রহমান, ওরওয়া বেনে জ্জোবাএর, আবান, এবনে শেহাব জুহরি ও এবনে আবিজের কেয়াছ করিতেন।

মক্কা-বাসী ও ইমনবাসীদিগের মধ্যে আতা, মোজাহেদ, তাউছ, একরামা, আমর বেনে দীনার, এবনে-জোরাএজ, এহইয়া বেনে আবি কছির, মোয়াম্মার, ছইদ বেনে ছালেম, ছুফ্‌ইয়ান বেনে ওয়ায়না, মোছলেম বেনে খালেদ ও শাফেয়ি কেয়াছ করিতেন।

কুফা-বাসীদিগের মধ্যে আলকামা, আছওয়াদ, ওবায়দা, কাজি সোরাএহ্, মছরুক, শা'বি, এবরাহিম নখ্‌য়ি, ছইদ বেনে জোবাএর, হারেছ, হাকাম, হাম্মদ বেনে আবি ছোলায়মান, আবু-হানিফা, তাঁহার শিষ্যগণ, ছুফ্‌ইয়ান ছওরি, হাছান বেনে ছালেহ, এবনোল-মোবারক ও সমস্ত কুফাবাসি

ফকিহ কেয়াছ করিতেন।

বাসারা-বাসিদের মধ্যে হাছান, এবনে ছিরিন, জাবের বেনে আবুস্ সা'ছা, এয়াছ, ওছমান, ওবায়দুল্লাহ, ও ছেওয়ার কেয়াছ করিতেন।

শাম-বাসিদের মধ্যে মফহুল, ছোলায়মান বেনে মুছা, অওজায়ি, ছইদ বেনে আবদুল আজিজ ও এজিদ বেনে জাবের কেয়াছ করিতেন।

মিসর-বাসিদের মধ্যে এজিদ বেনে আবি হবিব, আমর বেনেল হারেছ, লাএছ বেনে ছা'দ, আবদুল্লাহ বেনে অহাব, মালেকের অবশিষ্ট শিষ্যগণ, এবনোল-কাছেম, আশহাব, এবনে আবদেল হাকাম, আছবাগ, শাফেয়ির শিষ্যগণ, মোজান্না, বোওয়ায়তি, হারমালা ও রবিকেয়াছ করিতেন।

বাগদাদ ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসিদের মধ্যে ফকিহ আবুছওর, এছহাক বেনে রাহওয়ায়হে, আবু ওবাএদ, আবু-জাফর তাবারি কেয়াছ করিতেন।

আহমদ-বেনে হাম্বল হইতে কেয়াছ জায়েজ হওয়ার স্পষ্ট রেওয়াএত আছে। প্রাচীন ও পরবর্ত্তী আলেমগণ কেয়াছ করার অনুমতি দিতেন। তৎপরে নাজ্যাম প্রভৃতি মো'তাজেলা ভ্রান্তদল উহা অস্বীকার করিলেন। মূল কথা সমস্ত বড় বড় এমাম কেয়াছ করিতেন। মজহাব বিদ্বেষী লেখক তাঁহাদের উপর কি ফৎওয়া জারি করিতে চান? তহজিঃ, ১০/১৫০ পৃষ্ঠা; —

يحيى بن سعيد القطان يقول لا نكذب الله ما سمعنا احسن من راى ابي حنيفة وقد اخذنا باكثر اقواله *

"এহইয়া বেনে ছইদ-কাত্তান বলেন, আমরা আল্লাহতায়ালার নিকট মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না, আমরা আবু-হানিফার রায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রায় শ্রবণ করি নাই, আমরা তাঁহার অধিকাংশ মতগ্রহণ করিয়াছি।"

তাজকেরা, ১/১৮২ পৃষ্ঠা ; —

كان يفتي بقول ابي حنيفة وكان يحيى القطان يفتي بقول ابي حنيفة ايضا *

"অকি এবং এহইয়া কাত্তান আবু-হানিফার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন।"

এবনে-খালকান, ১/৪৩৮ পৃষ্ঠা, ; — লাএছ হানাফিমতাবলম্বী ছিলেন।"

(১) আবদুর রহমান বেনে মেহদী বলেন, এহইয়া কাত্তান রাবিদের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ছিলেন। এমাম আহমদ বলেন, আমার চক্ষু তাঁহার তুল্য দেখে নাই, তিনি এবনে মেহদী ও অকি অপেক্ষা সমধিক হাদিছ তত্ত্ববিদ্ ছিলেন বোন্দার বলিয়াছেন, তিনি সমসাময়িক লোকদের অগ্রণী ছিলেন। আবদুর রহমান বেনে মেহদী ও সো'বার মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইলে, উক্ত এহইয়া কাত্তান মধ্যস্থ হইতেন।

ইছাহাক বেনে এবরাহিম বলিয়াছেন, এহইয়া কাত্তান আছরের নামাজ অন্তে উপবেশন করিতেন, সেই সময় আলি বেনে মদিনী আহমদ বেনে হাম্বল, এহ্ইয়া বেনে মইন, সাজকুনি ও আমর বেনে আলি ভীতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার নিকট হাদিছ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেন।"

এই এমাম এহইয়া এমাম আজমের রায়ের প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন।

(২) অকি বেলেন জার্রাহ, ইনি ছুফইয়ান, এবনে মেহদী, আহমদ, আলি বেনে মদিনী, ইসহাক, এবনে মোবারক, এবনে আবিশায়বা ও এহইয়া বেনে মইনের শিক্ষক ছিলেন। এমাম আহমদ, এবনে মইন, এবনে আম্মার ওনুহ বলিয়াছেন — তিনি ছুফইয়ান, ও মালেক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হাফেজে-

হাদিছ ও এমাম ছিলেন, তাঁহার সময়ে তাঁহার তুল্য কেহই ছিল না। — তহজিবঃ, ১১/১১৩/—১৩০।

(৩) লাএছ বেনে ছাদ, ইনি এমাম মালেক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ফকিহ ছিলেন। ছইদ বলেন, যদি এমাম মালেক ও এমাম লাএছ একত্রিত হইতেন, তবে এমাম মালেক তাঁহার নিকট বোবা হইয়া থাকিতেন। আহমদ বলেন, মিসরিয়দিগের মধ্যে তাঁহার তুল্য সুদক্ষ মোহাদ্দেছ কেহই ছিল না। — তাজঃ, ১/২০৩/২০৪।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি এমাম আজমের কেয়াছ কোর-আন ও হাদিছের বিপরীত হইত, তবে শ্রেষ্ঠতম তিনজন মোহাদ্দেছ কেন তাঁহার কেয়াছের তকলীদ করিতেন ?

এমাম বোখারি 'মোয়ানয়ান' হাদিছে কেয়াছি শর্ত্ত করিয়া বহু সহিহ্ হাদিছ রদ করিয়াছেন ; এজন্য তাঁহার শিষ্য এমাম মোছলেম তাঁহাকে জাল মোহাদ্দেছ ও বেদয়াত-মতাবলম্বী বলিয়াছেন।

এমাম বোখারি নিজ কেয়াছে বলিয়াছেন যে, স্ত্রী সঙ্গমকালে মণি বাহির না হইলে গোছল ফরজ নহে ; বানরে জেনা করিলে উহার প্রতি হদ জারি করিতে হয় ; কুকুরের এঁটো পানিতে ওজু জায়েজ ; গো-বিষ্ঠা পাক এবং বেঙ, কচ্ছপ, কুম্ভির, কামঠ সমস্তই হালাল। এমাম জাফর ছাদেক এইরূপ কেয়াছের উপর কিরূপ দোয়া করিবেন ?

আহলে হাদিছ, ৮/২/৭২ পৃষ্ঠা, ৮/৩/১০০ পৃষ্ঠা ; —

"আর যে ব্যক্তি কোরান হাদিছ জানে না তাঁর ফেকা না কোরান হাদিছের সহিত মিল হইতে পারে, না তার মোয়াফেক হইতে পারে।" "ফেকা শাস্ত্রের পরিচিত মছলা পরে বলিব। তাহাতে কানে হাত দিতে হইবে।"

ধোকা-ভঞ্জন

যদি তিনি কোর-আনের হাফেজ না হইতেন, তবে তিনি রমজান মাসে একরাক্য়াতে একখতম করিতেন কিরূপে ?

এমাম-শাফেয়ি বলিয়াছেন, এমাম মোহাম্মদের তুল্য কোরআনের বড় আলেম দেখি নাই। জওয়াহেরে-মজিয়া, ৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যদি এমাম-আজম কোরআন না জানিতেন, তবে তাঁহার শিষ্য কোরআনের অদ্বিতীয় আলেম হইলেন কিরূপে ?

আর তিনি যে হাদিছের হাফেজ ছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

জামেয়োল এল্‌ম, ১২১/১২২ পৃষ্ঠা ; —

قال عبد الملك بن حبيب سمعت ابن الما حشون يقول قالوا
يقولون لا يكون اماما فى الفقه من لم يكن اماما فى القــرآن و الآثار
ولا يكون اماما فى الآثار من لم يكن اماما فى الفقه *

"আবদুল বেনে হবিব বলিয়াছেন, আমি এবনোল মাজেশুনকে বলিতে শুনিয়াছি, বিদ্বানগণ বলিতেন – যে ব্যক্তি কোর-আন ও হাদিছের এমাম না হন, তিনি ফেক্‌হের এমাম হইতে পারেন না। আর যে ব্যক্তি ফেক্‌হের এমাম না হন, তিনি হাদিছের এমাম হইতে পারেন না।

এবনে-খলদুন, ১/৪৯০ পৃষ্ঠা ; — "আবু হানিফা এরাক প্রদেশের এমাম, সমস্ত এরাকবাসিদের মজহাব তাঁহা কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল, তিনি যে ফেক্‌হ তত্ত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন, এমাম মালেক ও শাফেয়ি ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

খোলাছায় তজহিবোল, কামাল ৩৪৫ পৃষ্ঠা ; — আবু হানিফা মোস্‌লেম সম্প্রদায়ের ফকিহ।

তরদিদোল মোবতেলীন

এবনে-খালকান, ২/১৬৪ পৃষ্ঠা ; — "এহইয়া বেনে মইন বলেন, আবু হানিফার ফেক্হই ফেক্হ, লোককে ইহার উপর পাইয়াছি ।"

মানাকেবে মোয়াফ্ফেক, ২/৬৪ পৃষ্ঠা ; — "এমাম ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না তাঁহার ফেক্হ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন ।"

তাজকেরাঃ ১/১৫১/১৫২ পৃষ্ঠা ; — "এজিদ বেনে হারুন বলিয়াছেন, আবু হানিফা ছুফইয়ান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ফকিহ্ ।"

তহজিঃ, ১০/৪৫০ পৃষ্ঠা ; — আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলিয়াছেন, আবু হানিফা ফেকহ তত্ত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন ।"

এবনে খালকান, ২/১৬৪ পৃষ্ঠা ; — "এমাম শাফেয়ি বলেন, যে ব্যক্তি ফেক্হ তত্ত্বে দক্ষতা লাভ করিতে চাহে, সে ব্যক্তি (এমাম) আবু হানিফার আশ্রিত ।" পাঠক, যদি এমাম আজমের ফেক্হ কোর-আন ও হাদিছের খোলাফ হইত, তবে কি উপরোক্ত প্রবীণ মোহাদ্দেছগণ তাঁহার ফেক্হ তত্ত্বের এত প্রশংসা করিতেন ? যে সে লোকের কথায় এরূপ প্রশংসিত ফেক্হ তত্ত্বের অপবাদ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে কি ?

আহলে হাদিছ, ৮/৩/১০০ পৃষ্ঠা ; — "হাদিছ-এরহা শব্দটীও জানিতেন না, তবে এবনে খলদুন অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন, আবু হানিফার কথা বলা গিয়াছে যে, তাঁহাকে ১৭টী হাদিছ পৌঁছিয়াছে ।"

ধোকা-ভঞ্জন

এবনে খলদুনের কথার বিস্তারিত উত্তর ও লেখকের দাবির অসারতা মৎপ্রণীত দাফেয়োল মোফছেদিনে লিখিত হইয়াছে ; এজন্য এস্থলে উহার পুনরুক্তি করিতে চাহি না । তবে এস্থলে এতটুকু লেখা হইতেছে যে, যদি এমাম আজম সাহেব হাদিছের হা টুকু না জানিতেন, তবে আপনার দাবি

অনুসারে আবার তিনি ১৭টী হাদিছ জানিলেন কিরূপে ? ইহাতেই রংপুরী মজহাব বিদ্বেষীর মহা মিথ্যাবাদিত্ব সপ্রমাণ হইল, আর মিথ্যাবাদির কোন কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কোন হিংসুক অপরিচিত লোক ১৭ হাদিছের কথা প্রচার করিয়াছে, এবনে-খলদুনে তাহাকে হিংসুক অসত্যবাদী বলিয়া এমাম আজম হাদিছের মহা এমাম বলিয়া সপ্রমাণ করা হইয়াছে। লেখক এবনে-খলদুনের প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিয়া শেষাংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার জালছাজি প্রকাশ হয় কিনা ?

আহলে হাদিছ, ৮/৩/১০০/১০১ পৃষ্ঠা ; — কেয়া মোল্লাএলে আছে, (আবদুল্লাহ বেনে মোবারক) বলিয়াছেন "আবু হানিফা হাদিছ সম্বন্ধে এতিম ছিলেন।" ইমাম আহমদ বলিয়াছেন, আবু হানিফা ও তাঁহার সঙ্গীগণের হাদিছ পরীক্ষা করিবার শক্তি একেবারেই নাই। হাদিছ বিদ্যায় ইহাদিগকে দখল দেওয়া জবরদস্তি মাত্র।"

খোকা-ভঞ্জন

ইহার 'দান্দান-শেকান' জওয়াব মৎপ্রণীত কামেয়োল-মোবতাদেয়িনের ২/৪৫ – ৫২ পৃষ্ঠায় ও ৬৭-৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। এস্থলে এতটুকু লেখা হইতেছে যে, লেখক এস্থলে ভয়ঙ্কর জালছাজি করিয়াছেন। প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, "আবুহানিফার সঙ্গীগণের হাদিছ পরীক্ষা করিবার শক্তি একেবারে নাই।" লেখক অনুবাদে জাল করিয়া লিখিয়াছেন, "আবু হানিফা ও তাঁহার সঙ্গীগণের হাদিছ পরীক্ষা করিবার শক্তি একেবারে নাই।"

কেয়ামোল্লাএল, মোহম্মদ বেনে নছর মরুজির রচিত কেতাব। ইনি এমাম বোখারির শিষ্য ; এমাম বোখারি যেরূপ মানবের মুখোচ্চারিত কোর-

আনের শব্দকে নবসৃষ্ট বলিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ মতাবলম্বী ছিলেন। তাবাকাতে কোবরায় শাফেয়িয়া, ১/২৫২/২/৪ পৃষ্ঠা।

এমাম বোখারি হানাফিদিগের সহিত বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন; তাঁহার শিষ্য মোহম্মদ বেনে নছর মরুজি শিক্ষকের অনুসরণ করিয়া এমাম আবু হানিফাও হানাফিদিগের উপর অযথা অপবাদ করিয়াছেন। কাজেই এইরূপ বিদ্বেষপরায়ণ লোকের কথা কিছুতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। এমাম এবনে হাজার লেছানোল মিজানের ১/২০১/২০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ; –

كلام الاقران بعضهم في بعض لايعبأبه ولا سيما اذالاح لك انه لعداوة او لمذهب او لحسد لاينجو منه الا من عصم الله وما علمت ان عصرا من الاعصار سلم اهله من ذلك سوى النبيين والصديقين ●

"সম-শ্রেণীদিগের মধ্যে একের অন্যের প্রতি দোষারোপ, ধর্ত্তব্য নহে, বিশেষতঃ যদি উহা শত্রুতা, মজহাবি-বিবাদ বা হিংসা বশতঃ হইয়াছে বলিয়া তোমার নিকট প্রকাশিত হয়, তবে উহা (অগ্রাহ্য হইবে)। আল্লাহতায়ালা যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত কেহই হিংসা দ্বেষ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই। নবিগণ ও ছিদ্দিকগণ ব্যতীত কোন জামানার লোক দ্বেষ হিংসা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে বলিয়া জানি না।"

পাঠক, এমাম বোখারি, তেরমেজি, নাছায়ি, দারকুৎনি, খতিব ও মোহাম্মদ বেনে নছর মরজি এমাম আবু-হানিফা ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, সমস্ত হিংসা ও মজহাবি বিদ্বেষ বশতঃ কথিত হইয়াছে, উহা একেবারে অগ্রাহ্য। বোখারা নায়ছাপুর ও খোরাছানের বিদ্বান্‌গণ কোর-আন শরিফের শব্দ সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য এমাম বোখারিকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমাম মোহাম্মদ বেনে এহ্ইয়া, এমাম আবু-হাতেম ও এমাম আবু-জোরয়া উক্ত এমাম-বোখারির হাদিছ গ্রহণ করেন নাই। এমাম

মোছলেম, এমাম বোখারির হাদিছ গ্রহণ করেন নাই। এমাম-আহমদ এইরূপ মতের জন্য কারাবিছিকে জাহ্‌মিরা বলিয়াছিলেন। বরং তিনি এইরূপ মতকে কাফেরি মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেয়ামোল্লাএল লেখক মোহম্মদ বেনে নাছর মরুজি উপরোক্ত এমাম-বোখারির মতের অনুসরণ করিয়া ছিলেন। এবনে-খালকান, ২/৯১। তহজিব ; ৯/৫১৪/৫৪। মোকাদ্দমায়-ফৎহোল-বারি, ৫৭৯। তাজকেরা ৩/১১১। লেছানোল-মিজাণ, ২/৩০৫। গুন্‌ইয়া তোওয়ালেবিন, ১৩২/ তাবাকাতে কোবরা, ১/১৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই মোহম্মদ বেনে নছর মরুজির দোষারোপ গ্রাহ্য হইবে কিরূপে ? আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলিয়াছেন, যদি খোদাতায়ালা (এমাম) আবু-হানিফা ও (এমাম) সুফ্‌ইয়ান কর্ত্তৃক আমার উদ্ধার সাধন না করিতেন, তবে আমি সাধারণ লোকের ন্যায় হইতাম। তহজিব, ১০/৪৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইনি কি এমাম আজমকে হাদিছে নিঃসম্বল বলিতে পারেন ? এমাম-আহমদ এমাম শাফেয়ির শিষ্য, আবার এমাম-শাফেয়ি বলিয়াছেন, আমি এমাম-মোহম্মদের নিকট হইতে এক উষ্ট্র বহন উপযোগী (এল্‌ম) লিখিয়াছিলাম। তাজকেরা, ১/৩২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শাফেয়ি এরাক প্রদেশে উপস্থিত হইয়া এমাম আবু-হানিফার শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিলেন। এবনে খলদুন, ১/৩৭৩/৩৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এমাম-আহমদ এই এমাম শাফেয়ির শিষ্য ছিলেন। তাহজি বোল-আছমা, ৭৬/৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এমাম-আহমদ বেনে হাম্বল, এমাম আবু-ইউছফের নিকট হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে হাদিছে বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছেন। এবনে-খালকান, ২/৩০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তরদিদোল মোবতেলীন

এই এমাম আহমদ কি এমাম আবু-ইউছফ ও মোহম্মদ বেনেল হাছানকে হাদিছে অযোগ্য বলিতে পারেন!

ইহাতে বুঝা গেল যে, কেয়ামোল্লাএলের কথাগুলি জাল। কোন প্রবঞ্চক উহা এবনে মোবারকে ও এমাম আহমদের কথা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে।

আহলে-হাদিছ, উক্ত পৃষ্ঠা : — এমাম-আহমদ বলিতেছেন যে, আবু-হানিফার নারায় ছিল কোন কাজের আর না হাদিছ।

খোকা-ভঞ্জন

ইহার উত্তর দাফেয়োল-মোফছেদিনে লিখিত হইয়াছে, এস্থলে এইটুক্ লিখিত হইতেছে যে, এমাম আবদুল বার লিখিয়াছেন, এমাম অকি এমাম আজমের নিকট হইতে বহু হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এমাম সো'বা তাঁহাকে হাদিছ শিক্ষা দিতে পত্র লিখিয়াছিলেন। এমাম আজম প্রথমে এবনে ওয়ায়নাকে হাদিছ শিক্ষা দিতে বসাইয়াছিলেন। এবনে মোবারক তাঁহার ও ছফ্ইয়নের সাহায্যে এত প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এবনে ওয়ায়না তাঁহাকে অদ্বিতীয় আলেম বলিয়াছিলেন। এবনে মইন তাঁহাকে বিশ্বাস ভাজন মোহাদ্দেছ বলিয়াছিলেন। এবরাহিম বেনে তহমান তাঁহাকে প্রত্যেক বিষয়ের এমাম বলিয়াছিলেন। এবনে জোরাএজ তাঁহাকে প্রবীণ এমাম বলিয়াছিলেন। এছরাইল বেনে ইউনছ তাঁহাকে মস্‌লা সংক্রান্ত প্রত্যেক হাদিছের হাফেজ বলিয়াছেন, হাছান বেনে ছালেহ তাঁহাকে কুফাবাসিদের হাদিছের হাফেজ বলিয়াছেন। এক্ষেত্রে এমাম আহমাদের কথা ধর্ত্তব্য হইবে কেন?

আরও আহলেহাদিছ উক্ত খণ্ড, ১০০/১১১ পৃষ্ঠা : - আবু-হানিফার হাফেজা শক্তি জইফ হওয়া এবং মোরজিয়া ও জাহমিয়া হওয়া,

এমন কি তাঁহার ওস্তাদ, (ওস্তাদের ওস্তাদ) ছাত্র, পুত্র-পৌত্রাদি সমস্তই জইফ হওয়া প্রমাণ করিব।"

ধোকা-ভঞ্জন

মজহাব বিদ্বেষী লেখক উক্ত দাবি যে স্থলে উল্লেখ করিবেন, পাঠকেরা সেই স্থলেই উহার দন্ত চূর্ণ কারি উত্তর দেখিতে পাইবেন।

আহলে হাদিছ, ঐ ১০০/১০১ পৃষ্ঠা ; — আজ পর্য্যন্ত যত মোহাক্কেকিন ও মোহাদ্দেছিন গত হইয়াছেন, সকলেই এক বাক্যে ইমাম আবু-হানিফাকে হাফেজা সম্বন্ধে জইফ বলিয়াছেন।

ধোকা-ভঞ্জন

লেখকের দাবিতে বুঝা যায় যে, সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবাতাবেয়িগণ হইতে একাল পর্য্যন্ত সমস্ত মোহাক্কেকও মোহাদ্দেছ উক্ত এমামকে জইফ বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা একেবারে মিথ্যা কথা, বাতীল অপবাদ ও ফজুল কথা।

হজরত আবু-বকর, ওমার, ওছমান, আলি, এবনে ওমার, এবনে মছউদ, এবনে জোবাএর, এবনে আব্বাছ প্রভৃতি বড় বড় সাহাবা ছিলেন, এমাম আজম তাঁহাদিগকে দেখেন নাই, কাজেই তাঁহারা এমাম আজমের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

ছইদ বেনে মোছাইয়েব, ছালেম বেনে আবদুল্লাহ, জুহরি, কাজি এহইয়া বেনে ছইদ, রবিয়া বেনে আবদুর রহমন, আতা বেনে আবি রাবাহ, এবরাহিম নখয়ি, শা'বি, হাছান বাসারি, তাউছ, মকহুল আলকামা মছরুক প্রভৃতি তাবেয়িগণ কি এমাম আজমকে জইফ বলিয়াছেন ?

আ'মাস, আবু ইস্হাক ছাবিয়ি, কাতাদা, আবদুর রহমান বেনে

হরমুজ, মোহম্মদ বেনে আলি, আমর বেনে দীনার, হেসাম বেনে ওরওয়া, মোহম্মদ বেনে মোনকাদের, নাফে, ছইদ বেনে জোবাএর কি তাঁহাকে জইফ বলিয়াছেন ? এবনে-জোরাএজ, শোবা, এহইয়া বেনে ছইদ কাত্তান, এহইয়া বেনে মইন, আবদুর রহমান বেনে মেহদী, ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না, এজিদ বেনে হারুন, আবদুল্লাহ বেনে মোবারক, অকি বোনল জার্রাহ, হাম্মাদ বেনে জয়েদ, হাম্মাদ বেনে ছালমা, হেশাম, মেছয়ার বেনে কেদাম, মালেক, শাফেয়ি, লাএছ, হাছান বেনে ছালেহ কি তাঁহাকে স্মরণ শক্তি সম্বন্ধে জইফ বলিয়াছেন ?

ছুফইয়ান ছওরি, আওজায়ি ও আহমদ কি তাঁহাকে স্মরণ শক্তি সম্বন্ধে জইফ বলিয়াছেন ?

হাফেজ এবনে আবদুলবার 'কেতাবোল-এস্তেফা'তে লিখিয়াছেন;-

سئل يحيى بن معين وعبد الله بن احمد الدورقي يسمع من ابي حنيفة فقال يحيى بن معين هو ثقة ما سمعت احدا ضعفه ●

"(এমাম) এহইয়া বেনে মইন ও আবদুল্লাহ বেনে আহমদ দাওরকি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, (এমাম) আবু-হানিফার হাদিছ শ্রবণ করা যাইবে কি ? এতদুত্তরে এহইয়া বেনে মইন বলিলেন, তিনি বিশ্বাস ভাজন ছিলেন, তাঁহাকে জইফ বলিয়াছেন, এরূপ কোন ব্যক্তির কথা আমি শ্রবণ করি নাই।"

এই এমাম এহইয়া বেনে মইনের জন্ম ১৫৮ হিজরিতে এবং মৃত্যু ২৩৩ হিজরীতে হইয়াছিল, ইনি তাবা-তাবেয়িন দলের অন্তর্গত ছিলেন । ইহাতে বুঝা গেল যে, তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়িন শ্রেণীর মধ্যে কেহই এমাম আজমকে জইফ বলেন নাই । এমাম বোখারি, তেরমজি, দারকুৎনি, খতিব প্রভৃতি বহুকাল পরে মজহাবি বিদ্বেষ বশতঃ এমাম আজমকে জইফ বলিলেও উহা একেবারে অগ্রাহ্য ।

উপরোক্ত প্রমাণে রংপুরী নিন্দুকের দাবি একেবারে বাতিল সপ্রমাণ

হইয়া গেল।

আহলে হাদিছ, উক্তখণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা ; — তদরিবররাবি, ২৩ পৃষ্ঠা; — "জুহরি বলিতেছেন যে, কুফাবাসিদের হাদিছে অনেক ময়লা আছে। খতিব বদগাদী বলিতেছেন যে, কুফাবাসীর হাদিছে অনেক খারাবি আছে, ইহাদের হাদিছ ভাল নয়, অনেক দোষ আছে। ইমাম মালেক শাফেয়ি বলিতেছেন যে, যে হাদিছের রাবি (বর্ণনাকারী) হেজাজ ওয়ালার মধ্যে কেহই নয়, সে হাদিছের "মগজ" গিয়াছে। আবু দাউদে আছে, ইমাম আহমদ বলিতেছেন যে, কুফাবাসীদের হাদিছ জ্যোতিহীন।

কুফার অধিনে অর্থাৎ এরাক প্রদেশের কথা শুনুন ঃ — তাউছ বলিতেছেন যে, যদি এরাকবাসী তোমাকে ১০০ হাদিছ বর্ণনা করেন তবে ৯৯টী ফেলে দেও, ও বাকী ১টীর মধ্যেও সন্দেহ কর।

ধোকা-ভঞ্জন

লেখক অনুবাদে ভুল করিয়াছেন, প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, "মালেক বলিয়াছেন, যখন হাদিছ মক্কা ও মদিনা (হেজাজ) হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন উহার মেরুদণ্ডের মজ্জা (মগজ) কাটিয়া যায়। শাফেয়ি বলিয়াছেন, যদি হাদিছের মূল হেজাজ হইতে না পাওয়া যায়, তবে উহার মেরুদণ্ডের মজ্জা চলিয়া যায়।"

লেখক এরাককে কুফার অধীন প্রদেশ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু একজন সাধারণ লোক বলিতে পারে যে, কুফা, এরাক প্রদেশের অধীন একটী সহর, ইনিই আবার বলেন যে, এমাম-আজম ইতিহাস জানেন না।

এরাক বলিলে কুফা, বাসোরা, মাদাএন, ওয়াছেত, বগদাদ, নাহারওয়ান, হোলওয়ান, নাজাফ, কারবালা ইত্যাদি বুঝা যায়। গেয়াছ,

৫০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কুফার হাদিছে জ্যোতিঃ নাই ও কুফাবাসিদিগের হাদিছে অনেক খারাবি আছে, ইহার বিস্তারিত উত্তর মৎপ্রণীত কামেয়োল মোকতাদেরিনের ২/৭৩ – ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, এস্থলে এতটুকু লেখা হইতেছে যে, প্রত্যেকে নিজের সহরের হাদিছ ও ফেকহকে উত্তম মনে করিয়া থাকেন, এইরূপ কথা যে অকাট্য সত্য হইবে, ইহার প্রমাণ নাই।

জামেয়োল-এল্‌ম, ১৯৫ পৃষ্ঠা —

عن حماد انه ذكر اهل الحجاز فقال قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء والله لصبيانكم اعلم منهم بل صبيان صبيانكم ٭

``হাম্মাদ হেজাজবাসি (মক্কা ও মদিনাবাসি) দিগের সমালোচনা করিয়া বলিলেন, নিশ্চয় আমি তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের নিকট কোন বিষয় নাই। খোদার শপথ, অবশ্য তোমাদের পুত্রগণ, বরং তোমাদের পৌত্রগণ তাঁহাদের অপেক্ষা সমধিক আলেম।''

আরও ১৯৬ পৃষ্ঠা ; —

قال حماد لقيت عطاء وطاوسا ومجاهدا فصبيانكم اعلم منهم بل صبيان صبيانكم ٭

``হাম্মাদ বলিয়াছেন, আতা, তাউছ ও মোজাহেদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, কিন্তু তোমাদের পুত্রগণ ও পৌত্রগণ তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর আলেম।

আরও ২০০ পৃষ্ঠা : —

قد كان اهل العراق يضيقون الى اهل المدينة ان العمل عندهم بامر الامراء ٭

এরাকবাসিরা মদিনা বাসিদিগের সম্বন্ধে বলিতেন যে, তাঁহাদের মতে

আমিরগণের হুকুমে কার্য্য করিতে হয় ।''

মজহাব বিদ্বেষী লেখক যে জুহরির কথাকে আছমানির অহির তুল্য জ্ঞান করিয়াছেন, দেখুন তিনি কি বলিতেছেন ।

উক্ত কেতাব, ১৯৫/১৯৬ পৃষ্ঠা ; —

عن ابن شهاب انه قيل له تركت المدينة ولزمت شغبا وادما وتركت العلماء بالمدينة يتامى فقال افسدها علينا العبدان ربيعة وابو الزناد *

``এবনে শেহাব (জুহরি) কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, আপনি (কি জন্য) মদিনা ত্যাগ করিয়া 'শাগাব' ও 'আদামে' অবস্থিতি করিতেছেন এবং মদিনা শরিফে আলেমগণকে পিতৃহীন (এতিম) অবস্থায় ত্যাগ করিলেন ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, রবিয়া ও আবুজ্জোনাদ এই দুইটী গোলাম আমাদের পক্ষে উক্ত মদিনা শরিফকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে ।''

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মদিনা শরিফের হাদিছ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল ।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ; —

وعن الزهرى قال مارايت قوما انقض لعرى الاسلام من اهل مكة *

''জুহরি বলিয়াছেন, আমি মক্কাবাসিদিগের তুল্য ইস্‌লাম ধ্বংসকারী কোন শ্রেণীকে দেখি নাই ।''

ইহাতে মক্কাবাসিদিগের হাদিছের অবস্থা বুঝিলেন ত !

ومنها قوله الزهري انه ولى الخراج لبعض بني امية وانه فقد مرة مالا فاتهم به غلاما له فضربه فمات من ضربه وذكر كلاما خشنا فى قتله على ذلك غلامه •

এহ্‌ইয়া বেনে মইন, জুহরির নিন্দাবাদে বলিয়াছেন যে, তিনি কোন

এবনি উমাইয়া খলিফার রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত হইয়া ছিলেন এবং এক সময়ে তিনি কিছু অর্থ হারাইয়া ফেলিয়া নিজের দাসের প্রতি দোষারোপ করতঃ তাহাকে প্রহার করিলেন, ইহাতে তাহার মৃত্যু ঘটিল। আরও উক্ত এমাম এহ্ইয়া বেনে মইন, তাঁহার গোলামকে এই ভাবে হত্যা করার দরুণ তাঁহার সম্বন্ধে রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন।" হে মজহাব বিদ্বেষী-লেখক, এখন আপনার জুহরিকে রক্ষা করুন। এক্ষণে খতিবের কথা শুনুন ; —

সহিহ্ বোখারির টীকা, আয়নি, ৩/৪২৪/৪২৫ পৃষ্ঠা ; — "খতিব কনুত সংক্রান্ত কেতাবে কতকগুলি হাদিছ আনয়ন করিয়া উহাতে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এবনোল-জওজি বলিয়াছেন, খতিবের এই হাদিছ উল্লেখ করিয়া উহার দোষ প্রকাশ না করা এবং উহাকে দলীলরূপে গ্রহণ করা বড় লজ্জাহীনতা, মহা পক্ষপাতিত্ব ও দীনদারির অল্পতার পরিচায়ক, কেননা তিনি জানেন যে, উহা বাতীল হাদিছ। এবনে হাব্বান বলিয়াছেন যে, মজহাবের পক্ষপাতিত্ব খতিবকে এইরূপ কার্য্য করিতে উত্তেজিত করিয়াছে। যে ব্যক্তি কনুত, বিছমিল্লাহ উচ্চস্বরে পাঠ ইত্যাদি সংক্রান্ত খতিবের রচিত কেতাবগুলি এবং বাতীল প্রমাণিত হাদিছগুলি দ্বারা তাহার দলীল গ্রহণ করা দর্শন করে, সে ব্যক্তি খতিবের অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব ও দীনের অল্পতা অবগত হইতে পারিবে।"

পাঠক, যে খতিব নিজেই বাতীল হাদিছগুলি দ্বারা নিজের গ্রন্থাবলী পূর্ণ করিয়াছেন, তিনি আবার কুফাবাসিদিগের হাদিছের দোষ বর্ণনা করেন, ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয়।

এক্ষণে এমাম মালেকের কথা শুনুন ; — জামেয়োল-এল্ম, ১৯৯/২০০ পৃষ্ঠা

عن عبد الله بن وهب قال سئل مالك عن مسئلة فاجاب فيها فقال
له السائل ان اهل الشام يخالفونك فيها فيقولون كذا و كذا فقال

ومتي كان هذا الشان بالشام انما هذا الشان وقف على اهل المدينة والكوفة *

"আবদুল্লাহ বেনে অহাব বলিয়াছেন, (এমাম) মালেক একটী মস্‌লা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ইনি উহার ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। তখন প্রশ্নকারি বলিল, নিশ্চয় শামবাসিগণ এ সম্বন্ধে আপনার বিপরীত মত প্রকাশ করতঃ এই এই রূপ বলিয়া থাকেন। তখন উক্ত এমাম মালেক বলিলেন, এই বিষয় শামে কবে হইল ? এই বিষয় মদিনা ও কুফাবাসিদিগের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। এস্থলে এমাম-মালেক কুফার বিদ্যাকে মদিনার বিদ্যার তুল্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এনছাফ, ২৪ পৃষ্ঠা ; —

انه شاور مالكا في ان يعلق الموطا في الكعبة و يحمل الناس على ما فيه فقال لا تفعل فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع و تفرقوا في البلدان وكل سنة مضت *

"(খলিফা) হারুনোরশিদ (এমাম) মালেকের সহিত পরামর্শ করেন যে, তিনি মোয়াত্তা কেতাবকে কা'বা শরিফে লট্‌কাইয়া দিয়া লোককে উহার হাদিছ গুলির প্রতি আমল করিতে উত্তেজিত করিবেন, তদুত্তরে উক্ত এমাম বলিলেন, আপনি (এরূপ) করিবেন না, কেননা নবি (ছাঃ) এর সাহাবাগণ ফরুয়াত মসায়েলে মতভেদ করিয়াছেন এবং সহর সমূহে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যেক সহরে (যাহা প্রচলিত হইয়াছে) উহা সুন্নত।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, কুফা, বাসোরা, মিসর, ইমন ও শাম প্রত্যেক সহরের হাদিছ মক্কা ও মদিনার হাদিছের তুল্য গ্রহণীয় হইবে।"

তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ, ১/৬৬ পৃষ্ঠা ; —

(ক) "কুফার একজন তাবেয়ি ছইদ বেনে জোবাএর ছিলেন, যে

সময় কুফাবাসিগণ হজ্জ করিতে গিয়া (সাহাবা হজরত) এবনে আব্বাছ (রাঃ) কে ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন তিনি বলিতেন, তোমাদের মধ্যে কি ছইদ বেনে জোবাএর নাই ? (অর্থাৎ ছইদ বেনে জোবাএর থাকিতে আমার নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করার দরকার নাই)।"

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, কুফাবাসী তাবিয়ি কোরআন হাদিছ তত্ত্বে মদিনাবাসী সাহাবাপ্রবর হজরত এবনে আব্বাছের তুল্য ছিলেন।

(খ) হজরত ওমার (রাঃ) ১৯ হিজরীতে কুফাকে সহরে পরিণত করিয়াছিলেন, উক্ত সহরে আরবদিগের রবিয়া ও মোজার সম্প্রদায়ের ৫০ সহস্র গৃহ ছিল, অন্যান্য আরবদিগের ২৪ সহস্র গৃহ ছিল। ইমনবাসিদিগের ৬ সহস্র গৃহ ছিল।

হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, কুফা ইমানের ভাণ্ডার, ইস্‌লামের দলীল, অবশ্য খোদাতায়ালা কুফাবাসিগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশবাসিগণের সাহায্য করিবেন, যেরূপ মক্কা ও মদিনা বাসিগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের সাহায্য করিবেন। (হজরত) সালমান (রাঃ) বলিয়াছেন, কুফাবাসিগণ খোদাতায়ালার প্রিয়পাত্র, ইহা ইস্‌লামের চূড়া। হজরত ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, কুফাতে প্রধান প্রধান লোক আছেন, উক্ত কুফাবাসিগণ খোদাতায়ালার তরবারি ও আরবদিগের মস্তক। মোয়াজ্জমে বোলদান, ৭/২৯৬-২৯৯ ও ফতুহোল-বোলদান, ২৮৫/২৯৭/৩৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, কুফা সহরে মক্কা, মদিনা, তায়েফ ও আরবের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ ওই মন হইতে বহু সহস্র সাহাবা বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন।

তাজকেরা, ১/২৭ পৃষ্ঠা : —

(গ) "মছরুক বলিয়াছেন, (হজরত) মোহম্মদ (ছাঃ) এর

সাহাবাগণের মধ্যে (হজরত) ওমার, আলি, আবদুল্লাহ বেনে মছউদ, হজরত ওবাই, হজরত জায়েদ বেনে ছাবেত ও হজরত আবু মুছা (রেজঃ) ফৎওয়াদাতা ছিলেন।" উপরোক্ত ছয়জন সাহাবার মধ্যে নিম্নোক্ত তিনজন অনেক দিবস কুফাতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

১। হজরত আলি (রাঃ) কুফাতে রাজধানি স্থির করিয়া তথায় প্রায় ৫ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। হজরত এবনে আব্বাছ, এবনে ওমার, আবু হোরায়রা ও বহু সাহাবা তাঁহার শিষ্য ছিলেন। জনাব হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি এল্‌মের সহর এবং আলি উহার দ্বার স্বরূপ। যে ব্যক্তি এলম শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে উহার দ্বার দিয়া প্রবেশ করা আবশ্যক। (হজরত) এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা মদিনাবাসিদিগের মধ্যে (হজরত) আলিকে শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থাদাতা ধারণা করিতাম। (হজরত) এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, (হজরত) আলি (রাঃ) এলমের দশ ভাগের নয় ভাগ পাইয়াছেন। ওছদোল-গাবাহ, ৪/২১/২২।

কুফার তাবেয়িদিগের মধ্যে আলকামা, আছওয়াদ, এবনে-আবিলায়লা, আহনাফ বেনে কয়েছ, আবু আবদুর রহমান ছুলামি, আবুল আছওয়াদ, জারবেনে হোবাএশ, শোরাএহ বেনে হানি, শা'বি, শকিক প্রভৃতি হজরত আলির নিকট হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

(২) হজরত আবদুল্লাহ্ বেনে মছউদ, হজরত এবনে আব্বাছ, এবনে ওমার, আনাছ, যাবের ও আবু হোরায়রা তাঁহার শিষ্য ছিলেন। হজরত হোজায়ফা বলেন, ইনি রীতিনীতি, চলন চরিত্রে হজরত নবি (ছাঃ) এর জ্বলন্ত ছবি ছিলেন। হজরত ওমার তাঁহাকে কুফাবাসিদিগের শিক্ষাদাতা করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, ইনি হজরত ওছমানের খেলাফতের পরেও কয়েক বৎসর তথাকার শিক্ষাদাতা ছিলেন। ইনি কোরআন শরিফের শ্রেষ্ঠতম আলেম

ছিলেন। কুফার তাবেয়িগণের মধ্যে আলকামা, আবু ওয়াএল, আছওয়াদ, মছরুক, ওবায়দা ওক য়েছ বেনে হাজেম তাঁহার নিকট হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ওছদোল-গাবাহ, ৩/২৫৬/২৬১।

(৩) হজরত আবু মুছা। হজরত নবি (ছাঃ) তাঁহাকে ইমনের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি মহাবিদ্বান্ ওকারী ছিলেন। আছওয়াদ বলিয়াছেন, আমি হজরত আলি ও আবু মুছার তুল্য প্রধান আলেম কুফাতে দেখি নাই। হজরত ওছমান তাঁহাকে কুফার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, তাঁহার শাহাদত অবধি ইনি তথায় উক্ত পদে ছিলেন। —ইস্তিয়াব, ২/৬৭৮। তাজঃ, ১/২০/২১।

(ঘ) প্রথম শ্রেণীর তাবেয়ি এমাম মক্কা-শরিফে ২ জন ও মদিনা শরিফে ৭ জন ছিলেন, আর তাঁহারা এক কুফাতে ১৯ জন ছিলেন, সেই কুফার ১৯ জন তাবেয়ি বড় বড় মক্কা ও মদিনার ছাহাবাগণের নিকট হইতে হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত কামেয়োল-মোবতাদেয়িনের ২/১১৬-১২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, কুফার হাদিছের মূল মক্কা ও মদিনার হাদিছ।

(ঙ) এমাম-মালেকের মোয়াত্তার কয়েকটী নোছ্খা (অনুলিপি) আছে, তন্মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ নোছ্খা এহ্ইয়া বেনে এহ্ইয়া মছমুদী কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু এই এমাম এহ্ইয়া মক্কা ও মদিনাবাসী ছিলেন না, ইনি স্পেনের আন্দলুছিয়া নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। দ্বিতীয় নোছ্খা এমাম আবদুল্লাহ বেনে অহাব কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হয়, ইনি মিসরের বাসেন্দা ছিলেন। তৃতীয় নোছ্খা আবদুল্লাহ্ বেনে মোছলেমা কায়া'নাবি কর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়, ইহার জন্মস্থান মদিনা হইলেও ইনি বাসোরার বাসেন্দা হইয়াছিলেন। চতুর্থ নোছখা এবনোল-কাছেম কর্ত্তৃক লিখিত হয়, ইনি মিসরের অধিবাসী

ছিলেন। বোছতানোল মোহাদ্দেছিন, ৯/১৫/১৭/১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যদি এমাম মালেকের কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে বলা যাইবে যে, তাঁহার মোয়াত্তা কেতাবের হাদিছগুলি মক্কা-মদিনা হইতে বাহির হইয়া মিসর, বাসোরা ও আন্দলুছিয়াতে পৌঁছিয়াছে, কাজেই উক্ত মোয়াত্তা কেতাব আর গ্রহণীয় হইতে পারে না।

এমাম শাফেয়ির প্রধান শিক্ষক ছুফ্ইয়ান বেনে ওয়ায়না ছিলেন, ইহার জন্মস্থান কুফা ছিল, তৎপরে মক্কা-শরিফের বাসেন্দা হইয়াছিলেন, তৎপরে ২০ বৎসর বয়স হইতে না হইতে কুফায় গমন করিয়া কুফাবাসিদিগকে হাদিছ শিক্ষা দিয়াছিলেন। —এবনে খালকান, ১/২১০/২১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, কুফার এমাম-ছুফ্ইয়ান বেনে ওয়ায়না এমাম-শাফেয়িকে যে হাদিছ গুলি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা সহিহ্ হইল, আর কুফাবাসিদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা জইফ হইবে, ইহা কিরূপ বিচার? তৎপরে মছনদে এমাম শাফেয়ি এক জন নায়ছাপুর নিবাসী লোক কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল, কাজেই উক্ত হাদিছ গুলির রাবি মক্কা-মদিনাবাসিগণ হইলেন না, এক্ষেত্রে উক্ত কেতাব গ্রাহ্য হইবে কি না? এমাম আহমদ বেনে হাম্বল বগ্দাদে ভূমিষ্ঠ হন, ইনি বগ্দাদবাসী ছিলেন, তাঁহার মছনদ অগ্রাহ্য হইয়া গেল, যেহেতু উক্ত হাদিছ গুলি মক্কা ও মদিনা হইতে বাহির হইয়া বগ্দাদে উপস্থিত হইয়াছিল। এমাম বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ, তেরমেজি, নাছায়ি, এবনে মাজা, দারমি, বয়হকি, দারকুৎনি, হাকেম ও এবনে-খোজায়মা প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের মধ্যে কেহই মক্কা ও মদিনাবাসী ছিলেন না, তাঁহাদের কেতাব গুলি এমাম-মালেকের কথা অনুযায়ী সমস্ত বাতীল হইয়া গেল; যেহেতু তৎসমুদয় কেতাবে যে সমস্ত হাদিছ আছে, তৎসমস্ত মক্কা মদিনা হইতে বাহির হইয়া অন্যস্থানে পৌঁছিয়াছে।

(চ) আর যদি এমাম শাফেয়ীর মতে বলা হয় যে, যে হাদিছ গুলির মূল মক্কা ও মদিনা না হয়, তাহাই বাতীল হইবে, তবে আমরা বলিব, মিসর, শাম, ইমন, কুফা ও বাসরার, তাবেয়িগণ মক্কা ও মদিনাবাসি সাহাবাগণের নিকট হইতে হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে কুফা ও বাসরার হাদিছগুলি কি জন্য মক্কা ও মদিনাবাসী এমাম মালেক ও শাফেয়ির হাদিছগুলির তুল্য হইবে না ? এমাম-আবু হানিফা, মক্কাবাসী আতা বেনে রাবাহ, আবুজ্জোবাএর, মোহম্মদ বেনে মোছলেম, মক্‌ছম, আমর বেনে দিনার, তালহা বেনে নাফে, আব্দুল আজিজ বেনে আবি রোয়াদ প্রভৃতির নিকট ও মদিনাবাসী ছালেম বেনে আবদুল্লাহ্ ছোলায়মান বেনে ইছার, আতা বেনে ইছার, রবিয়া বেনে আবি আবদুর-রহমান, মুছা-বেনে তালহা, আবদুল্লাহ্ বেনে দীনার, আওন বেনে আবদুল্লাহ, ওবায়দুল্লাহ বেনে ওমার, আবদুর রহমান বেনে হারমুজ, একরামা, নাফে, জুহরি, এমাম বাকের, মোহম্মদ বেনেল মোনকাদের, এহইয়া বেনে ছইদ আনছারির নিকট হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাজকেরাঃ, তহজিবঃ, তাবাকাতঃ, কেতাবোল আনছার, এবনে খালকান, তহবিবোল-আছমা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ।

আর তিনি যে কুফি তাবেয়ি বিদ্বান্‌গণের নিকট হইতে হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও মক্কা ও মদিনাবাসি সাহাবাগণের নিকট হইতে হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে কুফাবাসি এমাম আজমের হাদিছগুলির মূল মক্কা মদিনা হইল কিনা, তাহা নিরপেক্ষ পাঠকের বিচারাধীন ।

(ছ) আর মৌভাষার নিন্দুকের মতে হাদিছের রাবি মক্কা ও মদিনাবাসি না হইলে, উক্ত হাদিছ জইফ হইয়া যায় ; এক্ষেত্রে সেহাহ্ সেত্তার কেতাবের প্রায় চৌদ্দ আনা বা পনর আনা হাদিছ বাতীল হইয়া যাইবে, যেহেতু তৎসমস্ত হাদিছের রাবিগণের মধ্যে কুফা, বাসরা, মিসর, ইমন, শাম বা আজমে বিস্তর

রাবির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে দেখি, অপরিণামদর্শী লেখক কি উত্তর দেন ?

(জ) এবনে খলদুন, ৪৯০/৪৯১ পৃষ্ঠা ; —

ولقى اصحاب الامام ابي حنيفة واخذ عنهم و مزج طريق اهل الحجاز اختص بمذهب وخالف مالكا رحمه الله تعالى فى كثير من مذهبه وجاء من بعدهما احمد بن حنبل رحمه الله وكان من علية المحدثين و قرا اصحابه على اصحاب الامام ابي حنيفة مع وخور بضا عنهم من الحديث فاختصوا بمذهب آخر *

"এমাম শাফেয়ি, এমাম আবু হানিফার শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহাদের নিকট এলম শিক্ষা করিলেন এবং হেজাজ বাসিদের মতের সহিত মিলাইলেন, খাস একটী মজহাব প্রস্তুত করিলেন এবং অনেক মতে (এমাম) মালেকের খেলাফ মত ধারণ করিলেন। তৎপরে (এমাম) আহমদ বেনে হাম্বল আগমন করিলেন, তিনি প্রধান মোহাদ্দেছ ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ হাদিছের মহাবিদ্বান্ হওয়া সত্ত্বেও এমাম আবু হানিফার শিষ্যগণের নিকট হাদিছ পাঠ করিলেন এবং তাঁহারা খাস একটি মজহাব প্রস্তুত করিলেন।"

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি মদিনার এমাম মালেকের ও মক্কার এমাম শাফেয়ির হাদিছ কেবল মাত্র গ্রহণীয় হয়, তবে কিজন্য এমাম শাফেয়ি শিষ্য হইয়া এমাম মালেকের এবং এমাম আহমদ শিষ্য হইয়া এমাম শাফেয়ির খেলাফ করিলেন ?

(ঝ) এমাম আহমদের মতে যদি কুফাবাসিদের হাদিছে জ্যোতি না থাকে, তবে তিনি নিজে কিজন্য বহু কুফাবাসি বিদ্বানের হাদিছ গ্রহণ করিলেন?

এমাম বোখারি ও মোছলেম কিজন্য ৪১১ জন কুফাবাসি বিদ্বানের এবং আবু দাউদ, তেরমজি ও নাছায়ি সহস্রাধিক কুফাবাসির হাদিছ নিজেদের

কেতাবে লিখিলেন ?

(ঞ) এমাম জাহাবি, তাজকেরাতোল-হোফ্‌ফাজে ১৩৯ কুফাবাসী হাফেজে-হাদিছের নামোল্লেখ করিয়াছেন, আমরা বড় গলায় বলিতে পারি যে, এত অধিক পরিমাণ হাফেজে-হাদিছ না মক্কাতে, না মদিনাতে, না মিসরে, না ইমনে, না শামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিম্নে কতকগুলি কুফাবাসী মোহাদ্দেছের নামোল্লেখ করিতেছি যাহাদের হাদিছ সেহাহ লেখকগণের গৌরবের বিষয় হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(১) এমাম শা'বি। ইনি এমাম আজমের শিক্ষক, ইনি ৫ শত সাহাবার নিকট হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন। শামের মকহুল বলেন, আমি শা'বির তুল্য শ্রেষ্ঠ আলেম দেখি নাই। আবু মাজ্‌লাজ বলিয়াছেন, আমি শা'বির তুল্য শ্রেষ্ঠ ফকিহ্ দেখি নাই, না (মদিনার) ছইদ বেনেল মোছাইয়েব তাঁহার তুল্য ছিলেন, না (ইমনের) তাউছ, না (মক্কার) আতা, না (বাসোরার) হাছান ওনা এবনে ছিরিন। এবনে ছিরিন বলিয়াছেন, আমি শা'বিকে বহু সাহাবার সমক্ষে ফৎওয়া দিতে দেখিয়াছি। আছেম বলিয়াছেন, আমি কুফা, বাসরা ও মক্কা-মদিনাবাসিদিগের হাদিছের শ্রেষ্ঠতম আলেম শা'বির তুল্য কাহাকেও দেখি নাই। তাজকেরা, ৭০ – ৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) কুফার মোহাদ্দেছ আবু কোরাএব। এবনে ওক্‌দা ও মুসা তাঁহাকে ৩ লক্ষ হাদিছের হাফেজ বলিয়াছেন। — তাজকেরাঃ, ২/৮০/২৪০।

(৩) কুফার এমাম মোতাইয়ান, ইনি এক লক্ষ হাদিছের হাফেজ ছিলেন। — তাজকেরাঃ ২/২৩৪।

(৪) কুফার এমাম জোহাএর বেনে মোয়াবিয়া। শোয়া'এব

বলিয়াছেন, ইনি (বাসোরার হাদিছের আমিরোল-মো'মেনিন) শো'বা অপেক্ষা বিশ গুণ অধিক হাদিছের হাফেজ ছিলেন। — তাজঃ, ১/১২১, তহজিবঃ, ৩। ৩৫১।

(৫) কুফার এমাম ছুফ্ইয়ান ছওরি। ইনি সৈয়দল হোফ্ফাজ ছিলেন, (শামের এমাম) আওজায়ি, (মদিনার এমাম) মালেক, (বাসোরার এমাম) আবদুর রহমান বেনে মেহদি ও (এমাম) এহ্ইয়া বেনে ছইদ কাত্তান, (মরবের এমাম আবদুল্লাহ) বেনে মোবারক, (সানয়ার এমাম) আবদুর রজ্জাক ও (কুফার) এহ্ইয়া বেনে আদম ও অকি তাঁহার শিষ্য ছিলেন। (বাসোরার এমাম) শো'বা, (মক্কা শরিফের এমাম) ছুফ্ইয়ান বেনে ওয়ায়না, (বাসোরার এমাম) আবু আ'ছেম, (বগদাদের এমাম) এহ্ইয়া বেনে মইন ও অন্যান্য বহু মোহাদ্দেছ বলিয়াছেন, এমাম ছুফ্ইয়ান হাদিছের আমিরোল-মো'মেনিন (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ছিলেন। আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলেন, আমি ১১ শত শিক্ষক হইতে (হাদিছ) লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তন্মধ্যে ছুফ্ইয়ান সর্ব্ব প্রধান ছিলেন।

ছইদ বেনে এহইয়া কাত্তান বলেন, ছুফ্ইয়ান আমা অপেক্ষা হাদিছের শ্রেষ্ঠতর হাফেজ ছিলেন।

আবদুর রহমান বেনে মেহদী বলেন, অহাব, ছুফইয়ানকে এমাম মালেক অপেক্ষা অগ্রগণ্যতর ধারণ করিতেন।

এহইয়া কাত্তান বলেন, ইনি শো'বা অপেক্ষা অগ্রগণ্যতর।

এহইয়া বেনে মইন বলেন, তিনি তাঁহার জামানায় ফেকহ্ ও হাদিছে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন।

এমাম আহমদ তাঁহাকে অগ্রগণ্য ধারণা করিতেন। আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলেন, ভূপৃষ্ঠে তাঁহার তুল্য কেহ নাই।

অকি তাঁহাকে সমুদ্র বলিয়াছেন। কাত্তান বলেন, তিনি প্রত্যেক বিষয়ে এমাম মালেক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। — তাজকেরা, ১/১৯০/১৯১. তহজিব ; ৪/১১২ / ১১৪।

(৬) কুফার এমাম মেছয়ার বেনে কেদাম। ইনি শো'বা, ছুফইয়ান ছওরি, ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না, আবদুল্লাহ বেনে মোবারক, ইছা বেনে ইউনোছ, অকি, এহইয়া বেনে আবি জায়েদা, এহইয়া বেনে আদম ও এহইয়া কাত্তানের শিক্ষক ছিলেন। এহইয়া বেনে ছইদ ও আহমদ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম ও বিশ্বাস ভাজন মোহাদ্দেছ, এবরাহিম বেনে ছইদ তাঁহাকে তৌলদাঁড়ি ও শো'বা তাঁহাকে কোরান বলিয়াছেন। ছুফইয়ান বলেন, আমরা যে সময় মতভেদ করিতাম, তখন উক্ত এমামকে মীমাংসাকারী স্থির করিতাম। তহজিবঃ ১০/১১৩/১১৪। ফলকথা ইনি ছুফইয়ান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন।

(৭) কুফার মোহাদ্দেছ হাফেজ ইছা বেনে ইউনোছ, অলিদ বলেন, তিনি শামের এমাম আওজায়ির সমস্ত হাদিছের হাফেজ ছিলেন, তিনি আরববাসী অবশিষ্ট বিদ্বানগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। — তাজকেরাঃ, ১/২৫৫।

(৮) কুফার মোহাদ্দেছ হাফেজে হাদিছ অকি বেনেল জার্রাহ। আবদুর রহমান বেনে মেহদী, আবদুল্লাহ বেনোল মোবারক, আহমদ বেনে হাম্বল, এহইয়া বেনে মইন, ইছহাক ও আবুবকর বেনে আবিশায়বা তাঁহার শিষ্য। এমাম আহমদ বলেন, ইনি এহইয়া বেনে ছইদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হাফেজে ছাড় হাদিছ ও মোস্লেম জগতের এমাম ছিলেন। এহইয়া বেনে মইন তাঁহাকে অদ্বিতীয় হাফেজ-হাদিছ ও আবদুল্লাহ বেনেল মোবারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়াছেন। আবুহেশাম বলিয়াছেন, মোহাদ্দেছগণ মক্কা-শরিফের মোহাদ্দেছ ওবায়দুল্লাহ বেনে মুছার হাদিছ শ্রবণ ত্যাগ করতঃ উক্ত অকির

হাদিছ শ্রবণ করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন। নুহ বেনে হবিব বলেন, ইনি ছুফইয়ান, মোয়াম্মার ও মালেক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। মোহম্মদ বেনে অবদুল্লাহ বলেন, ইনি এবনো ইদরিছ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তাজকেরা, ১। ২৮২। তহজিবঃ, ১১/১২৩/১৩০।

(৯) কুফার মোহাদ্দেছ এহইয়া বেনে জিকরিয়া। ইনি সুদক্ষ হাফেজে-হাদিছ ও ফকিহ, এহইয়া বেনে আদম, আহমদ বেনে হাম্বল, এহইয়া বেনে মইন, আবুবকর বেনে আবিশায়বা ও আলি বেনে মদিনির শিক্ষক ছিলেন। ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না বলেন, মক্কাবাসিদিগের নিকট এবনোল মোবারক ও এহইয়া বেনে জিকরিয়ার তুল্য কেহ আগমন করে নাই, এহইয়া কাত্তান বলিয়াছেন যে, কুফায় তাঁহার ন্যায় আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দী কেহই ছিল না। এবনোল-মদিনি বলেন, ছুফইয়ানের পরে তাঁহার তুল্য বিশ্বাসভাজন মোহাদ্দেছ কেহই ছিল না, তাঁহার জামনায় তাঁহার মধ্যে এলম্ সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। — তাজকেরাঃ, ১ ১৪৩। তহজিঃ, ১১/২০৮/২০৯।

(১০) কুফার মোহাদ্দেছ এহইয়া বেনে আদম। আহমদ, ইসহাক, আলি বেনে মদিনি ও আবুবকর বেনে আবিশায়বা তাঁহার শিষ্য। আলি বেনে মদিনি তাঁহাকে মাহাবিদ্বান্, আবু-ওছামা তাঁহাকে শা'বির জ্বলন্ত ছবি বলিয়াছেন। হাদিছের বৃহৎ অংশ মদিনা, মক্কা, বাসোরা ও কুফার ৬ জন লোকের নিকট, তাঁহাদের এলম্ বার জনের নিকট, তাঁহাদের এলম তিন জনের নিকট ও তাঁহাদের এলম্ এবনোল-মোবারক, এবনো মেহদী ও এহইয়া বেনে আদমের নিকট পৌঁছিয়াছিল। — তাজকেরা ১/৩২৮। তহজিব, ১১/১৭৫।

(১১) কুফার হাফেজে-হাদিছ আবুবকর বেনে আবিশায়বা। এমাম বোখারি, মোছলেম, আবুদাউদ, এবনো মাজা, আহমদ বেনে হাম্বল,

আবু জোরয়া ও আবু-হাতেম তাঁহার শিষ্য। কাছেম বলেন, আবুবকর বেনে আবিশায়বা, আহমদ, এহইয়া ও আলি বেনে মদিনি এই চারি জনার নিকট এল্‌ম শেষ হইয়াছে। ছালেহ, আবুজোরয়া ও এবনে হাব্বান বলেন, আবু-বকর বেনে আবিশায়বার তুল্য শ্রেষ্ঠতম হাফেজে-হাদিছ তাঁহার জামানায় কেহই ছিল না। — তহজিবঃ ৬/৩/৪।

উপরোক্ত বিবরণে জুহরি, খতিব ও আহমদের কথা একেবারে বাতীল সাব্যস্ত হইয়া গেল।

(ট) এক্ষণে তাউছের সমালোচনা করা যাউক। জামেয়োলএলম, ২০১ পৃষ্ঠা : —

ومنها قوله في طاؤس انه كان شيعيا *

"এহ্‌ইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, তাউছ শিয়া ছিলেন।" হে মৌভাষার লেখক, অগ্রে আপনার পৃষ্ঠপোষক তাউছকে রক্ষা করুন, পরে তাঁহার কথার বিচার করা যাইবে।

ইনি এরাক বাসিদের সমস্ত হাদিছ বাতীল বলিয়া দাবি করিয়াছেন। আমি ইতিপূর্ব্বে এরাকের অধীন কুফার ১১ জন জগদ্বিখ্যাত হাফেজে-হাদিছের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা তাউছ অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠতর। আরও এরাকের কতকগুলি মোহাদ্দেছের নামোল্লেখ করিতেছি।

(১২) এরাকের অধীন বগদাদের এমাম-এহ্‌ইয়া বেনে মইন। ইনি হাদিছের দোষগুণ বিচারে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'এমামোল-জারহ অত্তাদিল' বলা হয়। তিনি স্বহস্তে দশ লক্ষ হাদিছ লিখিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে ৩০ গাঁঠরি ও বিশ বস্তা কেতাব রাখিয়া গিয়াছিলেন। আলি বেনে মদিনি বলেন, বিশ্বাসভাজন বিদ্বান্‌গণের হাদিছ ছয়জন লোকের নিকট পৌঁছিয়াছিল, তৎপরে তাঁহাদের সমস্ত লোকের হাদিছ এহইয়া বেনে মইনের

নিকট পৌছিয়াছিল।

আরও বলিয়াছেন, এল্ম চারিজন লোকের নিকট পৌছিয়াছিল, আবু-বকর এবনে আবিশায়বা, আহমদ বেনে হাম্বল, আলি বেনে মদিনি ও এহ্ইয়া বেনে মইন, কিন্তু এই এহইয়া বেনে মইন তাঁহাদের মধ্যে হাদিছের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। আমর বেনে নাকেদ ও আহমদ বলিয়াছেন, হাদিছের রাবিদেয় অবস্থা সম্বন্ধে মোহাদ্দেছগণের মধ্যে এহ্ইয়া বেনে মইন শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। আজালি বলেন, খোদাতায়ালা এহ্ইয়া বেনে মাইনের তুল্য হাদিছতত্ত্ববিদ্ কাহাকেও সৃষ্টি করেন নাই। আলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন, আমি তাঁহার তুল্য দেখি নাই। এবনোর রুমি বলিয়াছেন, আমি আবুছইদকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সমস্ত লোক এহইয়া বেনে মইনের আশ্রিত। এবনোর রুমির কথা সত্য, তাঁহার তুল্য জগতে নাই। এমাম আহমদ বলিতেন, তিনিই হাদিছের ভুল ধরিতে সক্ষম ছিলেন। তিনি হাদিছনির্ব্বাচনকারী ও জটিল বিষয়গুলির মীমাংসাকারী ছিলেন। তহজিব, ১১/২৮০/২৮৮।

(১৩) এরাকের অধীন বাসোরার এমাম এহইয়া বেনে ছইদকাত্তান। এমাম আহমদ, ইস্হাক, আলি মদিনি, এবনে মইন, আবুবকর বেনে আবিশায়বা, শো'বা, ছুফইয়ান ছওরি ও এবনে ওয়ায়না ও আবদুর রহমান বেনে মেহদী তাঁহার শিষ্য ছিলেন। এবনে মেহদী বলেন, তিনি রাবিদের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ছিলেন। আহমদ বলেন, আমার চক্ষু তাঁহার তুল্য দর্শন করে নাই। তিনি এবনো মেহদী, অকি প্রভৃতি বিদ্বান্গণ অপেক্ষা বড় মোহাদ্দেছ ছিলেন। বোন্দার বলেন, তিনি সমসাময়িকদিগের অগ্রণী ছিলেন। এবনে মোহদী ও শো'বার মধ্যে কোন মতভেদ উপস্থিত হইলে, তিনি মধ্যস্থ হইতেন। আলি বেনে মদিনি, আহমদ, এবনে মইন, শাজকুনি ও আমর বেনে আলি ভীত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার নিকট হাদিছতত্ত্ব

জিজ্ঞাসা করিতেন। — তহজিবঃ ১১/২৮০/২৮৮।

(১৪) এরাকের অধীন বাসারার এমাম শো'বা, ইনি ছুফইয়ান ছওরি, এহইয়া কাত্তান, এবনে মেহদী, অকি, শাফেয়ি, এবনো মোবারক, আবু-দাউদ তায়ালাছি, এজিদ বেনে হারুন ও আবু-নইমের শিক্ষক ছিলেন। ছালেহ বলেন, শো'বায় জন্মস্থান ওয়াছেত ছিল, কিন্তু তিনি কুফার এল্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। এমাম আহমদ বলেন, এমাম শো'বা, ছুফ্ইয়ান ছওরি অপেক্ষা হাদিছ বিদ্যায় সমধিক পরিদর্শী ছিলেন, তিনি রাবিদিগের অবস্থা ও হাদিছ-তত্ত্বে একদল বিদ্বানের তুল্য ছিলেন। ছুফ্ইয়ান বলিয়াছেন যে, তিনি হাদিছ-তত্ত্বে আমিরোল-মো'মেনিন ছিলেন। ছুফ্ইয়ান তাঁহাকে শিক্ষক বলিয়া অভিহিত করিতেন। এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, যদি এমাম শো'বা না হইতেন, তবে এরাক প্রদেশে হাদিছ অজ্ঞাত থাকিত। ইনি হাদিছ-তত্ত্ববিদগণের তৌলদাঁড়ি। এহইয়া কাত্তান বলেন, ইনি ছুফ্ইয়ান অপেক্ষা বৃহৎ বৃহৎ হাদিছের সমধিক হাফেজ ছিলেন। হাকেম বলেন, ইনি হাদিছ বিদ্যায় এমামগণের এমাম ছিলেন। ইনি মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে, ছুফইয়ান বলিয়াছিলেন, হাদিছ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে। — তহজিব, ৪/৩৪৩। তাজকেরা, ১/১৮৪।

(১৫) এরাকের অধীন বাসরার এমাম আবদুর রহমান বেনে মেহদী। এবনো মোবারক, এবনো মইন, আহমদ, ইছহাক, আবুবকর বেনে আবিশায়বা, আমর বেনে আলি ফাল্লাছ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। আবুর-রবি বলেন, তাঁহার তুল্য দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আলি বেনে মদিনি তাঁহাকে হাদিছের শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান বলিয়াছেন। হাম্মাদ বেনে জায়েদ তাঁহাকে এহইয়া কাত্তান ও অকি অপেক্ষা সমধিক হাদিছে বিশ্বাসভাজন ও নিপুণ বলিয়াছেন। এমাম শাফেয়ি বলেন, ইনি পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তহজিব ৬/২৭৯ – ২৮১ পৃষ্ঠা।

(১৬) এরাকের অধীন বাসরার এমাম আলি বেনে মদিনি।

জিজ্ঞাসা করিতেন। — তহজিবঃ ১১/২৮০/২৮৮।

(১৪) এরাকের অধীন বাসারার এমাম শো'বা, ইনি ছুফইয়ান ছওরি, এহইয়া কাত্তান, এবনে মেহদী, অকি, শাফেয়ি, এবনো মোবারক, আবু-দাউদ তায়ালাছি, এজিদ বেনে হারুন ও আবু-নইমের শিক্ষক ছিলেন। ছালেহ বলেন, শো'বায় জন্মস্থান ওয়াছেত ছিল, কিন্তু তিনি কুফার এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। এমাম আহমদ বলেন, এমাম শো'বা, ছুফ্‌ইয়ান ছওরি অপেক্ষা হাদিছ বিদ্যায় সমধিক পরিদর্শী ছিলেন, তিনি রাবিদিগের অবস্থা ও হাদিছ-তত্ত্বে একদল বিদ্বানের তুল্য ছিলেন। ছুফ্‌ইয়ান বলিয়াছেন যে, তিনি হাদিছ-তত্ত্বে আমিরোল-মো'মেনিন ছিলেন। ছুফইয়ান তাঁহাকে শিক্ষক বলিয়া অভিহিত করিতেন। এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, যদি এমাম শো'বা না হইতেন, তবে এরাক প্রদেশে হাদিছ অজ্ঞাত থাকিত। ইনি হাদিছ-তত্ত্ববিদগণের তৌলদাঁড়ি। এহইয়া কাত্তান বলেন, ইনি ছুফ্‌ইয়ান অপেক্ষা বৃহৎ বৃহৎ হাদিছের সমধিক হাফেজ ছিলেন। হাকেম বলেন, ইনি হাদিছ বিদ্যায় এমামগণের এমাম ছিলেন। ইনি মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে, ছুফইয়ান বলিয়াছিলেন, হাদিছ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে। — তহজিব, ৪/৩৪৩। তাজকেরা, ১/১৮৪।

(১৫) এরাকের অধীন বাসরার এমাম আবদুর রহমান বেনে মেহদী। এবনো মোবারক, এবনো মইন, আহমদ, ইছহাক, আবুবকর বেনে আবিশায়বা, আমর বেনে আলি ফাল্লাছ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। আবুর-রবি বলেন, তাঁহার তুল্য দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আলি বেনে মদিনি তাঁহাকে হাদিছের শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান বলিয়াছেন। হাম্মাদ বেনে জায়েদ তাঁহাকে এহইয়া কাত্তান ও অকি অপেক্ষা সমধিক হাদিছে বিশ্বাসভাজন ও নিপুণ বলিয়াছেন। এমাম শাফেয়ি বলেন, ইনি পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তহজিব ৬/২৭৯ – ২৮১ পৃষ্ঠা।

(১৬) এরাকের অধীন বাসরার এমাম আলি বেনে মদিনি।

এমাম বোখারি, আবু-দাউদ, ছুফইয়ান এবনো ওয়ায়না, আহমদ ও আবুহাতেম তাঁহার শিষ্য ছিলেন। এবনো মেহদী বলেন, তিনি হাদিছ সম্বন্ধে লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ছিলেন। ইনি আহমদ ও এবনো মইনের বিরোধ ভঞ্জনকারী ছিলেন। লোকে এমাম বোখারিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, আপনি কি চান ? তিনি বলিলেন, আমি আলি বেনে মদিনি জীবিত থাকিতে থাকিতে এরাকে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট বসিতে ইচ্ছা করি। আরও তিনি বলিয়াছেন, আমি নিজেকে আলি বেনে মদিনির নিকট নত মনে করি। আবু ওবাএদ বলিয়াছেন, এল্‌ম চারি জনার নিকট পৌঁছিয়াছে, আবুবকর বেনে আবিশায়বা, আহমদ, আলি বেনে মদিনি ও এহইয়া বেনে মইন, তন্মধ্যে আলি বেনে মদিনি শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। — তহজিব, ৭/৩৪৯ — ৩৫৩।

(১৭) এরাকের অধীন বগ্‌দাদের এমাম আহমদ বেনে হাম্বল। ইনি বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ, আবদুর রহমান বেনে মেহদী, শাফেয়ি, অকি, এহইয়া বেনে আদম, আলি বেনে মদিনি ও এজিদ বেনে হারুনের শিক্ষক। অকি ও কাত্তান বলেন, এমাম আহমদের তুল্য কেহ আমাদের নিকট আগমন করে নাই। এহইয়া বেনে আদম বলেন, তিনি আমাদের এমাম। শাফেয়ি বলেন, তাঁহার তুল্য কেহ বগদাদে নাই। খরিবি বলেন, তিনি তাঁহার জামানায় শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। আলি বেনে মদিনি বলেন, মোহাদ্দেছগণের মধ্যে তাঁহার তুল্য হাফেজ কেহ নাই। কোতায়বা বলেন, তিনি দুন্‌ইয়ার এমাম ছিলেন। আবু ওবায়েদ বলেন, ইস্‌লামে তাঁহার তুল্য আছে বলিয়া জানি না। আবু-জোরয়া বলেন, তিনি দশ লক্ষ হাদিছ স্মরণ রাখিতেন। — তহজিবঃ, ১/৭২ — ৭৪।

(১৮) বাসরার এমাম হাছান বেনে আবিল হাছান। বেক্‌র মোজান্না বলিয়াছেন, তিনি দুন্‌ইয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ছিলেন। আইউব

বলেন, তাঁহার তুল্য ফকিহ্ দেখি নাই। হাজ্জাজ বলেন, আমি মক্কার আতা বেনে রাবাহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি হাছান বাসারিকে দৃঢ়রূপে ধারণ কর, কেননা তিনি এক্তেদার যোগ্য প্রবীণ এমাম। রবি বেনে আনাছ বলেন, আমি প্রায় দশ বৎসর হাছান বাসারির নিকট যাতায়াত করিতাম, ইহাতে আমি প্রত্যেক দিবস নূতন নূতন হাদিছ শ্রবণ করিতাম। এমাম বাকের বলেন, তাঁহার কথা নবিগণের কথার তুল্য ছিল। — তহজিবঃ, ২/২৬৫।

(১৯) বাসরার এমাম কাতাদা। ইনি বলিয়াছেন, আমি কোন মোহাদ্দেছকে বলি নাই যে, আপনি দ্বিতীয় বার হাদিছটী আমাকে বলুন, আমার কর্ণদ্বয় যাহা কখন শুনিয়াছে আমার হৃদয় তাহা বিস্মৃত হয় নাই। এবনো ছিরিন বলেন, ইনি লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হাফেজে-হাদিছ। মোয়াম্মার বলেন, কাতাদা (মদিনা শরিফের) ছইদ বেনেল মোছাইয়েবের নিকট আট দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তৃতীয় দিবসে তিনি বলিলেন, হে অন্ধ, তুমি চলিয়া যাও, তুমি আমার সমস্ত পানি (এল্‌ম) শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছ। কাতাদা বলিতেন, আমি কোরআন শরিফের প্রত্যেক আয়তের তফছির শ্রবণ করিয়াছি। আহমদ বলেন, তফছির ও আলেমগণের মতভেদ সম্বন্ধে তিনি শ্রেষ্ঠতম আলেম ছিলেন। তাঁহার স্মরণ শক্তি ও ফেকহ প্রশংসার যোগ্য। তাঁহার অগ্রগণ্য হইতে পারে, এরূপ অতি কম লোক আছে। ছুফইয়ান ছওরি বলেন, তাঁহার তুল্য কি দুন্‌ইয়াতে হইবে? মদিনার (এমাম) জুহরি বলিয়াছেন, কাতাদা, শামের মকহুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আলেম ছিলেন। আহমদ বলেন, বাসরাবাসিদিগের মধ্যে কাতাদা শ্রেষ্ঠতম হাফেজ ছিলেন। হোমাম বলেন, তিনি ভ্রম করিতেন না। — তাজকেরা, ১/১০৯/১১০। তহজিবঃ, ৮/৩৫২ / ৩৫৫।

(২০) বাসরার এমাম এহইয়া বেনে আবিকছির। শো'বা বলিয়াছেন, ইহার হাদিছ (মদিনার) জুহরির হাদিছ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আহমদ বলেন, এহইয়া বেনে আবি-কছির ওজুহরির মধ্যে মতভেদ হইলে, এহইয়ার কথাই গ্রহণীয় হইবে। আইউব ছখতিয়ানি বলিয়াছেন, ভূপৃষ্ঠে এহইয়ার তুল্য কেহ বাকি নাই। (মক্কার) ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না বলেন, জুহরির পরে মদিনাবাসিদের হাদিছ সম্বন্ধে এহইয়ার তুল্য শ্রেষ্ঠতম আলেম কাহাকেও জানিনা। — তাজকেরা ১/১১৫। তহজিব, ১১/২৬৮/২৬৯।

(২১) ওয়াছেত কিম্বা বাসোরার এজিজ বেনে হারুন। এবনে মদিনি বলেন, তিনি শ্রেষ্ঠতম হাফেজ ছিলেন। আহম্মদ আজালি, আবু-বকর বেনে আবিশায়বা, আবু হাতেম, এহইয়া ও হোসাএম তাঁহাকে বিশ্বাস ভাজন ও মাহা হাফেজে হাদিছ বলিয়াছেন। — তহজিব, ১১/৩৬৭।

(২২) বাসরার এবনে ছিরিন এবনে আওন বলেন, আমি পৃথিবীতে এরাকের এবনে ছিরিন, হেজাজের কাছেম বেনে মোহম্মদ ও সামের রাজা বেনে হায়াতের তুল্য দেখি নাই, তাঁহাদের মধ্যে এবনে-ছিরিনের তুল্য আর কেহই নাই। শা'বি বলেন, তোমরা এবনে ছিরিনের মত দৃঢ় রূপে ধারণ কর। ওছমান বলেন, বাসরাতে বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার তুল্য প্রধান আলেম কেহই ছিল না। — ৯/২১৬।

এইরূপ বাসোরার এজিদ বেনে জোরায়, হাম্মাদ বেনে জয়েদ, হাম্মদ বেনে ছালমা, আমর বেনে আলি ফাল্লাছ, আফ্যান, আইউব ছখতিয়ানি, দাউদ, ছোলায়মান তায়মি, মোয়াম্মার প্রভৃতি বহুশত বিশ্বাস ভাজন মোহাদ্দেছ ছিলেন। এক্ষণে নিরপেক্ষ পাঠক বিচার করুন, মদিনার এমাম মালেক, কুফার এমাম আবুহানিফা ও ছুফইয়ান ছওরির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই ছুফ্ইয়ান প্রত্যেক বিষয়ে এমাম মালেকের চেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন। মক্কার

তরদিদোল মোবতেলীন

এমাম শাফেয়ি, কুফার ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না ও মোহম্মদ বেনে হাছানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মক্কার এমাম শাফেয়ি অপেক্ষা এরাকের এমাম আহমদ হাদিছ বিদ্যায় শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। এরাকের এমাম এহইয়া বেনে কছির মদিনার জুহরি অপেক্ষা হাদিছ অগ্রগণ্য ছিলেন। আরও এরাকের এমাম আলি বেনে মদিনি, আবদুর রহমান বেনে মেহদী, অকি, এহইয়া বেনে মইন, এহইয়া কাত্তান, শো'বাও শা'বির তুল্য আলেম হেজাজ প্রদেশে ছিল কি না সন্দেহ। সেই এরাকের হাদিছের প্রতি তাউছের অপবাদ করা একেবারে বাতীল, ফজুল, প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আহলে-হাদিছ, ৮/৩/১০২ পৃষ্ঠা ; — "আবদুল্লা নিজের পিতা আলি বেন মদিনীকে আবু হানিফার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতা বলিলেন যে, আবু হানিফা জইফ্ অধিকন্তু ৫০টী হাদিছ ভুলিয়া গিয়াছে।" এবনে হাজার আস্কালানি, 'তখরিজে হেদায়া'তে মোনাজ্জা হইতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

ধোকা-ভঞ্জন

ইহার বিস্তারিত উত্তর মৎপ্রণীত কামেয়োল-মোবতাদেয়িনের ২/২১/২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, এস্থলে এইটুকু লেখা হইতেছে, উহা প্রকৃতপক্ষে আলী বেনে মদিনির কথা নহে, ইহা কোন জালছাজের জালছাজি, — কেননা এমাম এবনে আবদুল বার্র 'জামেয়োল এলম্' কেতাবের ১৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, —

قال على بن المديني ابوحنيفة روى عنه لثوري (لى)
وهو ثقة لاباس به •

"আলী বেনে মদিনি বলিয়াছেন, আবু হানিফার নিকট হইতে

ছুফ্ইয়ান ছওরি, আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক, হাম্মাদ বেনে জয়েদ, হোশাএম, অকি, এবাদ ও জা'ফর বেনে আওন হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বিশ্বাসভাজন ছিলেন, তাঁহার মধ্যে কোন দোষ নাই।'' আরও প্রথমোক্ত কথাটী এবনে-হাজার 'তখরিজে হেদায়া'তে লিখিলেও তিনি তহজিবোত্তহ্জিবের ১০/৪৫০ পৃষ্ঠায় এমাম এহ্ইয়া বেনে মইন হইতে এমাম আজমের হাদিছের হাফেজ ও বিশ্বাসভাজন হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কাজেই ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মোনাজ্জাম লিখিত এবনে মদিনির মত যাহা তিনি 'তখ্রিজে-হোদায়াতে উল্লেখ করিয়াছেন, উক্ত এমাম এবনে হাজারের মতে একেবারে বাতীল।

দ্বিতীয় মোনাজ্জাম লেখক আলী বেনে মদিনি কর্ত্তৃক এমাম আজমের জইফ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু হাফেজে হাদিছ এমাম এবনে আবদুল বার্র তাঁহা কর্ত্তৃক উক্ত এমামের বিশ্বাসভাজন হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আর হাফেজে-হাদিছ এবনে-আবদুল বার্রের কথার বিপরীতে মোনাজ্জাম লেখকের কথা কিছুতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। মোনাজ্জাম লেখক একজন অপরীচিত লোক, তাহার কথার কোন গুরুত্ব নাই।

তৃতীয় যদি উভয় কথা তুল্য বলিয়া ধারণ করা যায়, তবে اذا تعارضا تسا قطا এই স্বতঃসিদ্ধ মতানুযায়ী উভয় কথা অগ্রহ্য হইয়া যাইবে।

চতুর্থ আলি বেনে মদিনি জাহমিয়া ও শিয়া ছিলেন, এমাম আহমদ তাঁহার হাদিছ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন, এমাম মোছলেম তাঁহাকে বেদয়াত মতাবলম্বী বলিয়া ছিলেন, মিজানোল এতেদাল, ২/২৩০/২৩১ পৃষ্ঠা, তহজি বোত্তহজিব, ৭/৩৫৪/৩৫৫/৩৫৭ পৃষ্ঠা ও সহিহ মোছলেমের টীকা নাবাবী, ২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই আলি বেনে মদিনির মতে কি এমাম আজম জইফ হইতে

পারেন? মৌভাষার নিন্দুক অনুবাদে লিখিয়াছেন, –"অধিকন্তু ৫০টী হাদিছ ভুলিয়া গিয়াছে।" বলি হে লেখক, এই কি আপনার বিদ্যার দৌড়, এই বিদ্যা লইয়া একজন প্রবীণ বিদ্বানের উপর অযথা গ্লানি করিতে সাহসী হইয়াছেন।

প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, "তিনি ৫০টী হাদিছে ভ্রম করিয়াছেন।

পাঠক, ইতিপূর্ব্বে সপ্রমান করা হইয়াছে যে, মোনাজ্জম লেখকের কথাটী বাতীল, কাজেই ইহাও বাতীল দাবি।

এবনে হাজার আস্কালানি তহজিবত্তহজিবের ১০। ৪৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ابوحنيفة ثقة لا يحدث بالحديث الا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظ *

(এমাম) এহইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, (এমাম) আবু-হানিফা বিশ্বাসভাজন ছিলেন, যে হাদিছ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তিনি কেবল তাহাই বর্ণনা করিতেন এবং যাহা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল না, তিনি তাহা বর্ণনা করিতেন না।"

এস্থলে তিনি এমাম আজমকে হাদিছের সুদক্ষ হাফেজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যদি উক্ত এমাম ৫০টী ভ্রম করিতেন, তবে তিনি তাঁহার এরূপ প্রশংসা করিতেন না।

আরও যদি তিনি ৫০টী হাদিছে ভ্রম করিয়া থাকেন, তবে তাহাতেই বা কি হইবে?

এমাম ছুফ্ইয়ান ছওরি, শো'বা, এহ্ইয়া বেনে ছইদ কাত্তান, ছুফ্ইয়ান বেনে ওয়ায়না, আবদুর রহমান বেনে মেহদি, অকি, আবুদাউদ তায়ালাছি, বোখারি ও মোছলেম শত শত হাদিছে ভ্রম করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ মৎপ্রণীত – কামেয়োল মোবতাদেয়িনের, ২/২৫-২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত

হইয়াছে। ইহাতে যদি উপরোক্ত মোহাদ্দেছগণের কোন ক্ষতি না হয়, তবে এমাম আজমের কি ক্ষতি হইবে ?

আহলে হাদিছ, ৮/৩/১০২ পৃষ্ঠাঃ— "উক্ত কেতাবের উক্ত পৃষ্ঠায় আছে, আবু হাফছ ওমার বেনে আলী বলেন যে, আবুহানিফার হাফেজা শক্তি নাই। হাদিছ মধ্যে অনেক ভুল করে ও হাদিছ তাহার মনে থাকে না।"

ইমাম নাছাইর কেতাবজ্জোওফা ৩ পৃষ্ঠা ঃ— "ইমাম আবুহানিফা হাদিছ শাস্ত্রে মজবুত নয়। আর কম রওয়াতের জন্য হাদিছে অনেক ভুল করে আর অনেক গলৎ করে।"

ধোকা ভঞ্জন

লেখক আমর বেনে আলীস্থলে ওমার বেনে আলী লিখিয়া হাদিছের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। কেতাবোজ্জোয়া'ফা স্থলে কেতাবজ্জোওফা লিখিয়া অগাধ বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন। রেওয়াইয়াতের স্থলে রওয়াতের লিখিয়া আরও গুরুত্ব জাহির করিয়াছেন।

তৎপর তিনি অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'কম রওয়াতের জন্য হাদিছে অনেক ভুল করে।" এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, — "তাঁহার রেওয়াইয়াত কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি বহু ভ্রমকারী ছিলেন।" লেখকের অনুবাদটী অর্থশূন্য হইয়াছে।

এমাম নাছায়ি যে ভ্রমবশতঃ বা-স্থল বিশেষে বিদ্বেষবশতঃ অনেক বিশ্বাস ভাজন মাহা মহা এমামকে জইফ বলিয়াছেন, আর অন্যান্য বড় বড় মোহাদ্দেছ তাঁহার এই দোষারোপ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, আরও তিনি এমাম আজমকে ভ্রম বা বিদ্বেষবশতঃ জইফ, বহু ভ্রমকারী ইত্যাদি বলিয়াছেন, তাহার অকাট্য প্রমাণ মৎপ্রণীত কামেয়োল মোবতাদেয়িনের প্রথম খণ্ডের ১৭৮/১৯২

পৃষ্ঠায়, এবং ঐ কেতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে ১-১৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে।

এক্ষণে আবু হাফ্‌ছ আমর বেনে আলীর দোষারোপের কথা শুনুনঃ-

এমাম জাহবি, এবনে খাল্‌কন, হাফেজ আবুল মাহাছেন দেমাশ্‌কি প্রভৃতি এমাম আজমকে হাফেজে হাদিছ বলিয়াছেন। ইহার প্রমাণ এই কেতাবে বা ছায়েকাতোল মোছলেমিনের ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

এমাম এবনে হাজার 'তহজিবোত্তহজিব' এর ১০/৪৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "এমাম এহইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, এমাম আজম (হাদিছে) বিশ্বাস ভাজন (উপযুক্ত) ছিলেন, যে হাদিছ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তিনি কেবল তাহাই বর্ণনা করিতেন, আর যাহা তাহার কণ্ঠস্থ ছিল না, তিনি তাহা উল্লেখ করিতেন না।"

পাঠক, এই এমাম এহইয়া বেনে মইনের কথায় উপরোক্ত আমর বেনে আলী বা নাছায়ির কথা একেবারে বাতীল সাব্যস্ত হয়।

এক্ষণে এহ্‌ইয়া বেনে মইনের কথা শুনুন ঃ—

এমাম এহ্‌ইয়া হাদিছের দোষগুণ বিচারে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহাকে 'এমামোল জারহ অত্তা'দিল' বলা হয়। এমাম আলি বেনে মদিনি বলেন, তাঁহার তুল্য অধিক পরিমাণ হাদিছ কেহই লিখিয়াছেন বলিয়া জানি না। উক্ত এমাম এহইয়া দশ লক্ষ হাদিছ লিখিয়াছিলেন। ছালেহ জাজরা বলেন, তিনি ৩০ গাঁঠরি ও ২০ বস্তা কেতাব রাখিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হন। 'আবু জোরয়া', আলি বেনে মদিনি হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিশ্বাসভাজন বিদ্বানগণের যাবতীয় হাদিছ ছয়জন লোকের নিকট পৌঁছিয়াছিল, তৎপরে তাঁহাদের সমস্ত লোকের হাদিছ এহ্‌ইয়া বেনে মইনের নিকট পৌঁছিয়াছিল। আরও তিনি বলিয়াছেন, এহ্‌ইয়া বেনে মইন

হাদিছের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ তত্ত্বে আবুবকর বেনে আবি...ায়বা, আহমদ বেনে হাম্বল ও আলি বেনে মদিনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। আ...ব বেনেম্মাহেদ ও আহমদ বেনে হাম্বল বলিয়াছেন, হাদিছতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে এহ্‌ইয়া বেনে মইন হাদিছের রাবিগণের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। আজালি বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা এহ্‌ইয়া বেনে মইনের তুল্য হাদিছ তত্ত্ববিদ্ কাহাকেও সৃষ্টি করেন নাই। আলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন, আমি লোকের মধ্যে তাঁহার তুল্য দর্শন করি নাই। এবনোর রুমি বলিয়াছেন, আমি আবু ছইদকে বলিতে শুনিয়াছি, সমস্ত লোক এহ্‌ইয়া মইনের আশ্রিত। এবনোর-রুমির কথা সত্য, তাঁহার তুল্য জগতে নাই। তহজিবঃ, ১১/২৮৯ – ২৮৮ পৃষ্ঠা।

এই এমাম এহ্‌ইয়া বেনে মইন এমাম আজমকে হাদিছের বিশ্বাসভাজন হাফেজ বলিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতি শক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, এক্ষেত্রে নাছায়ি ও আমর বেনে আলীর উপরোক্ত দোষারোপ কিছুতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না।

খতিব তারিখে লিখিয়াছেন, – "(এমাম) ইস্রায়েল বেনে ইউনোছ বলিয়াছেন, নো'মান (আবু হানিফা) উত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ফেক্‌হ সম্বন্ধীয় প্রত্যেক হাদিছ বিলক্ষণরূপে কণ্ঠস্থ রাখিতেন।"

ইহাতেও উপরোক্ত দোষারোপ একেবারে খণ্ডন হইয়া গেল। দ্বিতীয় ফাল্লাছ যে বিদ্বেষ বশতঃ এমাম আবু ইউছফ, এবনে হাতেম ও আলী বেনে মদিনীর উপর দোষারোপ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ মৎপ্রণীত কামেয়োল-মোবতাদেয়িনের, ২/৬৩/৬৫/৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

ছালেহ জাজরাহ্ বলিয়াছেন, আলী বেনে মদিনি, আবু হাফ্‌ছ আমর বেনে আলী ফাল্লাছের উপর দোষারোপ করিতেন। তহঃ. ৮/৮১/৮২ পৃষ্ঠা। এবনে যোনাএদ বলিয়াছেন, আমি সক্ষম হইলে, বাস্রায় গমন করিয়া

আমর বেনে আলীর গোরে প্রস্রাব করিয়া আসিব।— তহঃ. ৭/৩৫৫ পৃষ্ঠা। এমাম আজমের সম্বন্ধে এই আম্‌র বেনে আলীর দোষারোপ কি গ্রাহ্য হইতে পারে ?

আহলে হাদিছ, ৮/৩/১০৩ পৃষ্ঠা ;— ইমাম মালেক, শাফেয়ি, আহমদ (রহঃ) ইহারা সকলেই আবু-হানিফাকে ও কুফা, এরাকবাসী সমস্তকেই হাদিছ জানে না, এবং এরাকবাসীর হাদিছকে ফেলিতে বলিয়াছেন।

ধোকা ভঞ্জন

উক্ত তিন এমাম কুফা, বাসরা ইত্যাদি এরাক বাসিদিগের শিষ্য, এরাকবাসিগণ হেজাজবাসিদের চেয়ে হাদিছে সমধিক আলেম, ইহা ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা একথা বলেন নাই যে, এমাম আজম হাদিছ জানেন না, ইহাতে রংপুরী লেখকের দাবি সমূলে বাতীল হইয়া গেল। আলী মদিনি, এবনে মেহদী, অকি, ছুফইয়ান ছওরি, এহইয়া কাত্তান, এহইয়া বেনে মইন শো'বা, এজিদ বেনে হারুন, হাসান বাসারি, কাতাদা, আহমদ বেনে হাম্বল, এহইয়া বেনে জিক্‌রিয়া, এহইয়া বেনে আদম, আবুবকর বেনে আবি শায়বা, আমর বেনে আলী ফাল্লাছ, জোহায়ের বেনে মোয়াবিয়া, মেছয়ার বেনে কেদাম, শা'বি, এবনে ছিরিন ও হাম্মাদ বেনে জয়েদ প্রভৃতি বিদ্বানগণ কি হাদিছ জানিতেন না ? তাঁহাদের হাদিছগুলি কি ফেলিয়া দিতে হইবে ? উক্ত এমাম মালেক, শাফেয়ি ও আহমদ কোথায় এরাকবাসিদের হাদিছগুলি ফেলিতে বলিয়াছেন ? এক তাউছ উহা বলিয়াছেন, ইহা যে প্রলাপোক্তি, তাহা সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

আহলে হাদিছ, উক্ত পৃষ্ঠা, ১০৪ পৃষ্ঠা ;— যে সকল মোহাদ্দেছিন আবু হানিফাকে জইফ বলিয়াছেন, তাহাদের নাম দিতেছি, যথা

তরদিদোল মোবতেলীন

– ১। ইমাম বোখারি . . . ইত্যাদি, ৫০ জন মোহাদ্দেছ ও মাওলানাগণ এমাম আবু হানিফাকে বড়ই ঘৃণার ও জোরের সহিত জইফ বলিয়াছেন। ১। তমহিদ। ২। তারিখ খতিব। ৩। তারিখ কবির এমাম বোখারি। ৪। মিনানোল এ'তেদাল। ৫। মোছফ্যা। ৬। তদরিবর রাবি। ৭। আলফিয়া এবনে এরাকি। ৮। এবনে খালকান। ৯। এবনে খলদুল, ১০। ফৎহোলবারি। ১১। তাখরিজ হেদায়া। ১২। কেতাবোজ্জোয়াফা।

খোকা ভঞ্জন

লেখক এই সমস্ত মিথ্যা দাবি করিয়াছেন, ইহা জালছাজি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি ৫০ জন মোহাদ্দেছ ও মাওলানা তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, তবে মজহাব বিদ্বেষী ভায়া কেন সেই সমস্ত এবারত নকল করিলেন না ? আর যদি তাঁহারা অযথা ভাবে নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, তাহাতেই বা কি ক্ষতি হইবে ? মজহাবি বিদ্বেষ বশতঃ নিন্দাবাদ একেবারে অগ্রাহ্য।

(ক)

(১) এমাম আবু-দাউদ এমাম আজমকে এমাম আজম বলিয়া দোয়া করিয়াছেন। — তাজকেরা, ৯/১৫২।

(২) আবদুল্লাহ বেনে মোবারক তাঁহার মহা সুখ্যাতি করিয়াছেন। — তাজকেরা, ১/১৫২। তহজিব, ১০/৪৫০। মিজানেশো'রানি, ৬৩।

(৩) এমাম এবনে আবদুল বার্র তাঁহার প্রতি দোষারোপকারিদের দোষারোপ খণ্ডন করিয়াছেন। — জামেয়োল-এলম, ১৯২ – ১৯৪।

(৪) আলি বেনে মদিনি তাঁহাকে হাদিছে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।

— উক্ত গ্রন্থ. ১৯৪ ।

(৫) এমাম মালেক তাঁহার সুখ্যাতি ও সম্মান করিয়াছেন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । — এবনে খালকান. ২/১৬৪ । মানাকেবে-মোয়াফ্যেক. ২/৩৩ । খয়রাতোল-হেছান. ৬। মিজানেশায়ারাণি. ৫৬।

(৬) এমাম শাফেয়ি তাঁহার সুখ্যাতি ও আদব করিয়াছেন — এবনে খালকান. ২/১৬৪ । মিজানে-শায়ারাণি. ৫৪/৫৬।

(৭) এমাম জাহাবি তাঁহাকে হাফেজে-হাদিছ. কোরআন. হাদিছ. নহোর আলেম ও এমাম আজম. হাদিছে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন । — তাবাকাতোল-হোফ্যাজ. ১/২৬ । তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ. ১/১৫২/১৫৩/১৯২।

(৮) এবনে ওয়ায়না তাঁহাকে অদ্বিতীয় বিদ্বান, ফকিহ্ ও পরহেজগার বলিয়াছেন । —তহজিবোল-আছমা. ৬৯৮ । মানাকেবেমোয়াফ্যেক. ১/১৯৫।

(৯) এছরাইল তাঁহাকে হাফেজে-হাদিছ বলিয়া সুখ্যাতি করিয়াছেন। — খতিবে-বগদাদী. খয়রাতোল-হেছান. ৬০/৬১ ।

(১০) এজিদ বেনে হারুন তাঁহাকে মহা বিদ্বান. মহা ফকিহ্ ইত্যাদি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন । তাজকেরা. ১/১৫১/১৫২। মানাকেবে-মোয়াফ্যেক. ১/১৫৬/১০১/২ ৪৮।

(১১) মক্কি বেনে এবরাহিম তাঁহাকে জামানার শ্রেষ্ঠতম আলেম বলিয়াছেন । — খোলাছায়-তজহিবোল-কামাল. ৩৪৫। খয়রাতোল-হেছান. ৩১।

(১২) ফোজাএল-বেনে এয়াজ তাঁহাকে মহা ফকিহ. পরহেজগার. রাছুলের হাদিছ ও সাহাবাগণের তরিকার অনুসরণকারী বলিয়াছেন । — কেতাবোল-আনছাব. ২৪৭। খয়রাতোল-হেছান. ৩১।

(১৩) অকি বেনেল-জার্রাহ তাঁহার বহুসংখ্যক হাদিছ শুনিয়া ছিলেন ও তাঁহার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন। —তাজকেরা, ১/২৮২। জামেয়োল-এলম, ১৯৩।

(১৪) এমাম এহইয়া বেনে ছইদ কাত্তান তাঁহার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন ও তাঁহার রায়ের বহু প্রশংসা করিতেন। — তাজকেরা, ১/২৮২। তহজিব, ১০/৪৫০। জামেয়োল-এলম, ১৯৪। খোলাছায়-তজহিবোল-কামাল, ৩৪৫।

(১৫) এবনে-আএসা তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন। — তহজিব, ১০/৪৫১।

(১৬) এমাম আবু ইউছফ তাঁহাকে মহা হাফেজে-হাদিছ বলিয়াছেন। — খয়রাতোল-হেছান, ৬১

(১৭) আবু-বকর এবনে দাউদ এমাম আজমের নিন্দুককে হিংসুক ও মূর্খ বলিয়াছেন। — তহজিব, ১০/৪৫১।

(১৮) ছুফইয়ান ছওরি তাঁহার শিষ্য ছিলেন, তাঁহার সম্মান করিতেন ও তাঁহার প্রশংসা করিতেন। —মিজানে-শায়রাণি, ৫৮। তহজিবোল-আছমা, ৬৯৮/৬৯৯। জামেয়োল-এলম, ১৯৪। মানাকেরে-কোর্দরি, ২/১১/১২।

আর ছুফ্ইয়ান কর্তৃক এমাম আজমের যে নিন্দাবাদ এমাম বোখারির তারিখে-ছাগিরে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা একেবারে জাল ও মিথ্যা অপবাদ, ইহা প্রমাণের জন্য মৎপ্রণীত কামেয়োলমোবতাদেয়িনের, ১/১২৮ – ১৩৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

(১৯) আইউব তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। — খয়রাতোল-হেছান, ৩২।

(২০) আবু মতি তাঁহার সুখ্যাতিসূচক কথা লিখিয়াছেন।—

মিজানে-শায়ারাণি, ৫৮।

(২১) এমাম আহমদ তাঁহার জন্য দোয়া করিয়াছেন, তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন, তাঁহার শিষ্য আবু ইউছফের নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াইয়াত করিয়াছেন। – তাবাকাতে-কোবরায়-শায়ারাণি, ৪৫/৪৬। এবনে-খালকান, ২/৬৪/৩০৩। খয়রাতোল-হেছান, ৩০।

(২২) জাফর বেনে রবি তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন। এবনো খালকান, ১৬৪।

(২৩) আছাদ বেনে আমর তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। এবনো-খালকান, ১৬৫।

(২৪) মোয়াম্মার তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। – খয়রাতোল-হেছান।

(২৫) হজরত পিরাণপীর আবদুল কাদের জীলানী কোন স্থানে এমাম আজমকে জইফ বলেন নাই, বরং তিনি মিসরি গুন্ইয়া তোত্তালেবিনের ২/৬৮ পৃষ্ঠায় তাঁহাকে এমাম বলিয়া এবং ১/৩৭ পৃষ্ঠায় হানাফিদিগকে তাঁহার মজহাব মান্য করা জরুরি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

(২৬) মাওলানা শাহ্ অলিউল্লাহ সাহেব চারি মজহাব মান্য করার বিশেষ তাকিদ করিয়াছেন, বরং হিন্দুস্থানে হানাফি মজহাব ত্যাগ করা হারাম বলিয়াছেন। – এনছাফ, ৭১। একদোল-জিদ, ৩১ – ৩৩। যদি এমাম আজম তাঁহার মতে জইফ হইতেন, তবে তিনি তাঁহার মজহাব মান্য করিতে বলিবেন কেন ?

(২৭) মাওলানা আবদুল হাই সাহেব মোয়াত্তায়-মোহম্মদের উপক্রমণিকার ৩১ – ৩৫ পৃষ্ঠায় এমাম আজমের হাদিছে মহাযোগ্য ও মহা বিদ্বান্ হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষদের দোষারোপ সম্পূর্ণরূপে

খণ্ডন করিয়াছেন ।

মূল কথা, রংপুরী মজহাব-বিদ্বেষী যে সমস্ত বিদ্বানের নাম করিয়া এমাম আজমকে জইফ সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ মোহাদ্দেছ এমাম আজমের মোহাদ্দেছ, মহা বিদ্বান্ ও হাদিছে যোগ্য হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার এইরূপ লেখা জালছাজি ও মিথ্যা অপবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে ।

এমাম মোছলেম, এবনোমাজা, দারমী, আবদুর রাজ্জাক প্রভৃতি বিদ্বানগণ এমাম আজমের কোন দোষারোপ করেন নাই, ইহা লেখকের ভয়ঙ্কর জালছাজি ।

অবশ্য এমাম বোখারি, নাছায়ি, তেরমজি, দারকুৎনি, আবু হাফছ আমর বেনে আলি বিদ্বেষবশতঃ এমাম আজমের প্রতি অন্যায় অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহার দান্দান-শেকান প্রতিবাদ মৎপ্রণীত কামেয়োল-মোবতাদেয়িন ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, দাফেয়োল মোফছেদিন ও এই তরদিদোল মোবতেলীনে লিখিত হইয়াছে ।

(খ)

(১) এমাম মোছলেম এমাম বোখারিকে জাল-মোহাদ্দেছ বলিয়াছেন, এমাম আবু জোরয়া, আবু হাতেম, মোহম্মদ বেনে এহইয়া তাঁহাকে জহ্মিয়া বলিয়া তাঁহার হাদিছ ত্যাগ করিয়াছিলেন । নেশাপুর, বোখারা ও খোরাছানের বিদ্বান্গণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন । – কামেয়োল-মোবতাদেয়িন, ১/১৭১ / ১৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

(২) এমাম মোছলেমের প্রতি জাহমিয়া হওয়ার দোষারোপ করা হইয়াছে । – উক্ত কেতাব ১৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

(৩) এমাম দারকুৎনিকে শিয়া বলিয়া দোষারোপ করা হইয়াছে। – তাজকেরাতোল-হোফ্ফাজ, ৩/২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) এমাম নাছায়িকে শিয়া বলা হইয়াছে। – বোস্তানোল-মোহাদ্দেছীন, ১১১।

(৫) এমাম তেরমজিকে অপরিচিত (জইফ) বলা হইয়াছে।– মিজানোল-এ'তেদাল, ৩/১১৭।

(৬) এমাম মালেকের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে। – জামেয়োল-এল্‌ম, ২০১/২২২।

(৭) এমাম শাফেয়ির প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। – জামেয়োল-এল্‌ম, ২০১। এবনো খালকান, ১/৪৪৭।

(৮) এমাম আহমদকে গোমরাহ বেদয়াতি বলা হইয়াছে। – তাবাকাতে-কোবরায়-শা'রাণিয়া, ২১১।

(৯) এমাম ছুফইয়ান ছওরিকে মূর্খ ও বেদয়াতি ও শিয়া বলা হইয়াছে। – তাবাকাতে-কোবরায় শাফেয়িয়া, ১/৪২। এবনে খালকান, ১/২১০। মায়ারেফে, এবনে-কোতায়বা, ২০৬।

(১০) এহইয়া কাত্তানকে শয়তান ও শিরা বলা হইয়াছে। – তাজকেরা, ১/২৭৬। মায়ারেফে-এবনে-কোতায়বা, ২০৬।

(১১) আবু-বকর বেনে আবি শায়বার প্রতি মহা দোষারোপ করা হইয়াছে। – লেছানোল-মিজান, ১/৪৫৮।

(১২) আলি বেনে মদিনিকে শিয়া ও জহ্‌মিয়া বলা হইয়াছে।- তহজিব, ৭/৩৫৪/৩৫৫।

(১৩) আহমদ বেনে ছালেহ মিস্রিকে জইফ বলা হইয়াছে।- তাবাকাতে-কোবরা, ১/১৮৭। মিজানোল-এ'তেদাল, ১। ৪৯।

(১৪) এহইয়া বেনে মইনকে জহমিয়া বলা হইয়াছে। – তহজিব. ১১/২৮৭।

(১৫) এমাম আওজায়ি ও তাঁহার হাদিছকে জইফ বলা হইয়াছে। – তহজিব, ৬/২৪১। জামেয়োল-এলম, ২০১।

(১৬) জুহরির প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। –জামেয়োল-এলম, উক্ত পৃষ্ঠা।

(১৭) তাউছকে শিয়া বলা হইয়াছে। – উক্ত পৃষ্ঠা। মায়ারেফে-এবনে-কোতায়বা, ২০৬।

(১৮) আতা বেনে-আবিরাবাহ ও মোজাহেদের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। – জামেয়োল-এল্‌ম, ১৭৬।

(১৯) আবু নইমের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। – তাজকেরা, ৩/২৯৫।

(২০) হাকেমকে রাফিজি বলা হইয়াছে। –উক্ত খণ্ড, ২২৩।

(২১) তেবরাণির প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। – উক্ত খণ্ড, ১৩০।

(২২) এবনে জরির তাবারির উপর দোষারোপ করা হইয়াছে। – তাজকেরা, ২/২৭৯।

(২৩) এবনে হাব্বানের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। – তাজকেরা, ৩ ১৩৪।

(২৪) আবু হাফ্ছ আমর বেনে ফাল্লাছের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে – তহজিব. ৭/৩৫৫/৩৫৬।

(২৫) এজিদ বেনে হারুনের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। – তহজিব, ১১/৩২৮।

(২৬) ওকি বেনেল-জার্রাহকে শিয়া বলা হইয়াছে। – মিজান, ৩/২৭০। মায়ারেফে-এবনে-কোতায়বা দিনুরি, ২০৬।

(২৭) আবদুর রাজ্জাককে শিয়া, মিথ্যাবাদী ও পরিত্যক্ত বলা হইয়াছে। – মিজান, ২/১২৭/১২৮। মায়ারেফে-এবনে-কোতায়বা, ২০৬।

(২৮) এবনে-আবিহাতেমকে শিয়া বলা হইয়াছে। – মিজান, ২/১১৬।

(২৯) শো'বাকে শিয়া বলা হইয়াছে। – উক্ত পৃষ্ঠা, মায়ারেফ, ২০৬।

(৩০) ফজল বেনে-দোকাএনকে শিয়া বলা হইয়াছে। – মিজান, ২/৩২৯। মায়ারেফ, ২০৬।

(৩১) ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়নার প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। – মিজান, ১/৩৯৭।

(৩২) কাতাদার প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। – মিজান, ২/৩৪৫।

(৩৩) এমাম বাগাবির উপর দোষারোপ করা হইয়াছে। মিজান, ২/৭২।

এক্ষণে দেখি, মজহার বিদ্বেষী লেখক কি উত্তর দেন?

(গ)

(১) এমাম এবনে আবদুল বার্র, জামেয়োল-এল্‌ম ও তমহিদে দোষারোপকারিদের কথা উল্লেখ করতঃ উহার খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু মজহাব বিদ্বেষী লেখক খণ্ডনের কথা কিছু উল্লেখ করেন নাই, ইহাতে তাহার ইমানদারির অবস্থা প্রকাশ হইতেছে।

উক্ত এবনে আবদুল বার্র বলিয়াছেন, যাহারা এমাম আজমের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন, তাহাদের অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক তাঁহার নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াইয়াত করিয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন এবং তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। যে মোহাদ্দেছগণ তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ এই যে, তিনি রায় ও কেয়াছে গাঢ় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উক্ত রায় ও কেয়াছে মনোনিবেশ করা দোষ নহে। খয়রাতোল হেছান ৬৭ পৃষ্ঠা ও জামেয়োল-এলম, ১৯৪।

অন্ধ লেখক তমহিদের কতকাংশ লিখিয়া শেষাংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

(২) খতিব দোষারোপ কারিদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার দ্বিগুণ প্রশংসা কারিদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

মিজানাল-এ'তেদাল, ৩/২৩৭ পৃষ্ঠা : —

ترجم له الخطيب فى فصلين من تاريخه واستوفى كلام الفريقين معدليه و مضعفيه *

খতিব নিজ ইতিহাসে দুইটী অধ্যায়ে উক্ত এমাম আজমের অবস্থা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রশংসাকারী ও দোষারোপকারী এই উভয় দলের সম্পূর্ণ কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লামা-এবনে হাজার হায়ছমি বলিয়াছেন, ইতিহাস তত্ত্ববিদ্‌গণ যেরূপ কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা কিছু কথিত হইয়াছে, সমস্তই লিপিবদ্ধ করেন, সেইরূপ তিনিও এমাম আজমের সম্বন্ধে যাহা কিছু কথিত হইয়াছে, তৎসমস্ত উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে তিনি এমাম আজমের দুর্ণাম ও মর্য্যদা হানির ধারণা করেন নাই, ইহার প্রমাণ এই যে, তিনি প্রথমে তাঁহার প্রশংসাকারিগণের কথাগুলি উল্লেখ করিয়াছেন এবং উক্ত এমামের উল্লিখিত

গুণাবলী বহু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। গুণাবলী লেখকগণ অধিকাংশ স্থলে খতিবের তারিখের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তৎপরে তিনি দোষারোপকারিগণের কথাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে যেন প্রকাশ হয় যে, তিনি উক্ত মহৎ লোকদের শ্রেণীভুক্ত যাহারা হিংসুক ও মূর্খদলের অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। ইহার প্রমাণ এই যে তিনি উক্ত নিন্দাবাদের যে ছনদগুলি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ দোষান্বিত ও অপরিচিত লোক। এইরূপ দুষিত রেওয়াইয়াএত দ্বারা একজন মুসলমানের সম্ভ্রম নষ্ট করা সমস্ত বিদ্বানের মতে জায়েজ নহে, এক্ষেত্রে মুসলমানগণের একজন এমামের সম্ভ্রম নষ্ট করা কিরূপে জায়েজ হইবে ? শায়খোলইসলাম এমাম তাকউদ্দিন এবনে দকিকোল-ইদ বলিয়াছেন, লোকদের সম্ভ্রম দোজখের গর্ত্তগুলির মধ্যে একটী, উহার উপকূলে হাকেম ও মোহাদ্দেছগণ দণ্ডায়মান হইয়া আছেন।

আর খতিব যে দোষগুলি উল্লেখ করিয়াছেন, যদি উহার ছনদগুলি সহিহ হয়, তবু উহা গ্রাহ্য হইতে পারে না, কেননা যদি উক্ত অপবাদকারিগণ উক্ত এমামের সমসাময়িক না হয়, তবে যাহা তাঁহার শত্রুগণ বলিয়াছে বা লিখিয়াছে, তাহারা তাহার তকলিদ (অনুসরণ) করিয়াছে। আর যদি অপবাদকগণ তাঁহার সমসাময়িক হয়, তবে উহাও অগ্রাহ্য হইবে, কেননা সমসাময়িকদিগের একের কথা অন্যের বিরুদ্ধে গ্রাহ্য হইতে পারে না, হাফেজ জাহাবি ও হাফেজ এবনে হাজার ইহা উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, উক্ত দোষারোপ শত্রুতা সূত্রে বা মজহাব বিদ্বেষ মূলে হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ হইলে, বিশেষতঃ (উহা অগ্রাহ্য হইবে) ; কেননা আল্লাহ যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত কেহ হিংসা হইতে পরিত্রাণ পান নাই। জাহাবি বলিয়াছেন, নবিগণ ও ছিদ্দিকগণ ব্যতীত কোন জামানার লোক হিংসা হইতে

রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া জানি না ।''

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা গেল যে, খতিবের তারিখের লিখিত কথাগুলি মিথ্যা অপবাদ ।

মজহাব-বিদ্বেষী লেখক এমাম আজমের সুখ্যাতি সূচক রেওয়াইয়াতগুলি যে সমস্ত সহিহ্ সহিহ্ প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে, উল্লেখ না করিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ সূচক বাতীল বাতীল রেওয়াইয়াতগুলি উল্লেখ করিলেন কেন ? ইহাতে কি তাহার হিংসা বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় না? আখেরাতে এইরূপ দুরভিসন্ধি ও অযথা প্রয়াসের হিসাব দিতে হইবে কিনা ?

(৩) এমাম-বোখারি বিদ্বেষ বশতঃ তারিখে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা একেবারে বাতীল, উক্ত তারিখে বিস্তর ভুল ভ্রান্তি হইয়াছে, তহজিব ৯/৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

উক্ত তারিখে লিখিত বিষয়ের উত্তর কামেয়োল-মোবতা-দেয়িনের ১/১৬০ – ১৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে ।

(৪) শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী মোছাফ্যাতে এমাম আজমকে জইফ বলেন নাই । ইহা সত্ত্বেও উহার উত্তর কামেয়োল-মোবতা-দেয়িনের ২/৭৭ – ৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে ।

(৫) আলফিয়ায়-এরাকিতে এমাম সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া জইফ বলা হয় নাই ।

(৬) তদরিবর-রাবীতে এমাম ছাহেবকে লক্ষ্য করিয়া জইফ বলা হয় নাই । যাহা লিখিত আছে, তাহার উত্তর ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

(৭) এবনো-খালকানে তাঁহাকে হাফেজ হাদিছ, পরহেজগার ও খতিবের অপবাদগুলি বাতীল বলা হইয়াছে । উহার ২/১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৮) এবনো খলদুন তাঁহাকে হাদিছে মহা-মোজতাহেদ

বলিয়াছেন। উহার ১/৩৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৯) ফৎহোল-বারির কথার উত্তর মৎপ্রণীত কামেয়োল-মোবতাদেয়িনের ৩/২৩ – ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

(১০) তখরিজে-হেদায়া ও কেতাবোজ্জোয়াফার লিখিত বিষয়গুলির উত্তর কামেয়োল-মোবতাদেয়িনের ১/১৭৮ – ১৯২ পৃষ্ঠায় ও ঐ কেতাবের ২/১ – ১৯ পৃষ্ঠায়, দাফেয়োল-মোফছেদিনে এবং এই কেতাবে বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

(১১) মিজানোল এ'তেদালের উত্তর ইহার পরেই পাইবেন।

আহলে-হাদিছ ৮/৪/১৪৫ পৃষ্ঠা ; –

মিজানোল-এ'তেদাল, ১/৯০ পৃষ্ঠা ; – "আদি বলিতেছেন যে, ইছমাইল ও তাহার পিতা হাম্মাদ ও তাহার পিতা নোমান (আবু-হানিফা) তিন জনেই জইফ।"

খোকা ভঞ্জন

(ক) মিজানোল -এ'তেদাল, এবনে আদির লিখিত 'কামেল' গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার, আর এবনে আদি অনেক বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তির উপর দোষারোপ করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার প্রত্যেক কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

উক্ত মিজানোল-এ'তেদাল লেখক এমাম জাহাবী উক্ত কেতাবের ১/২/৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ; –

"উক্ত কেতাবে সামান্য কারণে বিশ্বাস ভাজন বোজর্গ ব্যক্তির উপর দোষারোপ করা হইয়াছে, যদি এবনো আদি প্রভৃতি রাবিদের দোষগুণ সংক্রান্ত কেতাব লেখকগণ উক্ত ব্যক্তির সমালোচনা না করিতেন, তবে আমি উক্ত ব্যক্তির বিশ্বাস ভাজন হওয়ার জন্য তাঁহার সমালোচনা করিতাম না। উল্লিখিত

এমামগণ যাহার সমান্য দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, প্রতিবাদের আশঙ্কায় তাহার নামোল্লেখ না করা পছন্দ করি নাই, এইরূপ সমালোচনা করার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, সেই ব্যক্তি আমার মতে জইফ । আমার এই কেতাবে যে এমামগণ ইসলামের বোজর্গ ও লোকের অনুরাগভাজন এবং ফরুয়াত মাসায়েল যাহাদের মজহাব লোকেরা গ্রহণ করিয়াছেন, যেরূপ আবু-হানিফা, শাফেয়ি ও বোখারি, তাঁহাদের কাহারও সমালোচনা করিব না ।''

আরও এমাম জাহাবি ৩/৪০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ; —

وفيه خلق كما قدمنا في الخطبة من الثقات ذكرتهم للذب عنهم اولان الكلام فيهم غير مؤثر ضعفا *

''আমি যেরূপ ভূমিকাতে উল্লেখ করিয়াছি যে, উক্ত কেতাবে একদল বিশ্বাস ভাজন লোকের কথা আছে, তাঁহাদের অপবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে কিম্বা তাঁহাদের সম্বন্ধে বাদানুবাদ করায় তাঁহাদের জইফ হওয়া সপ্রমাণ হইবে না, এই হেতু তাঁহাদের সমালোচনা করিয়াছি।''

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, এবনে আদি কোন বিশ্বাস ভাজন লোকের প্রতি দোষারোপ করিলে, এমাম জাহাবীর মতে সেই ব্যক্তি জইফ নহেন ।

তদরিবোর-রাবী, ২৬১ পৃষ্ঠা ; —

والكامل لا بن عدي الا انه ذكر كل من تكلم فيه وان كان ثقة وتبعه على ذلك الذهبي الميزان الا انه لم يذكر احدا من الصحابة والائمة المتبوعين *

''এবনো আদির কামেল গ্রন্থ, কিন্তু তিনি যাহার প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে তিনি বিশ্বাস ভাজন হইলেও, উহাতে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন (এমাম) জাহাবী 'মিজান' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে উক্ত এবনে আদির অনুসরণ

করিয়াছেন ; কিন্তু ইনি এই কেতাবে কোন সাহাবা ও মজহাব নির্ব্বাচক এমামের কথা উল্লেখ করেন নাই।"

ফৎহোল-মোগিছ, ৪৭৭ পৃষ্ঠা ;—

ولابي احمد بن عدي في كامله وهوا كمل الكتب المصنفة قبله واجلها ولكنه توسع لذكره كل من تكلم فيه وان كان ثقة (الى) وجمع معظمها في ميزانه فجاء كتابا نفيسا عليه معول من جاء بعده مع انه تبع ابن عدي في ايراد كل من تكلم فيه ولو كان ثقة *

"এবনো আদির কামেল কেতাব, এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত কেতাব রচিত হইয়াছে, তম্মধ্যে এই কেতাবখানি সমধিক পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু যাহার সম্বন্ধে কোন প্রকার দোষারোপ করা হইয়াছে, তিনি নির্দ্দোষ হইলেও, তিনি তাহার উল্লেখ করিতে মনোযোগী হইয়াছেন। এমাম জাহাবি উহার অধিকাংশ 'মিজান' কেতাবে সংগ্রহ করিয়া একখণ্ড মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তৎপরবর্ত্তী বিদ্বানগণ উহার উপর আস্থাস্থাপন করিয়াছেন, ইহা সত্ত্বেও তিনি এবনে আদির অনুসরণ করতঃ কোন বিশ্বাস ভাজন লোকের উপর কেহ দোষারোপ করিলেও, তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন।"

(১) মিজানোল-এ'তেদাল, ১/১৬৮ পৃষ্ঠা ;—"ছাবেত বেনে আছলাম বানানী নির্ব্বিবাদে বিশ্বাস ভাজন ও মহামাননীয় ছিলেন। যদি এবনো আদি তাঁহার উল্লেখ না করিতেন, তবে আমি তাঁহার উল্লেখ করিতাম না।"

(২) মিজান, ১/৮৮৬ পৃষ্ঠা ;—

"জা'ফর বেনে ইয়াছ একজন বিশ্বাসভাজন লোক, এবনো আদি কামেল গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া মন্দ কার্য্য করিয়াছেন।"

(৩) মিজান, ১/২৮৮/২৮৯ পৃষ্ঠা ;—

"হামিদ বেনে হেলাল, একজন প্রধান তাবেয়ি ও বিশ্বাসভাজন লোক, যদি এবনো আদি কামেল গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ না করিতেন, তবে আমিও তাঁহার উল্লেখ করিতাম না, কেননা তিনি উপযুক্ত লোক।"

এইরূপ উক্ত মিজানের ১/১৯ পৃষ্ঠায় এবরাহিম বেনে তহমামকে, ১/৪৯ পৃষ্ঠায় আহমদ বেনে ছালেহ মিসরিকে, ১/৩২১ পৃষ্ঠায় দাউদ জাহেরিকে, ১/৩৯৭ পৃষ্ঠায় ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়নাকে, ২/১১৬ পৃষ্ঠায় এবনে আবি হাতেমকে, ২/১২৭ পৃষ্ঠায় আব্দুর রাজ্জাককে, ২/১৯৭ পৃষ্ঠায় আতা বেনে আবি রাবাহকে, ২/২৩১ পৃষ্ঠায় আলি বেনে মদিনিকে, ২/৩৪৫ পৃষ্ঠায় কাতাদকে, ৩/১২ পৃষ্ঠায় মোহম্মদ বেনে ইসহাককে, ৩/৩৯ পৃষ্ঠায় এবনো-হাব্বানকে, ৩/৮৫ পৃষ্ঠায় হাকেমকে, ৩/২৭০ পৃষ্ঠায় অকি বেনেল জার্রাহকে, ৩/২৮৭ পৃষ্ঠায় এহইয়া বেনে জিকরিয়াকে, ৩/৩০৪ পৃষ্ঠায় এহইয়া বেনে মইনকে ও ৩/২৯০ পৃষ্ঠায় এহইয়া বেনে ছইদ কাত্তানকে জইফ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। এবনে আদি উপরোক্ত স্থল সমূহে যাহাদিগকে জইফ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা এবনো-আদি অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ, কাজেই এবনো-আদির প্রত্যেক কথা গ্রহণীয় হইতে পারে না।

এমাম-জাহাবি নিজে এবনো-আদির কথা খণ্ডন করিয়া এমাম আজমকে হাদিছের উপযুক্ত বিশ্বাসভাজন ও হাফেজে-হাদিছ বলিয়াছেন।

তিনি তাজকেতারোল-হোফ্যাজের ১/১৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

كان اماما ورعا عالما عاملا متعبدا كبير الشان لايقبل جوائز السلطان *

"উক্ত এমাম-আজম এমাম, পরহেজগার, আলেমে-বা-আমল, এবাদতকারী, গৌরবান্বিত ছিলেন ও সুলতানের উপঢৌকন গ্রহণ করিতেন না।"

তিনি তাবাকাতোল-হোফ্যাজের ৬/২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন : —

و عنه مالك و ابوحنيفة و سعيد و السفيانان من الحفاظ *

"তাঁহার নিকট হইতে হাফেজ-হাদিছগণের মধ্যে মালেক, আবু হানিফা, ছইদ, ছওরি ও এবনে ওয়ায়না হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন।"

আরও তিনি নিজে লিখিয়াছেন যে, আমি এই কেতাবে এমাম-আবু-হানিফার কথা লিখিব না।

(খ) উক্ত মিজানের ১/১০৫ পৃষ্ঠায় আছে, — "এবনো আদি বলিয়াছেন, এছমাইল, তাঁহার পিতা হাম্মাদ, তাঁহার পিতা নো'মান তিনজন জইফ।"

উত্তর

এমাম এবনো হাজার নোখবাতোল-ফেক্‌রের ১১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন : —

ان كان غير مفسر لم يقدح فى من ثبتت عدالته *

"যাহার দীনদারি সাব্যস্ত হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে দোষারোপের কারণ বর্ণনা না করিয়া কেবল দোষারোপ করিলে, উহা তাঁহার পক্ষে ক্ষতিকর হইবে না।"

এমাম এবনে আবদুবার্র 'জামেয়োল-এলম' এর ১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন : —

و الصحيح فى هذا الباب ان من صحت عدالته و ثبتت فى العلم امامته و بانت ثقته و عنايته بالعلم لم يلتفت فيه الى قول احد الا ان تاتي فى جرحته بينة عادلة *

"এ সম্বন্ধে সহিহ্ মত এই যে, যে ব্যক্তির দিনদারি সপ্রমাণ হইয়াছে, এলম সম্বন্ধে যাহার এমাম হওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, যাহার এলমের

বিশ্বাসভাজনতা ও তীক্ষ্মদৃষ্টি প্রকাশ হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কাহারও দোষারোপ গ্রাহ্য হইবে না, কিন্তু যদি তুমি তাহার দোষের সত্য প্রমাণ পেশ করিতে পার, (তবে স্বতন্ত্র কথা)।''

তদরিবোর-রাবী ২৬২ পৃষ্ঠা ; —

ان اهل العلم لايقبل جرحهم الا ببيان واضح *

''বিদ্বান্‌গণের দোষারোপ স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত গ্রাহ্য হইবে না।''

তজনিব, ৩৩ পৃষ্ঠা ; —

اختار شيخ الاسلام ابن حجر رح ان الراوي اذا وثقه احد من ائمة هذا الشان لم يقبل فيه جرح احد كائنا من كان الا اذا بين سببه لان ائمة هذا الشان لا يوثقون احدا الا من اعتبروا حاله فى دينه ثم فى حديثه و نقدوه كما ينبغي و هم ايقظ الناس فلا ينقض حكم احدهم الا بامر جلي *

''শায়খোল-ইস্‌লাম এবনো হাজার (রঃ) মনোনীত করিয়াছেন যে, যদি এই সম্বন্ধের কোন এমাম একজন রাবিকে বিশ্বাসভাজন বলিয়া থাকেন, তবে অন্য যে কেহ হউক না কেন তাহার দোষারোপ স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত উক্ত রাবির সম্বন্ধে গ্রাহ্য হইবে না, কেননা এ সম্বন্ধের এমামগণ যতক্ষণ না একজন লোকের দীন ও হাদিছ সংক্রান্ত অবস্থা উপযুক্তরূপে পরীক্ষা করেন, ততক্ষণ তাহাকে বিশ্বাসভাজন বলেন না, আর তাঁহারা লোকদিগের মধ্যে সমধিক সতর্ক হইয়া থাকেন, কাজেই তাঁহাদের একজনার হুকুম স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত রদ করা যাইতে পারে না।''

(১) মিজানোল -এ'তেদাল, ১/১০৫ পৃষ্ঠা ; — খতিব বলিয়াছেন, এছমাইল বেনে হাম্মাদ, ইনি ওমার বেনে জার, মালেক বেনে মেগওয়াল, এবনে আবি জে'ব ও একদল মোহাদ্দেছের নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে ছাহ্‌ল, আবদুল মো'মেন ও

একদল বিদ্বান্ হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। তিনি রাছাফাতের কাজি হইয়াছিলেন, তিনি মহা ফেক্হতত্ত্ববিদ ছিলেন। মোহম্মদ বেনে আবদুল্লাহ আনছারি বলেন, হজরত ওমার (রাজিঃ) র জামানা হইতে অদ্যাবধি এছমাইল বেনে হাম্মাদের তুল্য শ্রেষ্ঠতম আলেম কাজি হইতে পারেন নাই। কোন লোক বলিল, হাছান বাসারিও (এরূপ শ্রেষ্ঠতম আলেম) হইতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন যে, হাছান (বাসারিও) নহে।"

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, এবনে আদি ও ছালেহ জাজ্রা কিজন্য তাঁহাকে জইফ বলিয়াছেন, তাহা যতক্ষণ মজহাববিদ্বেষী লেখক প্রকাশ না করিবেন, ততক্ষণ তাঁহাদের দোষারোপ একেবারেই বাতীল বুঝা যাইবে।

(২) লেছানোল মিজান, ২/৩৪৬/৩৪৭ পৃষ্ঠা ; – এবনে খলকান লিখিয়াছেন, হাম্মাদ তাঁহার পিতা আবু-হানিফার মজহাবাবলম্বী ছিলেন, তিনি নেককার সজ্জন লোক ছিলেন, তাঁহার পিতা মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে, তিনি কাজির নিকট বলিলেন যে, তাঁহার পিতার নিকট বহু গচ্ছিত বস্তু ছিল। কাজি বলিলেন, আমি তৎসমস্ত আপনার নিকট হইতে লইব না। ইহাতে তিনি বলিলেন, আপনি উহা লইয়া ওজন করিতে বলুন, তাহা হইলে আমার পিতা দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। তৎপরে আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন। তাঁহার সেবকেরা কয়েক দিবস ওজন করিল। উহা শেষ হইলে, হাম্মাদ গোপনে চলিয়া গেলেন, কাজেই কাজি তৎসমস্ত অন্যাকে দিলেন। এবনে আবি হাতেম হাম্মাদের সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করেন নাই। এবনে খালকান তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন, এবনে আবি হাতেম যখন তাঁহার দোষের কোন কথা উল্লেখ করেন নাই, তখন তাঁহাকে বিশ্বাস ভাজন স্থির করিয়াছেন।

এবনে আদি কতকাল পরে আসিয়া ফৎওয়া জারি করিলেন যে,

হাম্মাদের স্মরণশক্তি কম ছিল, এজন্য তিনি জইফ । ইহা অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নহে । যদি ব্যাপার সত্য হইত, তবে তাঁহার সমসাময়িকেরা ইহা বলিতেন, এইরূপ আনুমানিক কথায় একজন লোক জইফ সাব্যস্ত হইতে পারে না ।

(৩) এবনে হাজার তহজিবের ১০/৪৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

عن ابن معين كان ابوحنيفة ثقة في الحديث *

"(এমাম এহইয়া) বেনে মইন বলিয়াছেন, আবু-হানিফা হাদিছে বিশ্বাসভাজন ছিলেন ।"

এমাম এবনে আবদুল বার্র 'কেতাবোল-এস্তেকা'তে লিখিয়াছেন:-

فقال يحيى بن معين هو ثقة ما سمعت احدا ضعفه - هذا شعبة بن الحجاج يكتب اليه ان يحدث بأمره وشعبة شعبة وكذا علي بن المديني اثنى عليه -

"এহইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, উক্ত এমাম আবু-হানিফা বিশ্বাসভাজন ছিলেন, কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জইফ বলিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই । এই শো'বা বেনেল হোজ্জাজ তাঁহার নিকট পত্র লেখেন যে, যেন তিনি তাঁহার হুকুমে হাদিছ প্রকাশ করেন, আর শো'বা ত শো'বা । এইরূপ আলি বেনে মদিনি তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন ।"

এমাম এহইয়া বেনে মইন, এহইয়া বেনে ছইদ কাত্তান, শো'বা, আবদুল্লাহ বেনে মোবারক, মক্কি বেনে এবরাহিম, মেছয়ার বেনে কেদাম, হাছান বেনে ছালেহ, এছরাইল, আলি বেনে মদিনি, ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না, এবনে জোরাএজ ও এবনে আ'এশা প্রভৃতি মহা মহা মোহাদ্দেছ এমাম-আজমকে হাদিছে বিশ্বাসভাজন, এমাম মোজতাহেদ, ধার্ম্মিক ও পরহেজগার বলিয়াছেন, এক্ষেত্রে এবনে-আদির ন্যায় লোকের কথায় তিনি কি জইফ হইতে পারেন ?

তরদিদোল মোবতেলীন

আহলে হাদিছ, ৮। ৪। ১৪৫ পৃষ্ঠা : —

''নেছানোল-মিজানে আছে, এবনে মোবারক বলেন, আবু ইউছফ রেওয়াএতে জইফ ছিলেন।

তারিখে-খতিবে আছে, এবনে মোবারক বলিতেছেন যে, যে মজলিশে আবু ইউছফের কথা উঠে, সেখানে আমি বসিতাম না। আর যখন এবনে মোবারক খবর পাইতেন যে, আবু ইউছফ মরিয়াছে তখন বলিতেছিলেন যে, মিছকিন ইয়াকুব (আবু ইউছফ) যাহা কিছু শিখিয়াছিল কোনও কাজে লাগিল না।''

খোকা-ভঞ্জন

তদরিবোর-রাবী, ২৬১ পৃষ্ঠা : —

عمل شيخ الاسلام لسان الميزان ضمنه الميزان و زوائد *

''শায়খোল-ইস্লাম, লেছানোল-মিজান রচনা করিলেন, উহাতে মিজান এবং আরও বেশী কিছু যোগ করিয়াছেন।''

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, উহাতে কামেল ও মিজানের ন্যায় অনেক বিশ্বাসভাজন লোককে অযথাভাবে জইফ বলা হইয়াছে। আর তারিখে-খতিবে অনেক বাতীল গল্প থাকা ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

মজহাব-বিদ্বেষী লেখকের উপরোক্ত কথাগুলির উত্তর তাঁহার ছায়ফোল-মোহাদ্দেছিনের জন্মের অনেক পূর্ব্বে মৎপ্রণীত কামেয়োল-মোবতাদেয়িনের ২/৫৭ – ৬৭ পৃষ্ঠায় ও ২/৭০ – ৭৩ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে।

কেতাবোল-আনচাব, ৪৩৯ ও এবনে-খালকান, ২/৩০৩ পৃষ্ঠা : —

ولم يختلف يحيى بن معين واحمد بن حنبل وعلي بن المديني في ثقته في النقل *

"(এমাম) এহইয়া বেনে মইন, আহমদ বেনে হাম্বল ও আলি বেনে মদিনি এমাম আবু ইউছফের হাদিছ রেওয়াইয়াতে বিশ্বাসভাজন হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ করেন নাই।"

এবনে খালকান, উক্ত পৃষ্ঠা : —

وذكر ابن عبد البر ان ابا يوسف المذكور كان حافظا وكان يحضر المحدث ويحفظ خمسين ستين حديثا ثم يقوم فيمليها على الناس وكان كثير الحديث *

"এবনে অবদুল বার্র বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত আবু ইউছফ হাফেজে-হাদিছ ছিলেন, তিনি মোহাদ্দেছের নিকট উপস্থিত হইয়া ৫০ কিম্বা ৬০টী করিয়া হাদিছ কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া লোকদিগকে লিখাইয়া দিতেন, তিনি বহু হাদিছতত্ত্ববিদ্ ছিলেন।"

মায়ারেফে-এবনে-কোতায়বা, ১৭১ পৃষ্ঠা : —

وكان صاحب حديث حافظا *

"আবু ইউছফ মোহাদ্দেছ ও হাফেজে-হাদিছ ছিলেন।"

এমাম নাছায়ি 'কেতাবোজ্জোয়াফা'র ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন —

ابويوسف القاضي ثقة *

"আবু-ইউছফ কাজি বিশ্বাসভাজন ছিলেন।"

ইহা ব্যতীত আমর বেনেন্নাকেদ, আবু-হাতেম, মোজান্না, এবনে আদি, তালহা বেনে আবদুল্লাহ, হেলাল, এজিদ বেনে হারুণ, এবনে হাব্বান, মোহম্মদ বেনে ছাবাহ ও ফোজাএল বেনে এয়াজ উক্ত এমাম আবু-ইউছফকে হাদিছে বিশ্বাসভাজন, মহাবিদ্বান্, নেককার ও ন্যায়পরায়ণ ইত্যাদি বলিয়াছেন, কেতাবোল-আনছাব, ৪৩৯। এবনে খালকান, ২।৩০৩/৩০৪। তাজকেরা, ১/২৬৭। মিজান, ৩।৩২১/৩২২। লেছানোল মিজান, ৬/৩০০/৩০১

পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইহাতে এবনে-মোবারকের কথা একেবারে বাতীল সাব্যস্ত হইল।

আহলে-হাদিছ, ৮/৪/১৪৬ পৃষ্ঠা ; — মিজানোল-এ'তেদাল, ২।৩৬৪, নাছায়ির কেতাজ্জোয়াফা, ৩৫। "নাছায়ি ও অন্যান্য মোহাদ্দেছ হাফেজা (স্মরণশক্তি সম্বন্ধে) মোহম্মমদকে জইফ বলিয়াছেন। (আবু-দাউদ বলিয়াছেন) ইমাম মোহম্মদের বর্ণিত হাদিছ লেখার উপযুক্ত হনে।"

ধোকা-ভঞ্জন

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি বাবর আলি সাহেব অবিকল এই প্রশ্ন ছেয়ানত পুস্তকের ১১০ পৃষ্ঠায় করিয়াছিলেন, আমি কামেয়োল-মোবতাদেয়িন কেতাবের ৩/৯০ — ১০৩ পৃষ্ঠায় উহার 'দান্দান শেকান' উত্তর আপনার কেতাবের জন্মের পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা পাঠ করিয়া মনের শান্তি লাভ করিবেন।

এস্থলে এতটুকু লিখিতেছি,

মানাকেবে-কোদরি, ২/১৫৫ পৃষ্ঠা ; —

دخل على الامام اول ما دخل للعلم قال استظهر القرآن فغاب سبعة ايام ثم جاء وقال حفظته *

"(এমাম) মোহম্মদ প্রথমেই এমাম (আবু-হানিফার) নিকট এলম শিক্ষার জন্য উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন যে, তুমি কোর-আন কণ্ঠস্থ কর, ইহাতে তিনি সাত দিবস অনুপস্থিত হওয়ার পরে আগমন করিয়া বলিলেন যে, আমি কোর-আন কণ্ঠস্থ করিয়াছি।"

সাত দিবসে কোর-আন কণ্ঠস্থ করিয়া লয়, এরূপ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন লোক জগতে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, এইরূপ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন লোককে

স্মৃতিশক্তিতে জইফ (দুর্ব্বল) বলা একেবারে বাতুলতা মাত্র। এমাম মোহম্মদের মৃত্যু ১৭৯ সনে, এমাম নাছায়ির জন্ম ২১৫ সনে হইয়াছিল, ইনি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে প্রকাশ হইয়া কোথা হইতে এরূপ অহি পাইলেন ?

তখরিজে-জয়লয়ি, ১/২১৩ পৃষ্ঠা : — "দারকুৎনি বলিয়াছেন যে, এই মর্ম্মের হাদিছ ২০ জন বিশ্বাসভাজন হাফেজে-হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এমাম মোহম্মদ বেনে হাছানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।"

মজহাব বিদ্বেষী লেখক লিখিয়াছেন যে, আবু দাউদ তাঁহার হাদিছ লেখার উপযুক্ত নয় বলিয়াছেন। ইহা তাহার জালছাজি ও মিথ্যা অপবাদ।

দেখুন লেছানোল মিজানের ৫/১২১/১২২ পৃষ্ঠায় আছে ; —

قال ابوداؤد لايستحق الترك وقال عبد الله بن على المديني عن ابيه صدوق *

"আবু দাউদ বলিয়াছেন, (তাঁহার হাদিছ) ত্যাগ করার উপযুক্ত নহে (অর্থাৎ গ্রহণ করার উপযুক্ত)। আবদুল্লাহ তাঁহার পিতা আলি বেনে মদিনি হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, (এমাম) মোহম্মদ মহা সত্যবাদী ছিলেন।"

আরও ১২১ পৃষ্ঠা ; —

يروي عن مالك بن انس وغيره وكان من بحور العلم و الفقه قويا في مالك *

"তিনি মালেক প্রভৃতি বিদ্বানগণ হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি এল্‌ম ও ফেক্‌হের সমুদ্র ছিলেন, (এমাম) মালেকের হাদিছে মহা-বিশ্বাসভাজন ছিলেন।" পাঠক, যিনি এমাম মালেকের হাদিছে বিশ্বাসভাজন ছিলেন, তিনি অন্যান্য এমামের হাদিছে কেন বিশ্বাসভাজন হইবেন না ? ইহাতেই লেখকের পক্ষপাতিত্ব ধরা পড়িতেছে।

এমাম নাবাবি 'তহজিবোল-আছমা' কেতাবের ১০৫ পৃষ্ঠায়

লিখিয়াছেন : —

ما رأيت مبدنا قط اذكى من محمد بن الحسن و كان محمد بن الحسن اذا اخذني المسألة كأنه قرآن ينزل لايقدم ولا يؤخر و كان محمد بن الحسن يملاء العين والقلب و حملت عن محمد بن الحسن وقرى بختي كتبا *

এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, "আমি কখনও কোন হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিকে মোহম্মদ বেনে হাছান অপেক্ষা অধিকতর ধী-শক্তিসম্পন্ন দর্শন করি নাই। যে সময় (এমাম) মোহম্মদ বেনে হাছান কোন মস্‌লা প্রকাশ করিতেন, (তখন বোধ হইত) যেন কোরআন নাজিল হইতেছে, তিনি একটী অক্ষর অগ্রপশ্চাৎ করিতেন না। তিনি চক্ষু ও হৃদয় উজ্জ্বল করিতেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে একটী উষ্ট্রী বহন করিতে পারে ইহার দ্বিগুণ কেতাব বহন করিয়া লইয়াছিলাম।"

জওহার মজিয়া, ৪২ পৃষ্ঠা ; —

قال ما رأيت اعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن -

"এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, আমি (এমাম) মোহম্মদ বেনে হাছান অপেক্ষা কোর-আন শরিফের শ্রেষ্ঠতম আলেম দর্শন করি নাই।"

মূল কথা, এত বড় এল্‌মের সমুদ্রকে শত আহমদ, আবু-জোরয়া ও এহইয়া জইফ বলিলেও তিনি জইফ হইতে পারেন না। এমাম আহমদ, আবু জোরয়া, আবু হাতেম প্রভৃতির মতে এমাম বোখারি, আলি বেনে মদিনি, এহইয়া বেনে মইন জহমিয়া ছিলেন। এমাম এহইয়া বেনে মইন, এমাম আহমদ বেনে ছালেহ মিস্রিকে ; এমাম মালেক, ছোলায়মান, হেসান ও এহইয়া কাত্তান, মোহম্মদ বেনে ইস্‌হাককে, এমাম আহমদ, আলিবেনে মদিনিকে ও আব্বাছ আম্বরি, আবদুর রাজ্জাককে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। এমাম এহইয়া

বেনে মইন, এমাম শাফেয়িকে, এমাম আহমদ, আওজায়িকে ও এমাম নাছায়ি, আহমদ বেনে ছালেহ মিস্রিকে জইফ বলিয়াছেন, ইহার প্রমাণ উক্ত কামেয়োল-মোবতাদেয়িনে লিখিত হইয়াছে মৌভাষার নিন্দুক উহা মানিবেন কি ? যদি না মানেন, তবে এরাকের ফকিহ্ এমাম মোহম্মদের বিরুদ্ধে নিন্দুক দলের নিন্দাবাদগুলি আবর্জ্জনায় নিক্ষেপ করার যোগ্য হইবে না কেন ?

আহলে হাদিছ, ৮/৪/১৪৬/১৪৭ পৃষ্ঠা ; — আবু-হানিফা জইফ ছাড়া "মোরজিয়া"ও ছিলেন, আর মোরজিয়া সম্বন্ধে তেরমজিতে হাদিছ আছে ; —

"মোরজিয়া ও কাদেরিয়া আমার উম্মতের মধ্যে নয়, ইহারা ইস্‌লামের বাহিরে ।" পাঠক বিবেচনা করুন, আবু হানিফা মুসলমান সম্প্রদায়ের ইমাম হওয়া ত দূরের কথা এখন ইমান লইয়া যে টানাটানি পড়িল । দেখুন, এবনে কোতায়বা দিনুরী "কেতাবোল মওয়ারেফে"এ মোরজিয়াদের নামের একটী তালিকা দিয়াছেন । .... ইহাতে হাম্মাদ বেনে আবি ছোলায়মান, ইনি ইমাম ছাহেবের ওস্তাদ হন ইনিও আছেন । খোদ ইমাম ছাহেবও আছেন ও ছাত্রদ্বয়ও আছেন ।

ধোকা ভঞ্জন

মজহাব বিদ্বেষীর এই উক্তিগুলির উত্তর মৎপ্রণীত কামেয়োল-মোবতাদেয়িনের ১/৭২ — ১১০ পৃষ্ঠায় ও নবাবপুরের বাহাছের ৫৭ — ৬৬ ও ৬৮ — ৮৭ পৃষ্ঠায় ও দাফেয়োল-মোফছেদিনে বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে, উহা পাঠ করিলে তাহার দলের চক্ষু স্থির হইবে ।

এস্থলে এতটুকু লিখিতেছি যে, এবনে-কোতায়বা দিনুরী এক জন বেদয়াতি লোক । মিজানোল-এ'তেদালের ২/৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে,

হাকেম বলিয়াছেন. উম্মতের এজমা হইয়াছে যে, এবনে কোতায়বা বড় মিথ্যাবাদী ছিলেন। দারকুৎনি বলিয়াছেন, এবনে কোতায়বা (ভ্রান্ত) মোশাব্বেহাদলের মতের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছিল। এমাম বয়হকি বলিয়াছেন যে, এবনে কোতায়বা (ভ্রান্ত) কার্রামিয়াদলের মত ধারণ করিত।"

এই বেদয়াতমতাবলম্বীর কথায় এমাম আজম, তাঁহার শিষ্যদ্বয় ও শিক্ষক মরজিয়া হইতে পারেন না।

(২) এবনে কোতায়বা যে সমস্ত লোককে মরজিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের পরিচয় একটু শুনুন : —

১। এবরাহিম তায়মি ২। আমর বেনে মোর্রা ৩। জার (বেনে আবদুল্লাহ্) হামদানি ৪। তাল্‌ক বেনে হবিব ৫। আমর বেনে কয়েছ ৬। আবু মোয়াবিয়া (মোহম্মদ বেনে খাজেম) ৭। এহ্ইয়া বেনে জিকরিয়া ৮। মেছয়ার বেনে কেদাম। এমমাম বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ, তেরমেজি, নাছায়ি ও এবনে মাজা উপরোক্ত আট জনের হাদিছ নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। তকরিবোত্তহজিব, ২৩/২৮৮/১১৯/১৮২/২৮৭/৩১৮/৩৯১/৩৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৯। আবদুল হামিদ, এমাম বোখারি, মোছলেম, তেরমেজি ও এবনে মাজা ইহার হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন।

১০। আবদুল আজিজ বেনে আবি রোওয়াদ, এমাম মোছলেম ব্যতীত সকলেই তাঁহার হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন। তকরিবোত্তহজিব, ২২৪/২৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত দশজন বিদ্বান্ এমাম বোখারি, মোছলেম, আবুদাউদ প্রভৃতি সেহাহ্ লেখকগণের শিক্ষক, শিক্ষকের শিক্ষক বা তদুপরি শিক্ষক ছিলেন, যদি এবনে কোতায়বার দাবি সত্য হয়, তবে সেহাহ্ লেখকগণ মরজিয়া

হইয়া যাইবেন এবং মজহাব বিদ্বেষিগণ উপরোক্ত হাদিছগুলি মান্য করিয়াও মরজিয়া হইয়া যাইবেন। এক্ষেত্রে রংপুরী নিন্দুকের মতে তেরমজির হাদিছ অনুসারে এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি সেহাহ লেখকগণের, বরং মজহাব বিদ্বেষী দলের ইমান লইয়া টানাটানি পড়িবে কিনা ? তাঁহারা ইস্‌লামের বাহিরে পড়িবেন, না ভিতরে থাকিবেন ?

(৩) এবনে কোতায়বা, মায়ারেফের ২০৬ পৃষ্ঠায় তাউছ, ছালমা বেনে কোহাএল, হাকাম বেনে আতাবা, ছুফইয়ান ছওরি, শো'বা, হাছান বেনে ছালেহ, অকি, ফজল বেনে দোকাএন, এহইয়া বেনে ছইদ কাত্তান, আবদুর রাজ্জাক প্রভৃতি বিদ্বানগণকে শিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা সেহাহ্ লেখক এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের শিক্ষক বা শিক্ষকের শিক্ষক, তাঁহাদের হাদিছে সেহাহ্ সেত্তা পূর্ণ রহিয়াছে। মজহাব বিদ্বেষীগণ তাঁহাদের বর্ণিত হাদিছগুলি মান্য করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে সেহাহ্ লেখকগণ ও মজহাব বিদ্বেষীগণ শিয়া হইয়া ইস্‌লাম হইতে খারিজ হইবেন কিনা ?

(৪) এবনে-কোতায়বা উহার ২০৭ পৃষ্ঠায় আতা বেনে এছার, কাতাদা, হেশাম দাস্তাওয়ায়ি, ছইদ বেনে আবি আরুবাহ্, মকহুল ও মোহম্মদ বেনে ইস্‌হাক্‌কে কদরিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা সেহাহ্ লেখকগণের শিক্ষক বা শিক্ষকগণের শিক্ষক। তকরিব দ্রষ্টব্য।

এক্ষেত্রে সেহাহ লেখকগণ ও মজহাব বিদ্বেষী দল কদরিয়া হইয়া ইস্‌লামের বাহিরে পড়িবেন কিনা ?

(৫) লেছানোল-মিজান, ৩। ৩৫৯ পৃষ্ঠা ; —

سمعت شيخي العراقي يقول كان قتيبة كثير الغلط وقال الازهري هو كثير الحدس والقول بالظن فيما لايحسنه ولا يعرفه ورايت

ابابكر ابن الانباري ينسبه الغباوة و قلة المعرفة و يزري به -

"আমি আমার শিক্ষক এরাকিকে বলিতে শুনিয়াছি যে, এবনে-কোতায়বা বহু ভ্রমকারী ছিলেন। আজহারি বলেন, এবনে কোতায়বা যে বিষয় ভাল না জানিতেন এবং না বুঝিতেন, উহাতে বহু অনুমান ও কল্পনা করিয়া কথা বলিতেন। আমি আবুবকর বেনেল আম্বারিকে দেখিয়াছি যে, তিনি এবনে কোতায়বাকে নির্ব্বোধ (মেধাহীন) ও অনভিজ্ঞ বলিয়া অভিহিত ও ঘৃণা করিতেন।"

এইরূপ কল্পনার দাস, ভ্রমকারী ও অনভিজ্ঞ লোকের কথায় কি জগতের মানিত এমামগণ মরজিয়া, শিয়া ও কদরিয়া হইতে পারেন ?

মৌভাষার নিন্দুক পাণ্ডিত্য প্রমাণ করণার্থে আমর বেনে মোর্রা স্থলে ওমর বেনে মোর্রা, আম্‌র বেনে কয়েছ স্থলে ওমর বেনে কয়েছ, মেছয়ার বেনে কেদাম স্থলে মোছএর বেন কোদাম লিখিয়াছেন। এহইয়া বেনে জাকারিয়া বেনে আবি জায়েদা এই একটী নামকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটী নাম করিয়াছেন। এহেন পাণ্ডিত্য লইয়া কেতাব রচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

এক্ষণে পাঠক বুঝিলেন ত; এমাম আজম সাহেব, তাঁহার শিক্ষক ও ছাত্রদ্বয় কেহই মরজিয়া হইলেন না, নিন্দুকের মুখে ভস্ম পড়িল।

আহলে হাদিছ, ৮/৪/১৪৭ পৃষ্ঠা ঃ—

এই কারণেই পিরাণপির আবদুল কাদের জিলানী গুনিয়া তোত্তালেবিন ২২৭ পৃঃ সমস্ত হানিফী সম্প্রদায়কেই মোরজিয়া বলিয়াছেন।

ধোকা ভঞ্জন

ইহার উত্তর মৎপ্রণীত দাফেয়োল-মোকছেদিনে ও নবাবপুরের

বাহাছের ৫৭ / ৬৬ । ৬৮ – ৮৪ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে এতটুকু লেখা হইতেছে যে, লেখকের দাবি একেবারে মিথ্যা, উক্ত কেতাবে এমাম আবুহানিফা বা সমস্ত হানাফিগণকে মরজিয়া বলিয়া লেখা হয় নাই, বরং এমাম আজমের কোন একজন শিষ্যকে মরজিয়া বলিয়া লেখা হইয়াছে।

মক্কা শরিফের মুদ্রিত গুন্ইয়া তোত্তালেবিনের ১/৮০ পৃষ্ঠায়, মিসরের মুদ্রিত উক্ত কেতাবের ১/৬৩ পৃষ্ঠায়, দিল্লীর মোরতাজাবি প্রেসের মুদ্রিত উক্ত কেতাবের ২৩০ পৃষ্ঠায় ও লাহোরের নলকেশওয়ারি প্রেসের মুদ্রিত উক্ত কেতাবের ১৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ; –

فهم اصحاب ابي حنيفة النعمان بن ثابت –

"(এমাম) আবু-হানিফা নো'মান বেনে ছাবেতের কোন শিষ্য মরজিয়া হইয়াছিল।"

এইরূপ জগতের সমস্ত প্রকার ছাপার গুন্ইয়া তোত্তালেবিন কেতাবে দেখিতে পাইবেন। কেবল লাহোরের মজহাব বিদ্বেষী মোহম্মদী প্রেসে মুদ্রিত গুন্ইয়া তোত্তালেবিনের ২০৮ পৃষ্ঠায় এই দলের কেহ এবারতে জাল করিয়া আরবি বা'জ (بعض) শব্দ উড়াইয়া দিয়া লিখিয়াছেন, فهم اصحاب ابي حنيفة النعمان "(এমাম) আবু-হানিফা নো'মানের শিষ্যগণ মরজিয়া হইয়াছেন।"

কি ভীষণ জালছাজি ও ধোকাবাজি ! ইহারাই আবার সুন্নত জামায়ত হওয়ার দাবি করিয়া থাকেন, জালছাজ ধোকাবাজেরা কখনও সুন্নত জামায়াত হইতে পারেন না।

পাঠক, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, হানাফি সম্প্রদায় কিছুতেই মরজিয়া নহেন।

তরদিদোল মোবতেলীন

আহলে হাদিছ, উক্ত পৃষ্ঠা ;—"তিনি (বড় পীর ছাহেব) ইস্‌লামের ৭৩ ভাগকে মোট ১০ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ১। আহলে-ছুন্নতজমাত। ২। খারেজী। ৩। শিয়া। ৪। মোতাজেলা। ৫। মোরজিয়া। ৬। জাহমিয়া। ৭। মোশাবাহ। ৮। জারারিয়া। ৯। নাজ্জারিয়া। ১০। কোলাবিয়া। এর মধ্যে কেবল আহলে ছুন্নত বেহেস্তি আর সমস্তই দোজখি। আর বাকি ৯টী প্রত্যেক এর অংশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মোরজিয়াকে ১২ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাতে হানিফী মতাবলম্বীদিগকে মোরজিয়া বলিয়াছেন।

খোকা ভঞ্জন

বড়পীর ছাহেব ৭৩ ফেরকার যেরূপ তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, শরহে-মাওয়াকেফে ও তফছিরে-আহমদীতে তদ্বিপরীতে ৭৩ ফেরকার অন্য দুই প্রকার তালিকা লিখিত আছে, বড় পীর ছাহেব মরজিয়াদের ১২ ফেরকা ও শরহে-মাওয়াকেফে তাহাদের ৫ ফেরকার কথা লিখিত আছে।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ফেরকাগুলির তালিকা ও নাম কোরআন ও হাদিছে নাই, মোজতাহেদগণের এজমাতে নাই, উহা বড় পীর সাহেব বা কোন কোন আলেমের কেয়াছি মত। এইরূপ কেয়াছি কথার তকলীদ করা শেরক কিনা ? কোরআন ও হাদিছে কি হানাফিগণকে মরজিয়া বলা হইয়াছে? কেয়াছি কথা আপনাদের মতে নাকি পায়খানায় ফেলিতে হয় ? এ কথাটী পায়খানায় ফেলিয়া দিবেন কি ?

আহলে হাদিছ, উক্ত পৃষ্ঠা ;—১। কেবল আহলেসুন্নতই পরিত্রাণ পাইবে। ২। আহলে-ছুন্নত একদলই হইয়া থাকে। ৩। আহলে-ছুন্নতের এক নামই হয়, আর সেটী আহলে-হাদিছ। . . . বলি এত বড় ইমাম, তিনি যে এখন উপরে লিখিত তেরমেজির হাদিছানুযায়ী মুসলমান হইতেই

খারিজ হইলেন। তৎপরে রছুলও (দঃ) উম্মত হইতে খারিজ করিয়া দিলেন, এখন ঠিকানা কোথায়।

ধোকা ভঞ্জন

পীরানপীর এস্থলে আহলে-ছুন্নত অলজামায়াতকে বেহেশ্‌তী ফেরকা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম মোহাম্মদী বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। বরং তিনি উক্ত কেতাবের ২২৪ পৃষ্ঠায় রাফিজিদিগের পঞ্চম ফেরকার নাম মোহম্মদিয়া বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এমাম আবদুল-অহাব শায়ারানি মিজানের ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;-

قال الخطابي و اصحاب السنن هم حفاظ الحديث و المطلعون عليه كالائمة المجتهدين وكمل اتباعهم فانهم هم الذين يعلمون ما تضمنته السنن من الاحكام ـ

"(এমাম) খাত্তাবি বলিয়াছেন, হাফেজে-হাদিছ ও হাদিছের তত্ত্ববিদ্‌গণ আহলে-হাদিছ হইবেন, যেরূপ এমাম মোজতাহেদগণ এবং তাঁহাদের কামেল অনুসরণকারিগণ, কেননা হাদিছ সমূহে যে সমস্ত আহকাম নিহিত আছে, তৎসমুদয় তাঁহারাই অবগত হইয়া থাকেন।"

আরও ৫১ পৃষ্ঠা ;-

و المراد باهل الحديث ما يشمل اهل السنة من الفقهاء و ان لم يكونوا حفاظا ـ

"আহলে হাদিছের অর্থে সুন্নত জামায়াতভুক্ত ফকিহগণ ও বুঝা যায় যদিও তাঁহারা হাফেজে-হাদিছ না হন।"

পীরান-পীর যে আহলে -হাদিছ বলিয়াছেন, তাহাতে যেরূপ প্রাচীন মোহাদ্দেছগণ বুঝা যায়, সেইরূপ ফকিহ্ মোজতাহেদগণও বুঝা যায়, ইহাতে

বর্ত্তমান অভিনব মোহম্মদী মতধারী কিছুতেই বুঝা যায় না, কারণ তাঁহার জামানায় এই নব্যদলের অস্তিত্বই ছিল না ।

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ৮১৫ পৃষ্ঠায় নিজেকে এমাম আহমদ বেনে হাম্বলের তাবেদার বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ।

আরও তিনি উহার ১৪৩ পৃষ্ঠায় এমাম আবু-হানিফার তকলীদ করার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন ।

যদি হানাফিগণ মরজিয়া হইতেন, তবে তিনি কি উক্ত মজহাবের তকলীদ করিতে বলিতেন ? ইহাতে বুঝা গেল যে, পীরানপীর এমাম আবু-হানিফা (রঃ) কে মরজিয়া বলেন নাই, হানাফিগণকে মরজিয়া বলেন নাই, বরং গাচ্ছান নামক তাঁহার একজন শিষ্যকে মরজিয়া বলিয়াছেন ।

এক্ষণে অযথা ভাবে যে মজহাব বিদ্বেষী, এমাম আজমকে ইস্‌লাম হইতে খারিজ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহার প্রতি কি ফৎওয়া হইবে ?

"নির্দ্দোষ লোককে কাফের বলিলে, নিজেই কাফের হইয়া যাইতে হয় ।" ইহা হজরতের হাদিছ । — মেশকাত, ৪১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

এক্ষণে মৌভাষার নিন্দুকের কি অবস্থা হইবে, তাহা তিনিই বুঝিতে পারেন ।

তফছিরে আহমদী, ৪০৭ পৃষ্ঠা ; — "মরজিয়ারা বলিয়া থাকে যে, আল্লাহতায়ালা আদমকে নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন । আল্লাহতায়ালার অবয়ব (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) আছে ।"

মজহাব-বিদ্বেষিগণের একজন নেতা মৌলবি বাবর অলি ছাহেব আহলে-হাদিছ পত্রিকার ৭ম ভাগের পৌষ সংখ্যার ১৫৩ — ১৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ; —

"কোরাণ হাদিছে আল্লাহতায়ালার হস্ত-পদ ও আকৃতির কথা আছে

সেইজন্য আমরাও তাঁহার ঐ সমূহ স্বীকার করি।"

ইহাতে মজহাব-বিদ্বেষিদিগের মরজিয়া হওয়া প্রমাণিত হইল, এক্ষণে তাঁহারা ইস্‌লাম হইতে খারিজ হইবেন কি না ?

আহলে হাদিছ, ৮/৪/১৪৮ পৃষ্ঠা ; ছইদ বেনে ছালেম বলেন, আমি আবু ইউছফকে বলিলাম যে, খোরাছানবাসীরা আবু হানিফাকে জাহমিয়া ও মরজিয়া বলে, তদুত্তরে বলিল যে, খোরাছানিরা সত্য কথাই বলিয়াছে।

খোকা ভঞ্জন

ইহার উত্তর মৎপ্রণীত দাফেয়োল-মোফছেদিনে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে এতটুকু লিখিতেছি ; —

তারিখে-বগদাদির রেওয়াইয়াতের রাবিগণ মিথ্যাবাদী বেদয়াতি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এস্থলে ছইদ বেনে ছালেমের নাম লিখিত আছে, ইনি নিজেই মরজিয়া ছিলেন, মিজানোল-এ'তেদাল, ১/৩৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। একজন মরজিয়ার কথায় একজন প্রবীণ এমামের নিন্দাবাদ করা ইমানদারের কার্য্য নহে।

খোরাছানবাসিরা এমাম বোখারিকে জহ্‌মিয়া বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। —তহঃ, ৯/৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

খোরাছানবাসিরা যাহা বলেন তাহাই যদি সত্য হয়, তবে এমাম বোখারি জহ্‌মিয়া হইয়া যাইবেন।

যদি এমাম আজম মরজিয়া ও জহমিয়া হইতেন, তবে এমাম আবু ইউছফ কি জন্য তাঁহার নিকট ফেক্‌হ শিক্ষা করিতেন ? তাঁহার মজহাবকে কি জন্য প্রচার করিতেন ?

এমাম বয়হকি কেতাবোল-আছমা ওছ্‌ছেফাতের ১৮৮ পৃষ্ঠায়

লিখিয়াছেন ; —

فقلت اكان راي جهم فقال معاذالله

"রাবি বলেন, আমি আবু ইউছফকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আবু হানিফা কি জহমিয়া মত ধরিতেন ? তিনি বলিলেন, মায়াজাল্লাহ্ না।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, খতিবের রেওয়াইয়াত জাল ও মিথ্যা অপবাদ।

মজহাব-বিদ্বেষিদের নেতা নবাব ছিদ্দিক হাছান খাঁ ছাহেব হাদিছোল-গাশিয়ার ১৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ; —

"এমাম জজরি জামেয়োল-ওছুলে লিখিয়াছেন, কেহ এমাম আজমকে জহমিয়া, কেহ কদরিয়া ও কেহ মরজিয়া বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি এই সমস্ত দোষ হইতে পাক ছিলেন, কেননা আবু জা'ফর তাহাবি 'আকিদা' পুস্তকে এমাম আবু হানিফার যে মতগুলি লিখিয়াছেন, তাহাতে কদরিয়া, মরজিয়া ও জহমিয়াদের কোন মত নাই।"

এবনে জওজি 'তলবিছে-ইবলিছে'র ২৬/২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "মরজিয়াদের দশম দল জাহেরিয়া অর্থাৎ যাহারা কেয়াছ অমান্য করিয়া থাকে।"

ইহাতে মজহাব-বিদ্বেষী কেয়াছ অমান্যকারিদল ইসলাম ও উম্মত হইতে খারিজ হইবেন কি না ?

আহলে-হাদিছ, ৮/৪/১৪৮ পৃষ্ঠা ; — "আবার এমাম মোহম্মদ কি-নুর বর্ষায় দেখুন, খতিব বাগদাদিতে আছে, আবুহানিফাকে জিন্দিকতা (কাফেরি) হইতে ২ বার তওবা করান হইয়াছে।"

ধোকা ভঞ্জন

ইহার দন্তচূর্ণকারী উত্তর দাফেয়োল-মোফছেদিনে লিখিত হইয়াছে,

অনুগ্রহ করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখিয়া লইবেন, এস্থলে এতটুকু লেখা যথেষ্ট হইবে ; —

আল্লামা এবনে হাজার শাফেয়ি খয়রাতোল-হেছানের ৫২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন : —

ان الخوارج لما دخلوا الكوفة ورأيهم تكفير كل من خالفهم قيل لهم عن ابي حنيفة هذا شيخ هؤلاء فاحضروه وقالوا تب من الكفر فقال انا تائب من كل كفر فقيل لهم انه قال انا تائب من كفركم فاخذوه فقال لهم ابعلم قلتم ام بظن قالوا بظن قال ان بعض الظن اثم والاثم كفر عندكم فتوبوا من الكفر قالوا تب انت ايضا من الكفر (تنبيه) وقع لبعض حساد ابي حنيفة الذين ينتقصونه بما هو بريء منه انه ذكر من مثالبه انه كفر مرتين واستتيب مرتين وانما وقع له ذلك مع الخوارج فارادوا انتقاصه به وليس بنقص بل هو غاية في رفعته اذلم يوجد احد بعدا جهم غيره رحمة الله عليه ❁

"খারেজিরা তাহাদের বিপরীত মতাবলম্বীগণকে (সুন্নত জামায়াতকে) কাফের ধারণা করিয়া থাকে, খারেজিরা কুফাতে উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে (এমাম) আবু-হানিফার সম্বন্ধে বলা হইল যে, ইনি সুন্নিদিগের শিক্ষক। ইহাতে তাহারা উক্ত এমামকে হাজির করিয়া বলিল, আপনি কাফেরি হইতে তওবা করুন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি প্রত্যেক প্রকার কোফ্‌র হইতে তওবা করিতেছি। এমতাবস্থায় কেহ তাহাদিগকে বলিল যে, উক্ত এমাম বলিয়াছেন যে, আমি তোমাদের কোফ্‌র হইতে তওবা করিতেছি। তখন খারেজিরা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল, তিনি বলিলেন, তোমরা জানিয়া বলিতেছ, না অনুমান করিয়া বলিতেছ ? তাহারা বলিল, আমরা অনুমান করিয়া বলিতেছি। এমাম সাহেব বলিলেন, কতক অনুমান গোনাহ হইয়া থাকে, আর গোনাহ তোমাদের মতে কোফ্‌র, কাজেই তোমরা কোফ্‌র হইতে

তওবা কর। খারেজিরা বলিল, আপনিও কোফ্‌র হইতে তওবা করুন।

আবু-হানিফার কতক হিংসুকেরা তিনি যে দোষ হইতে পাক সেই দোষ উল্লেখ করতঃ তাহার অপযশ প্রচার করিয়া থাকে, তাহারাই তাঁহার অপযশ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে যে, তিনি দুইবার কাফেরি করিয়াছিলেন, আর দুইবার তাঁহাকে তওবা করান হয়। এই ঘটনাটী খারেজিদের সহিত ঘটিয়াছিল, কিন্তু হিংসুকেরা তদ্বারা তাঁহার দুর্ণাম করিয়া থাকে, ইহা তাঁহার দোষ নহে, বরং উচ্চতার প্রমাণ, কেননা তাঁহা ব্যতীত আর কেহই তাহাদের সহিত তর্ক করিতে উপস্থিত ছিল না।"

পাঠক, এমাম আজম কোথায় কাফেরি করিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মহীন লোকেরা অকারণে বোজর্গদিগের অপযশ রটাইয়া দীনইমান নষ্ট করিয়া থাকে।

হজরত এবরাহিম (আঃ) পৌত্তলিকদিগকে শিক্ষা দিবার মানসে একবার নক্ষত্রকে, একবার চন্দ্রকে, একবার সুর্য্যকে রব (খোদা) বলিয়া অবশেষে সমস্ত হইতে মুখ ফিরাইয়া এক খোদার অহদানিয়ত ঘোষণা করিয়াছিলেন। মজহাব-বিদ্বেষিরা এস্থলে হজরত এবরাহিম (আঃ) এর উপর তিনবার কোফ্‌র করার ফৎওয়া জারি করিবেন কি না ? (মায়াজাঃ)।

আহলে হাদিছ, উক্ত পৃষ্ঠা :– "এহেন গুণবান ইমামকে ইমাম আজম বলা হয় কি কারণে ? বিদ্যায় আজম না বয়সে ? বোধ হয় বয়সেই আজম হইবে।"

ধোকা ভঞ্জন

মিজানে-শা'রাণি, ৬৩ পৃষ্ঠা :–

عن شقيق البلخي انه كان يقول كان الامام ابوحنيفة من اورع الناس واعلم الناس واعبد الناس واكرم الناس واكثرهم احتياطا في الدين *

শকিক বালাখি বলিতেন, এমাম আবু হানিফা লোকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরহেজগার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবেদ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানশীল ও দীন সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাবধানতা অবলম্বনকারী ছিলেন।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ; —"আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলিয়াছেন, আমি কুফাতে উপস্থিত হইয়া আলেমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের শহরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরহেজগার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংসারবিরাগী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবাদতকারী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এলমে সংলিপ্ত কে আছেন ? সকলেই একবাক্যে বলিলেন, আবু-হানিফা।"

কেতাবোল-আনছাব, ২৪৭ পৃষ্ঠা ; —

واشتغل بطلب العلم وبالغ فيه حتى حصل له ما لم يحصل لغيره ودخل يوما على المنصور فكان عنده عيسى بن موسى فقال للمنصور هذا عالم الدنيا اليوم ورأى ابوحنيفة فى المنام انه ينبش قبر النبى صلعم فقيل لمحمد بن سيرين فقال صاحب هذه الرؤيا يثور علما لم يسبقه احد قبله *

"(এমাম) আবু-হানিফা এলম চেষ্টায় সংলিপ্ত হইলেন এবং উহাতে বহু সাধ্যসাধনা করিলেন, এমন কি তিনি এরূপ এলম লাভ করিলেন যাহা অন্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। এক দিবস তিনি মনছুর (খলিফার) নিকট উপস্থিত হইলেন, সেই সময় তাঁহার নিকট ইছা বেনে মুছা ছিলেন, ইঁহাতে তিনি মনছুর (খলিফা) কে বলিলেন, ইনি বর্ত্তমানে দুনইয়ার আলেম। আবুহানিফা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি (জনাব) নবি (সাঃ) এর কবর খনন করিতেছেন। ইহাতে (এমাম) মোহম্মদ বেনে ছিরিনকে (ইহার বৃত্তান্ত) জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই স্বপ্নদর্শক ব্যক্তি এরূপ এলম প্রচার করিবেন যাহা ইতিপূর্ব্বে কেহ করিতে পারে নাই।"

তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ, ১/১৫১ পৃষ্ঠা : —

ابوحنيفة الامام الاعظم فقيه العراق *

"আবু-হানিফা এমাম-আজম (শ্রেষ্ঠতম), এরাকের ফকিহ্।"

এক্ষণে মজহাব-বিদ্বেষী লেখক বুঝিতে পারিলেন ত যে, এমাম-আজমকে কি জন্য বড় এমাম (এমাম-আজম) বলা হয় ?

●●●

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।